অধ্যায় ০৫

গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা

Interior Design of a House

এ অধ্যায়ে অনন্য সংযোজন

এক নজরে অধ্যায় বিশ্লেষণ | প্রস্তুতি সহায়ক সুপার কুইজ | টপিকের ধারায় প্রশ্নোত্তর | বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর | মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্নোত্তর | যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

▸ আসবাব নির্বাচন ▸ আসবাব বিন্যাস ▸ বিভিন্ন কক্ষে আসবাব বিন্যাস ▸ গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি ▸ গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ ▸ অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় অব্যবহৃত জিনিসের ব্যবহার।

ভূমিকা — অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে গৃহ অন্যতম। এ গৃহকে বাসোপযোগী করার জন্য প্রয়োজন হয় আসবাবপত্র। আর গৃহকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা। এক্ষেত্রে দামি আসবাবের প্রয়োজন নেই। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কম দামি জিনিস দিয়েও গৃহসজ্জা করে রুচি ও শিল্পীমনের পরিচয় দেওয়া যায়। গৃহকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা একান্ত প্রয়োজন। পরিবার গৃহসজ্জার মাধ্যমে জীবনযাপনের মান উন্নত করে মানসিক তৃপ্তিলাভ করা যায়। আর গৃহের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেন্দ্র করেই সামাজিক উন্নতির বিকাশ ঘটে। আসবাবপত্র বলতে টেবিল, চেয়ার, সোফা, খাট, ওয়ারড্রোব, আলমারি, বুকসেলফ ইত্যাদি ভারী অথচ বহনযোগ্য গৃহসজ্জা সামগ্রীকে বোঝায়। গৃহের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন সহজতর করার জন্য আসবাবের ভূমিকা অনেক। তাছাড়া আরাম ও সৌন্দর্য বাড়াতেও এগুলোর জুড়ি নেই। শহর কিংবা গ্রাম সর্বত্রই গৃহের বিভিন্ন কাজের জন্য আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয়। পরিবারের জীবনযাত্রার মান, অবস্থানের স্থান অর্থাৎ শহর কিংবা গ্রাম, পারিবারিক জীবনচক্রের স্তর ইত্যাদির ভিন্নতায় আসবাবের চাহিদার ধরন বদলায়।

এক নজরে অধ্যায় সূচি — অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- Part-01 : বিশ্লেষণ (Analysis) ---- পৃষ্ঠা ১১২
  - ছকচিত্রে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ১১২
  - লেখচিত্রে বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---- পৃষ্ঠা ১১২
  - টপিক বিশ্লেষণ : বোর্ড মার্কের মাধ্যমে টপিকের গুরুত্ব নির্ধারণ ---- পৃষ্ঠা ১১২
- Part-02 : অনুশীলন (Practice) ---- পৃষ্ঠা ১১৩
  - সুপার কুইজ ---- পৃষ্ঠা ১১৩
  - বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১১৪
  - সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর ---- পৃষ্ঠা ১১৯
  - জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১২১
  - সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১২৪
    - ☑ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১২৪
    - ☑ সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১২৫
    - ☑ শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১২৮
    - ☑ মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---- পৃষ্ঠা ১৩০
  - অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান ---- পৃষ্ঠা ১৩৪
- Part-03 : এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স (Exclusive Suggestions) ---- পৃষ্ঠা ১৩৫
- Part-04 : যাচাই ও মূল্যায়ন (Assessment & Evaluation) ---- পৃষ্ঠা ১৩৬

PART 01

বিশ্লেষণ
Analysis

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যবইয়ের শিখনফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায়ের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ

সহজ প্রস্তুতির জন্য এক নজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব

ছকে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায় থেকে বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় (২০১৭–২০২৪) কয়টি বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে তা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো। ছকের বিশ্লেষণ দেখে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবে অধ্যায়টি এবারের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

বোর্ড / সাল	ঢাকা		রাজশাহী		যশোর		কুমিল্লা		চট্টগ্রাম		সিলেট		বরিশাল		দিনাজপুর		ময়মনসিংহ	
	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ	MCQ	CQ
২০২৪	৪	–	৪	–	৪	–	৪	–	৪	–	৪	–	৪	–	৪	–	৪	–
২০২৩	২	–	২	১	২	১	২	১	২	১	২	–	২	১	২	১	২	–
২০২২	৩	১	৩	–	৩	–	৩	১	৩	–	৩	১	৩	–	৩	–	৩	–
২০২০	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১	১
২০১৯	১	–	১	–	১	২	১	–	১	–	১	–	১	–	১	–	–	–
২০১৮	২	–	২	–	২	–	২	–	২	–	২	–	২	–	২	–	–	–
২০১৭	২	–	২	–	২	–	২	–	২	–	২	–	২	–	২	–	–	–
মোট	১৫	২	১৫	২	১৫	৪	১৫	৩	১৫	২	১৫	২	১৫	২	১৫	২	১০	১

লেখচিত্রে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে লেখচিত্রে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো। বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল উভয় লেখচিত্রের X অক্ষে 'বোর্ড' এবং Y অক্ষে 'প্রশ্নসংখ্যা' উপস্থাপিত হলো।

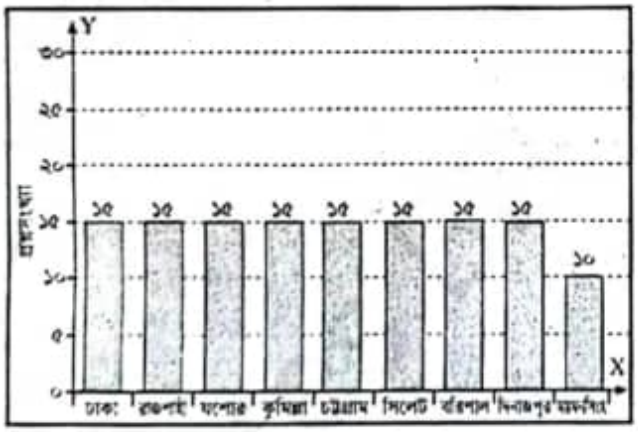

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বিশ্লেষণ

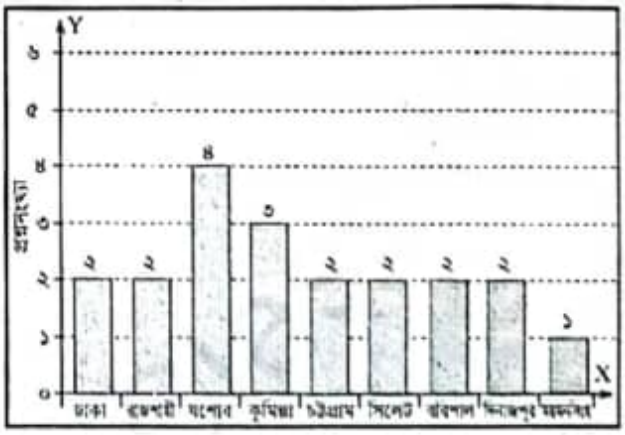

সৃজনশীল প্রশ্ন বিশ্লেষণ

টপিক বিশ্লেষণ (Topic Analysis)

বোর্ড মার্কের মাধ্যমে টপিক/ বিষয়বস্তুর গুরুত্ব নির্ধারণ

টপিক/অনুচ্ছেদ	বোর্ড ও সাল	গুরুত্ব
আসবাব নির্বাচন	রা. বো. '২৩; য. বো. '২৩; কু. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; ব. বো. '২৩; দি. বো. '২৩; ম. বো. '১৯	★★★
আসবাব বিন্যাস	ঢা. বো. '২২, '২০; রা. বো. '২০; য. বো. '২০, '১৯; কু. বো. '২২, '২০; চ. বো. '২০; সি. বো. '২২, '২০; ব. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০	★★★
বিভিন্ন কক্ষে আসবাব বিন্যাস	রা. বো. '২৩; য. বো. '২৩; কু. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; ব. বো. '২৩; দি. বো. '২৩	★★★
গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি	ঢা. বো. '২০; য. বো. '২০, '১৯; কু. বো. '২০; সি. বো. '২০	★★★
গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ	ঢা. বো. '২২; রা. বো. '২০' কু. বো. '২২; সি. বো. '২২; চ. বো. '২০; ব. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০	★★★
অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় অব্যবহৃত জিনিসের ব্যবহার		★★★

PART 02 **অনুশীলন Practice**

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য ১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

সুপার কুইজ

যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায় অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারাবাহিকতায় ভিন্ন ধারার কুইজ টাইপ প্রশ্নাবলি এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ঝটপট পড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

পাঠ-১ : আসবাব নির্বাচন ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৩৪

১। গৃহের কাজের জন্য কী ব্যবহার করা হয়? উ: আসবাবপত্র
২। আসবাব বিন্যাসের অন্যতম নীতি কোনটি? উ: প্রাধান্য
শয়ন কক্ষের দেয়ালের রং কেমন হলে ভালো হয়? উ: হালকা রং
৩। বদলির চাকরিজীবীদের জন্য কেমন আবাসন নির্বাচন করা উচিত? উ: হালকা
৪। আসবাবপত্রের চাহিদার ধরন বদলানোর কারণ কী? উ: জীবনচক্রের স্তরের জন্য
৫। আসবাবপত্র তৈরি করে কে? উ: কাঠমিস্ত্রি
৬। অস্থায়িভাবে বসবাসকারী কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা বেশি কোথায়? উ: শহরাঞ্চলে
৭। হালকা আসবাবপত্র বানানো হয় কেন? উ: বহনের সুবিধার্থে
৮। শৌখিন ও আধুনিক মডেলের আসবাব ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায় কোথায়? উ: শহরে
৯। পুরাতন আসবাব ব্যবহার করা যায় কীভাবে? উ: রং করে
১০। কীভাবে আসবাবপত্র নির্বাচন করলে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পায়? উ: আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে
১১। কোন আসবাবপত্র বেশি দামি? উ: মেহগনি কাঠের
১২। আসবাবপত্রের আয়তন, উচ্চতা বেশি হলে কী হয়? উ: ব্যবহারে অসুবিধা হয়
১৩। শয়ন শব্দটি কী অর্থে ব্যবহার করা হয়? উ: শোয়া
১৪। শয়ন কাজের চাহিদা মেটায় কোনটি? উ: খাট
১৫। মোড়া, টুল, সোফা ও চেয়ার কী কাজের চাহিদা মেটায়? উ: বসা
১৬। গদিওয়ালা আসবাবের উপযোগিতা বেশি হওয়ার কারণ কী? উ: আরাম বেশি
১৭। কাঁচা কাঠ দিয়ে আসবাব নির্মাণ করলে কী হয়? উ: সহজে ঘুনে ধরে
১৮। সবার সাথে সবার মিত্রতার নাম কী? উ: সামঞ্জস্য
১৯। গৃহের আসবাবের মূল্য কীসের ওপর নির্ভর করে? উ: উপকরণ
২০। ফুলদানিতে ফুল সাজাবার সময় ফুল ও পাতার সাথে কোনটিকে প্রাধান্য দিতে হবে? উ: ফুলদানি
২১। আসবাবপত্রের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতাকে কী বলে? উ: উপযোগিতা
২২। পানির পাত্রে কী মিশালে ফুল অনেক সময় তাজা থাকে? উ: চিনি
২৩। ভারসাম্য কত প্রকার? উ: ৩

পাঠ-২ : আসবাব বিন্যাস ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৩৬

২৪। সঠিকভাবে আসবাব বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা কেমন হয়? উ: আকর্ষণীয় হয়
২৫। খাট, ওয়াড্রোব, আলমারি রাখা হয় কোথায়? উ: শয়ন কক্ষে
২৬। পড়ার কক্ষে রাখা হয় কোন আসবাব? উ: বুকসেলফ
২৭। আসবাবপত্রের ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করতে হবে কী কারণে? উ: বিন্যাসের সুবিধার্থে
২৮। বুকসেলফ রাখতে হবে কোথায়? উ: পড়ার টেবিলের পাশে
২৯। গৃহসজ্জায় একঘেঁয়েভাব চলে আসে কেন? উ: আসবাবের স্থায়ী বিন্যাসের ফলে
৩০। বড় আসবাবপত্র কোথায় রাখতে হবে? উ: বড় ঘরে
৩১। একটি ঘরের দুদিকে আসবাবপত্রের গুরুত্ব সমান হলে তাকে কী বলে? উ: প্রত্যক্ষ ভারসাম্য
৩২। সামঞ্জস্য কথাটি কোথায় প্রয়োগ হয়? উ: সজ্জা অর্থে
৩৩। ছোট ঘরে কেমন আসবাব মানানসই? উ: ছোট আসবাব
৩৪। গৃহসজ্জায় আসবাব বিন্যাসে পারস্পরিক মিল থাকলে কোন শিল্পনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়? উ: সমানুপাত
৩৫। গিটার, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বিনোদনের জিনিসপত্র কোন ঘরে থাকে? উ: লিভিং রুম
৩৬। পিন হোল্ডার ঢেকে কোনটি করলে গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি পায়? উ: পুষ্পবিন্যাস
৩৭। ঘরের একপাশের জিনিসের বেশি গুরুত্ব থাকলে তাকে কী বলে? উ: অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য
৩৮। আসবাবপত্রের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুকে কী বলে? উ: প্রাধান্য
৩৯। গৃহসজ্জায় নান্দনিক পরিবেশের সৃষ্টি হয় কীভাবে? উ: শিল্পনীতির ফলে

পাঠ-৩ : বিভিন্ন কক্ষে আসবাব বিন্যাস ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৩৮

৪০। সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর মানুষ কোথায় ফিরে আসে? উ: গৃহে
৪১। আলমারি রাখতে হবে কোন ঘরে? উ: শোয়ার ঘরে
৪২। কক্ষের দেয়ালের রং কেমন হতে হবে? উ: হালকা রং
৪৩। ঘরে দেয়ালে চিত্রকর্ম থাকার উদ্দেশ্য কী? উ: সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে
৪৪। আত্মীয়স্বজন এসে বসে কোন ঘরে? উ: বসার ঘরে
৪৫। সোফা কোন ঘরে থাকে? উ: বসার ঘরে
৪৬। পরিবারের সদস্যদের একত্র হওয়ার স্থান কোথায়? উ: খাবার ঘর
৪৭। আসবাব বিন্যাস কী প্রয়োগ করতে হয়? উ: ছন্দ
৪৮। অতিথির ঘর যেখানে হলে ভালো হয়? উ: বসার ঘরের পাশে
৪৯। খাবার ঘরের পাশে থাকে কোন ঘর? উ: রান্নাঘর
৫০। চুলা জানালার পাশে হওয়ার প্রয়োজন কেন? উ: ধোঁয়া বের হতে

পাঠ-৪ : গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৪০

৫১। গ্রামাঞ্চলে কিসের মেঝে থাকে? উ: মাটির
৫২। শহরাঞ্চলে কার্পেট ব্যবহার করা হয় কোথায়? উ: মেঝেতে
৫৩। ছোট আকারের কার্পেট ব্যবহারের কী সুবিধা হয়? উ: যত্ন নেওয়া সহজ হয়
৫৪। ছবি কেমন জায়গায় টানাতে হবে? উ: দৃষ্টি বরাবর
৫৫। পারিবারিক ছবি টানানো হয় কোন রুমে? উ: লিভিং রুমে
৫৬। শীতের দিনে কী রঙের পর্দা ব্যবহার করা যায়? উ: গাঢ় রঙের
৫৭। গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ কী? উ: পুষ্প বিন্যাস
৫৮। ফুলদানির প্রয়োজন কেন? উ: ফুল সাজাতে
৫৯। গৃহের চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা দরকার কেন? উ: সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য
৬০। ঘরের একদিকে বেশি অন্যদিকে কম আসবাব সংস্থাপন করলে কী রক্ষা হয় না? উ: ভারসাম্য

পাঠ-৫ : গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংরক্ষণ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪২

৫১। মানুষের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় কীভাবে? উ: গৃহসজ্জার মাধ্যমে
৫২। রোগজীবাণু ধ্বংস হয় কীসের আলোতে? উ: সূর্যের আলোতে
৫৩। ধুলা থেকে কী রোগ হয়? উ: সর্দি
৫৪। বিছানার চাদর পরিষ্কার করতে হবে কত দিন পর পর?
উ: প্রতি সপ্তাহে
৫৫। ঘরের পর্দা ধুতে হবে কত মাস পর পর? উ: ৩/৪ মাস পর পর
৫৬। মাটি দিয়ে জিনিস তৈরি করে কে? উ: কুমার

পাঠ-৬ : অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় অব্যবহৃত জিনিসের ব্যবহার ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৩

৫৭। মানুষ কিসের পূজারি? উ: সৌন্দর্যের
৫৮। আসবাবের মূল্য নির্ভর করে কিসের ওপর? উ: উপকরণ
৫৯। গৃহসজ্জায় নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিল্পের কোন নীতি?
উ: ছন্দ
৬০। পুরাতন কাগজ দিয়ে পো-পিস তৈরি করা সম্পদের কোন ধরনের উপযোগের মধ্যে পড়ে? উ: রূপান্তরযোগ্য
৬১। কোনটি জীবাণুনাশক শক্তির অফুরন্ত উৎস? উ: সূর্য
৬২। গৃহের আরাম ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আসবাবপত্রের পাশাপাশি মানুষ আর কোথায় নানা উপকরণ ব্যবহার করে? উ: গৃহসজ্জায়
৬৩। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি কোনটি? উ: শিল্প সৃষ্টি
৬৪। প্রতিদিন আমাদের খাদ্য তালিকায় কী থাকে? উ: ডিম
৬৫। ওয়াল পকেট কী দিয়ে তৈরি করা যায়? উ: চট

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় নির্ভুল উত্তর সংবলিত A+ গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

১. সবার সাথে সবার মিত্রতার নাম–
ক সমানুপাত খ ছন্দ
গ সামঞ্জস্য ঘ প্রাধান্য

২. গৃহের চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা দরকার কেন?
ক ভালো-বাতাসের জন্য
খ পোকামাকড়ের জন্য
গ ঝোপঝাড় পরিষ্কারের জন্য
ঘ সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শেফালী ঘর গোছাতে গিয়ে ঘরে পড়ে থাকা অনেক অব্যবহৃত জিনিস ফেলে দেয়। মা তাকে এই অব্যবহৃত জিনিসগুলো নানাভাবে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন।

৩. শেফালী ঘরে পড়ে থাকা জিনিসপত্রে কীভাবে নতুনত্ব আনতে পারে?
ক অব্যবহৃত জিনিসপত্র জমিয়ে বাজারে বিক্রি করে নতুন জিনিস কেনা
খ নিজে ব্যবহার না করে জিনিসের বিনিময়ে বন্ধুকে দিয়ে দেওয়া
গ ব্যবহার না করা জিনিসে চিত্রকর্ম করে তার রূপ পাল্টিয়ে ফেলা
ঘ ব্যবহার না করা জিনিসগুলো দিয়ে আবার ঘর সাজিয়ে ফেলা

৪. ফেলে দেওয়া জিনিস ব্যবহারের মাধ্যমে শেফালীর–
i. ঘরের পুরোনো ও নতুন জিনিসের সামঞ্জস্য হবে
ii. নতুন শিল্প সৃষ্টি করার সুযোগ হবে
iii. সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

৫. ঘরের একদিকে বেশি অন্যদিকে কম আসবাব সংস্থাপন করলে নিচের কোনটি রক্ষা হয় না? [সকল বোর্ড '২৪]
ক সমানুপাত খ ভারসাম্য
গ সাজস্য ঘ ছন্দ

৬. গৃহসজ্জায় আসবাব বিন্যাসে পারস্পরিক মিল থাকলে কোন শিল্পনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়? [সকল বোর্ড '২৩]
ক সমানুপাত খ সামঞ্জস্য
গ ছন্দ ঘ ভারসাম্য

৭. পিটার, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বিনোদনের জিনিসপত্র কোন ঘরে থাকে? [সকল বোর্ড '২২]
ক অতিথির ঘর খ শয়ন ঘর
গ বসার ঘর ঘ লিভিং রুম

৮. পিন হোল্ডার ঢেকে কোনটি করলে গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি পায়? [সকল বোর্ড '২২]
ক পুষ্পবিন্যাস খ মেঝে আচ্ছাদন
গ দেয়ালসজ্জা ঘ পর্দা নির্বাচন

৯. গৃহের আসবাবের মূল্য কোনটির ওপর নির্ভর করে? [সকল বোর্ড '২২]
ক স্থায়িত্ব খ উপকরণ
গ আরাম ঘ নকশা

১০. সবার সাথে সবার মিত্রতাকে বলে– [সকল বোর্ড '২০]
ক ছন্দ খ সামঞ্জস্য
গ ভারসাম্য ঘ সমানুপাত

১১. ফুলদানিতে ফুল সাজাবার সময় ফুল ও পাতার সাথে কোনটিকে প্রাধান্য দিতে হবে? [সকল বোর্ড '১৯]
ক বড় পাতা খ বড় ফুল
গ ফুলদানি ঘ আকর্ষণীয় ফুল

১২. আসবাব বিন্যাসের অন্যতম নীতি কোনটি? [সকল বোর্ড '১৭]
ক প্রাধান্য খ সামঞ্জস্য
গ ভারসাম্য ঘ সমানুপাত

১৩. শয়ন কক্ষের দেয়ালের রং কেমন হলে ভালো হয়? [সকল বোর্ড '১৭]
ক লাল খ গোলাপি গ হলুদ ঘ কমলা
[* বি. ম. সঠিক উত্তর : হালকা রং]

১৪. সায়মা বেগম ডাইনিং টেবিল চেয়ারকে ছেলেমেয়েদের পড়ালেখার কাজে ব্যবহার করেন। এটি সম্পদের কোন ধরনের ব্যবহার? [সকল বোর্ড '১৬]
ক বিকল্প ব্যবহার খ বহুবিধ ব্যবহার
গ বিনিময় ব্যবহার ঘ সময়োপযোগী ব্যবহার

১৫. বদলির চাকরিজীবীদের জন্য কেমন আবাসন নির্বাচন করা উচিত? [সকল বোর্ড '১৫]
ক হালকা খ ভারী
গ দামি ঘ টেকসই

১৬. খাবার ঘরে যা যা রাখা হয়– [সকল বোর্ড '১৬]
i. চেয়ার টেবিল
ii. ফ্রিজ-ফিস্টার
iii. খাট-সোফা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৭ ও ১৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সামিয়া একটি বাড়ির নিচতলার ফ্ল্যাটে থাকে। বাড়িটির পিছনের অংশে ঝোপঝাড় ও গাছপালায় ভরা। তার বাসার পরিবেশ খুব স্যাঁতসেঁতে ও নোংরা। প্রায়ই তার মেয়ে সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হয়। [সকল বোর্ড '১৮]

১৭. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাড়িটির যে ধরনের সমস্যা রয়েছে—
i. পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের অভাব
ii. বাড়ির চারপাশ অপরিচ্ছন্ন
iii. রোগ-জীবাণুমুক্ত পরিবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১৮. মেয়ের শারীরিক সুস্থতা রক্ষায় সামিয়ার করণীয় কী?
(ক) ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা (খ) গৃহসজ্জার ব্যবস্থা করা
গ (গ) গৃহ পরিষ্কার রাখা (ঘ) মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৯ ও ২০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কৌতূহলী সাবিহা ৯ম শ্রেণির ছাত্রী। প্রায়ই সে ঘরের অপ্রয়োজনীয় জিনিস যেমন ডিমের খোসা, শক্ত কাগজ, টিস্যু বক্স ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে টেবিলে সাজিয়ে রাখে। [সকল বোর্ড '১৭]

১৯. সাবিহা তার কৌতূহলী মানসিকতা দ্বারা—
i. গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি করতে পারে
ii. গৃহকে আকর্ষণীয় করতে পারে
iii. অব্যবহৃত জিনিসগুলো ব্যবহার উপযোগী করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২০. উক্ত কাজের মাধ্যমে সাবিহার মধ্যে ফুটে ওঠে—
(ক) সৃজনশীলতা (খ) অভিযোজ্যতা
ক (গ) অধ্যবসায় (ঘ) ব্যক্তিত্ব

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

২১. আসবাবপত্রের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতাকে কী বলে? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
(ক) প্রজনন (খ) নমনীয়তা
গ (গ) উপযোগিতা (ঘ) সক্ষমতা

২২. পানির পাত্রে কী মিশালে ফুল অনেক সময় তাজা থাকে? [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
(ক) লবণ (খ) চিনি
খ (গ) মধু (ঘ) হলুদ

২৩. আসবাবের মূল্য নির্ভর করে কিসের ওপর? [মতিঝিল মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
(ক) উপকরণ (খ) আরাম
ক (গ) রুচি (ঘ) স্থায়িত্ব

২৪. আসবাব নির্বাচনের পরবর্তী কাজ কোনটি? [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) সঠিকভাবে বিন্যাস করা (খ) আসবাব পরিষ্কার করা
ক (গ) মেরামত করা (ঘ) পরিবর্তন করা

২৫. গৃহসজ্জায় নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিল্পের কোন নীতি? [চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) সমানুপাত (খ) সামঞ্জস্য
ঘ (গ) ভারসাম্য (ঘ) ছন্দ

২৬. পুরাতন কাগজ দিয়ে শো-পিস তৈরি করা সম্পদের কোন ধরনের উপযোগের মধ্যে পড়ে? [খুলনা কর্পোরেট পাবলিক স্কুল ও কেসিসি উইমেন্স কলেজ, খুলনা]
(ক) বিনিময় (খ) বহুবিধ ব্যবহার
ঘ (গ) বিকল্প ব্যবহার (ঘ) বৃথান্তরযোগ্য

২৭. কোনটি জীবাণুনাশক শক্তির অফুরন্ত উৎস? [খুলনা কর্পোরেট পাবলিক স্কুল ও কেসিসি উইমেন্স কলেজ, খুলনা]
(ক) সূর্য (খ) চন্দ্র
ক (গ) গ্রহ (ঘ) নক্ষত্র

২৮. ভারসাম্য কত প্রকার? [সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রংপুর]
(ক) ২ (খ) ৩
খ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২৯. সূর্য কিরণ ও বায়ু প্রবেশের জন্য গৃহের অবস্থান হওয়া উচিত— [ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা]
i. পূর্বমুখী
ii. দক্ষিণমুখী
iii. পশ্চিমমুখী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও iii (খ) i ও ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. আসবাবপত্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে- [খুলনা কর্পোরেট পাবলিক স্কুল ও কেসিসি উইমেন্স কলেজ, খুলনা]
i. উপকরণের ওপর
ii. দামের ওপর
iii. নির্মাণ কাজের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩১. স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার জন্য প্রয়োজন— [এম ও এম চাকরান মেটনাব কলেজ, ঢাকা]
i. ঘরের চারপাশ পরিষ্কার রাখা
ii. ময়লা-আবর্জনা ডাস্টবিনে ফেলা
iii. ঘরের সৌন্দর্য রক্ষা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩২. মানুষ আসবাবপত্র ব্যবহার করে— [আওয়ার লেডী অব ফাতেমা গার্লস হাই স্কুল, কুমিল্লা]
i. আরামের জন্য
ii. সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য
iii. নিরাপত্তার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩৩. গৃহের অবস্থান যেভাবে করলে ভালো হয়— [চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
i. দক্ষিণমুখী
ii. উত্তরমুখী
iii. পূর্বমুখী
নিচের কোনটি সঠিক?
খ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অষ্টম শ্রেণির ছাত্র আসিফের ছবি আঁকা খুব পছন্দ। পড়ার ফাঁকে একটু সময় পেলেই সে ছবি আঁকে এবং বিভিন্ন কক্ষে সাজিয়ে রাখে। বন্ধুদের জন্মদিনেও সে নিজের আঁকা ছবি উপহার দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

৩৪. কিসের ছবি মনে প্রশান্তি আনে?
(ক) খ্যাতনামা ব্যক্তির ছবি (খ) বন্ধুদের ছবি
ঘ (গ) আত্মীয়স্বজনদের ছবি (ঘ) মাতৃভূমির ছবি

৩৫. বিভিন্ন কক্ষে ছবি টানানোর জন্য আসিক কোন কোন বিষয়গুলো লক্ষ রাখে?
i. কক্ষের কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে
ii. বড় দেয়ালে ছোট ছোট কয়েকটি ছবি
iii. ছবি দৃষ্টির অনেক উপরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
কৌতূহলী মৌসুমী ৯ম শ্রেণির ছাত্রী। প্রায়ই সে ঘরের অপ্রয়োজনীয় জিনিস যেমন : ডিমের খোসা, শক্ত কাগজ, টিস্যু বক্স ইত্যাদি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করে টেবিলে সাজিয়ে রাখে। [আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

৩৬. মৌসুমি তার কৌতূহলী মানসিকতা দ্বারা—
i. গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি করতে পারে
ii. গৃহকে আকর্ষণীয় করতে পারে
iii. অব্যবহৃত জিনিসগুলো ব্যবহার উপযোগী করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩৭. উক্ত কাজের মাধ্যমে মৌসুমীর মধ্যে ফুটে উঠে—
গ (ক) ব্যক্তিত্ব (খ) অধ্যবসায় (গ) সৃজনশীলতা (ঘ) অভিযোজ্যতা

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩৮ ও ৩৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

নিরাদের বাড়ির পিছনের অংশটি ঝোপঝাড়ে ভরা। তার দরজা জানালার পর্দা, আসবাবের তত্তার খুব নোংরা থাকে। প্রায়ই তার ছোট ভাইয়ের সর্দি কাশি হয়। [বগুড়া সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

৩৮. নিরাদের উল্লিখিত জিনিসগুলো পরিষ্কার করবে কত মাস পর পর?
ক ৩/৪ মাস খ ২/৩ মাস
ক গ ১/২ মাস ঘ ৪/৫ মাস

৩৯. নিরার ভাইয়ের সুস্থতা রক্ষায় নিরার করণীয় কী?
i. গৃহের অভ্যন্তর পরিষ্কার করা
ii. ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা
iii. পোকামাকড় ধ্বংসের ঔষধ স্প্রে করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৪০ ও ৪১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

লিনা নবম শ্রেণির ছাত্রী। সে প্রায়ই ঘরের অপ্রয়োজনীয় জিনিস যেমন : ডিমের খোসা, শক্ত কাগজ, টিস্যু বক্স দিয়ে বিভিন্ন জিনিসি তৈরি করে টেবিলে সাজিয়ে রাখে। [নিওয়াব ফয়জুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]

৪০. লিনা তার কৌতূহলী মানসিকতা দ্বারা-
i. গৃহসজ্জার সামগ্রী তৈরি করতে পারে
ii. গৃহকে আকর্ষণীয় করতে পারে
iii. অব্যবহৃত জিনিসগুলো ব্যবহার উপযোগী করতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪১. উক্ত কাজের মাধ্যমে লিনার মধ্যে ফুটে ওঠে—
ক সৃজনশীল খ অভিযোজ্যতা
ক গ অধ্যবসায় ঘ ব্যক্তিত্ব

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ-১ : আসবাব নির্বাচন ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৩৪

৪২. আসবাবপত্র বলতে যা বুঝি—
ক বই, খাতা খ কলম, পেন্সিল
গ গ চেয়ার, টেবিল ঘ জামা, কাপড়

৪৩. গৃহের কাজের জন্য ব্যবহার করা হয়—
ক আসবাবপত্র খ বইপত্র
ক গ চায়ের সামগ্রী ঘ কসকজা

৪৪. আসবাবপত্রের চাহিদার ধরন বদলানোর কারণ হলো—
ক সামাজিক স্তরের জন্য খ ধর্মীয় স্তরের জন্য
ঘ গ শিক্ষার স্তরের জন্য ঘ জীবনচক্রের স্তরের জন্য

৪৫. বাড়ির আসবাবপত্র তৈরি করে কে?
ক কামার খ কাঠমিস্ত্রি
খ গ কুমোর ঘ সুচি

৪৬. অস্থায়িভাবে বসবাসকারী কর্মজীবী মানুষের সংখ্যা বেশি কোথায়?
ক গ্রামাঞ্চলে খ পল্লি অঞ্চলে
ঘ গ নগরাঞ্চলে ঘ শহরাঞ্চলে

৪৭. শহরাঞ্চলে অধিকাংশ লোক বসবাস করে—
ক নিজের বাড়িতে খ ভাড়া বাড়িতে
খ গ বস্তিতে ঘ রাস্তার পাশে

৪৮. হালকা আসবাবপত্র বানানো হয় কেন?
ক বহনের সুবিধার্থে খ বহনের অসুবিধার্থে
ক গ রাখার সুবিধার্থে ঘ কাজের সুবিধার্থে

৪৯. শৌখিন ও আধুনিক মডেলের আসবাব ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায় কোথায়?
ক গ্রামে খ নগরে
গ গ শহরে ঘ পল্লিতে

৫০. আসবাবপত্রের আকার ও আয়তন করতে হবে x সময়ে। এখানে x এর সাথে মিল রয়েছে?
ক ক্রয়ের প্রথমে খ ক্রয়ের পরে
ক গ ব্যবহারের প্রথমে ঘ ব্যবহারের পরে

৫১. পুরাতন আসবাব ব্যবহার করা যায় কীভাবে?
ক তৈরি করে খ নতুন নকশা করে
গ গ রং করে ঘ রং নষ্ট করে

৫২. যেভাবে আসবাবপত্র নির্বাচন করলে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা পায়—
ক ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে খ আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে
খ গ অল্প দামে কিনলে ঘ অতিরিক্ত টাকায় কিনলে

৫৩. কোন আসবাবপত্র বেশি দামি?
ক মেহগনি কাঠের খ বেতের
ক গ প্লাস্টিকের ঘ রডের

৫৪. আসবাবপত্রের আয়তন, উচ্চতা বেশি হলে—
ক ব্যবহারের সুবিধা হয় খ ব্যবহারে অসুবিধা হয়
খ গ ঠিকমতো ব্যবহার করা যায় ঘ ব্যবহার অযোগ্য হয়

৫৫. শয়ন শব্দটি ব্যবহার করা হয় যে অর্থে—
ক বসা খ দাঁড়ানো
ঘ গ হাঁটা ঘ শোয়া

৫৬. শয়ন কাজের চাহিদা মেটায় কোনটি?
ক চেয়ার খ টেবিল
ঘ গ সোফা ঘ খাট

৫৭. মোড়া, টুল, সোফা ও চেয়ার যে কাজের চাহিদা মেটায়—
ক বসা খ শোয়া
ক গ দাঁড়ানো ঘ দৌড়ানো

৫৮. গদিওয়ালা আসবাবের উপযোগিতা বেশি হওয়ার কারণ হলো—
ক বেশি শক্ত খ বেশি বড়
ঘ গ আরাম কম ঘ আরাম বেশি

৫৯. কাঁচা কাঠ দিয়ে আসবাব নির্মাণ করলে যা হয়—
ক সহজে ঘুনে ধরে না খ সহজে ঘুনে ধরে
খ গ সহজে নষ্ট হয় না ঘ সহজে ভাঙে না

৬০. নমনীয়তা হচ্ছে একটি আসবাবের বহুবিধ ব্যবহার। বাক্যটিতে যা ফুটে উঠেছে—
ক আসবাবের গুরুত্ব খ আসবাবের উপকারিতা
গ গ আসবাবের বৈশিষ্ট্য ঘ আসবাবের প্রয়োজনীয়তা

পাঠ-২ : আসবাব বিন্যাস ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৩৬

৬১. সঠিকভাবে আসবাব বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা—
ক আকর্ষণীয় হয় খ আকর্ষণ নষ্ট হয়
ক গ এলোমেলো হয় ঘ অপরিচ্ছন্ন হয়

৬২. খাট, ওয়্যাড্রোব, আলমারি রাখা হয়—
ক বসার কক্ষে খ পড়ার কক্ষে
গ গ শয়ন কক্ষে ঘ খাবার কক্ষে

৬৩. পড়ার কক্ষে রাখা হয় যে আসবাব—
ক সোফা সেট খ আলমারি
ঘ গ ডাইনিং টেবিল ঘ বুকসেলফ

৬৪. আসবাবপত্রের ব্যবহারিক দিক বিবেচনা করতে হবে যে কারণে—
ক সম্পাদনের সুবিধার্থে খ বিন্যাসের সুবিধার্থে
খ গ চলাচলের সুবিধার্থে ঘ সজ্জার সুবিধার্থে

৬৫. আসবাবপত্র সাজাতে হবে x অনুযায়ী। এখানে x এর সাথে মিল রয়েছে—
ক কক্ষ অনুযায়ী খ সুবিধা অনুযায়ী
ঘ গ অসুবিধা অনুযায়ী ঘ কাজ অনুযায়ী

৬৬. বুকসেলফ রাখতে হবে কোথায়?
ক পড়ার টেবিলের পাশে খ খাটের পাশে
ক গ আলমারির পাশে ঘ ডাইনিং টেবিলের পাশে

৬৭. আসবাব সজ্জা এমন হতে হবে যেন কাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে—
ক আসবাবপত্রের গুরুত্ব খ আসবাবপত্রের উপকারিতা
গ গ আসবাবপত্রের বৈশিষ্ট্য ঘ আসবাবপত্র সাজানোর বৈশিষ্ট্য

৬৮. গৃহসজ্জায় একঘেঁয়েভাব চলে আসে কেন?
ক আসবাবের স্থায়ী বিন্যাসের ফলে
খ আসবাবের অস্থায়ী বিন্যাসের ফলে
গ আসবাবপত্র বড় হলে
ঘ আসবাবপত্র ছোট হলে
উত্তর: ক

৬৯. বড় আসবাবপত্র রাখতে হবে–
ক ছোট ঘরে খ বড় ঘরে
গ মাঝারি ঘরে ঘ সকল প্রকার ঘরে
উত্তর: খ

৭০. একটি ঘরের দুদিকে আসবাবপত্রের গুরুত্ব সমান হলে তাকে বলে–
ক সমানুপাত খ সামঞ্জস্য
গ পরোক্ষ ভারসাম্য ঘ প্রত্যক্ষ ভারসাম্য
উত্তর: ঘ

৭১. সামঞ্জস্য কথাটি প্রয়োগ হয়–
ক সজ্জা অর্থে খ বিন্যাস অর্থে
গ শিল্প অর্থে ঘ নতুনত্ব অর্থে
উত্তর: ক

৭২. ছোট ঘরে কেমন আসবাব মানানসই?
ক বড় আসবাব খ মাঝারি আসবাব
গ ছোট আসবাব ঘ সকল প্রকার আসবাব
উত্তর: গ

৭৩. ঘরের একপাশের জিনিসের বেশি গুরুত্ব থাকলে তাকে বলে–
ক প্রত্যক্ষ ভারসাম্য খ অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য
গ পরোক্ষ ভারসাম্য ঘ ভারসাম্যহীনতা
উত্তর: খ

৭৪. আসবাবপত্রের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুকে বলে–
ক সামঞ্জস্য খ ভারসাম্য
গ ছন্দ ঘ প্রাধান্য
উত্তর: ঘ

৭৫. গৃহসজ্জায় নান্দনিক পরিবেশের সৃষ্টি হয় কীভাবে?
ক সামঞ্জস্যহীনতার ফলে খ ভারসাম্যহীনতার ফলে
গ শিল্পনীতির ফলে ঘ সমানুপাতের ফলে
উত্তর: গ

পাঠ-৩ : বিভিন্ন কক্ষে আসবাব বিন্যাস ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৩৮

৭৬. সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর মানুষ কোথায় ফিরে আসে?
ক স্কুলে খ বাজারে
গ অফিসে ঘ গৃহে
উত্তর: ঘ

৭৭. আলমারি রাখতে হবে কোন্ ঘরে?
ক বসার ঘরে খ শোয়ার ঘরে
গ পড়ার ঘরে ঘ খাবার ঘরে
উত্তর: খ

৭৮. কক্ষের দেয়ালের রং কেমন হতে হবে?
ক লাল খ নীল
গ গোলাপি ঘ হালকা রং
উত্তর: ঘ

৭৯. ঘরে দেয়ালে চিত্রকর্ম থাকার উদ্দেশ্য হলো–
ক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে খ সৌন্দর্যহানি করতে
গ সৌন্দর্য ঠিক রাখতে ঘ এলোমেলো করতে
উত্তর: ক

৮০. আত্মীয়স্বজন এসে বসে কোন ঘরে?
ক শয়ন ঘরে খ রান্নাঘরে
গ বসার ঘরে ঘ খাবার ঘরে
উত্তর: গ

৮১. সামাজিকতা রক্ষার কেন্দ্রস্থল হলো বসার ঘর। বাক্যটিতে ফুটে উঠেছে–
ক বসার ঘরের বৈশিষ্ট্য খ বসার ঘরের গুরুত্ব
গ খাবার ঘরের গুরুত্ব ঘ পড়ার ঘরের বৈশিষ্ট্য
উত্তর: ক

৮২. বসার ঘরে থাকে–
ক আলমারি খ খাট
গ বুকসেলফ ঘ সোফা
উত্তর: ঘ

৮৩. পরিবারের সদস্যদের একত্র হওয়ার স্থল হলো–
ক বসার ঘর খ খাবার ঘর
গ পড়ার ঘর ঘ রান্নাঘর
উত্তর: খ

৮৪. নিচের কোনটি খাবার ঘরে রাখা হয়?
ক খাট খ সোফা গ বুকসেলফ ঘ ফ্রিজ
উত্তর: ঘ

৮৫. আসবাব বিন্যাস প্রয়োগ করতে হয়–
ক সুর খ ছন্দ গ লয় ঘ তাল
উত্তর: খ

৮৬. অতিথির ঘর যেখানে হলে ভালো হয়?
ক বসার ঘরের পাশে খ খাবার ঘরের পাশে
গ রান্নাঘরের পাশে ঘ পড়ার ঘরের পাশে
উত্তর: ক

৮৭. পরিবারের সদস্যরা x ঘরে অবসর সময় কাটায়। এখানে x ঘরের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে–
ক রান্নাঘর খ পড়ার ঘর
গ শোবার ঘর ঘ খেলার ঘর
উত্তর: গ

৮৮. খাবার ঘরের পাশে থাকে কোন ঘর?
ক রান্নাঘর খ শোবার ঘর
গ বসার ঘর ঘ পড়ার ঘর
উত্তর: ক

৮৯. চুলা জানালার পাশে হওয়ার প্রয়োজন কেন?
ক আগুন বের হতে খ ধোঁয়া বের হতে
গ পানি বের হতে ঘ বাষ্প বের হতে
উত্তর: খ

পাঠ-৪ : গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪০

৯০. গ্রামাঞ্চলে কিসের মেঝে থাকে?
ক মাটির খ কাঠের গ লোহার ঘ ইটের
উত্তর: ক

৯১. সবকিছুর সামঞ্জস্য বিন্যাসই একটি গৃহকে অপরূপ করে তোলে। বাক্যটিতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক বিশৃঙ্খলা খ এলোমেলো
গ সৌন্দর্য ঘ অপরিচ্ছন্ন
উত্তর: গ

৯২. শহরাঞ্চলে কার্পেট ব্যবহার করা হয় কোথায়?
ক টেবিলে খ খাটে
গ দেয়ালে ঘ মেঝেতে
উত্তর: গ

৯৩. ছোট আকারের কার্পেট ব্যবহারের সুবিধা হলো–
ক যত্ন নেওয়া কষ্ট হয় খ যত্ন নেওয়া সহজ হয়
গ দেখতে সুন্দর হয় ঘ দেখতে অসুন্দর হয়
উত্তর: খ

৯৪. গৃহ সাজাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো–
ক মেঝের কার্পেট খ দেয়ালের রং
গ ফুলদানি ঘ চিত্রকর্ম
উত্তর: ঘ

৯৫. ছবি টানাতে হবে–
ক দৃষ্টি বরাবর খ নাক বরাবর
গ মাথা বরাবর ঘ গাল বরাবর
উত্তর: ক

৯৬. পারিবারিক ছবি টানানো হয় কোন রুমে?
ক বসার রুমে খ পড়ার রুমে
গ লিভিং রুমে ঘ খেলার রুমে
উত্তর: গ

৯৭. খাবার ঘরে টানানো হয় x ছবি। এখানে x ছবির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে–
ক প্রাকৃতিক দৃশ্য খ খাবারের ছবি
গ খ্যাতনামা ব্যক্তির ছবি ঘ খেলার ছবি
উত্তর: খ

৯৮. পর্দা ঘরে শীতলতার ভাব আনে। বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে–
ক পর্দার উপকারিতা খ পর্দার অপকারিতা
গ পর্দার বৈশিষ্ট্য ঘ পর্দার গুরুত্ব
উত্তর: ক

৯৯. শীতের দিনে যে রঙের পর্দা ব্যবহার করা যায়–
ক হালকা রঙের খ গাঢ় রঙের
গ কালো রঙের ঘ গোলাপি রঙের
উত্তর: খ

১০০. গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ হচ্ছে–
ক পর্দা লাগানো খ কার্পেট বিছানো
গ চিত্র বিন্যাস ঘ পুষ্প বিন্যাস
উত্তর: ঘ

১০১. ফুলদানির প্রয়োজন কেন?
ক ফুল সাজাতে খ ফল সাজাতে
গ পাতা সাজাতে ঘ ডালা সাজাতে
উত্তর: ক

পাঠ-৫ : গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪২

১০২. মানুষের সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায় কীভাবে?
ক গৃহসজ্জার মাধ্যমে খ গৃহ পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে
গ গৃহ এলোমেলোর মাধ্যমে ঘ গৃহ নোংরার মাধ্যমে
উত্তর: খ

১০৩. অন্ধকার দূর করে P। এখানে P এর সাথে কিসের সাদৃশ্য রয়েছে?
ক গ্রহের আলো খ নক্ষত্রের আলো
গ চন্দ্রের আলো ঘ সূর্যের আলো
উত্তর: ঘ

১০৪. রোগজীবাণু ধ্বংস হয়–
ক চাঁদের আলোতে খ গ্রহের আলোতে
গ সূর্যের উত্তাপে ঘ সূর্যের আলোতে
উত্তর: ঘ

১০৫. আমাদের দেহকোষকে বাঁচিয়ে রাখে y। এখানে y এর সাথে মিল রয়েছে কোনটি?
ক বায়ুর অক্সিজেন খ সূর্যের আলো
গ বাতাসের আর্দ্রতা ঘ চাঁদের আলো
উত্তর: ক

১০৬. ধুলা থেকে যে রোগ হয়–
ক জ্বর খ সর্দি গ জন্ডিস ঘ যক্ষা
উত্তর: ঘ

১০৭. বিছানার চাদর পরিষ্কার করতে হবে কত দিন পর পর?
ক প্রতি দিনে খ প্রতি সপ্তাহে
গ প্রতি মাসে ঘ প্রতিক্ষণে
উত্তর: খ

১০৮. ঘরের পর্দা ধুতে হবে কত মাস পর পর?
ক ১ মাস পর পর খ ২ মাস পর পর
গ ৩/৪ মাস পর পর ঘ ৫/৬ মাস পর পর
উত্তর: গ

১০৯. মাটি দিয়ে জিনিস তৈরি করে কে?
ক চাষা খ কামার গ মুচি ঘ কুমার
উত্তর: ঘ

পাঠ-৬ : অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় অব্যবহৃত জিনিসের ব্যবহার
▶ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৪৩

১১০. মানুষ কিসের পূজারি?
(ক) সৌন্দর্যের (খ) বিলাসিতার
(গ) নোংরামির (ঘ) শিল্পের

১১১. গৃহের আরাম ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আসবাবপত্রের পাশাপাশি মানুষ আর কোথায় নানা উপকরণ ব্যবহার করে?
(ক) আত্মীয়ের বাড়িতে (খ) গৃহসজ্জায়
(গ) বাগানে (ঘ) বাথরুমে

১১২. মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি কোনটি?
(ক) খাওয়া (খ) খেলাধুলা করা
(গ) আসবাবপত্র বানানো (ঘ) শিল্প সৃষ্টি

১১৩. প্রতিদিন আমাদের খাদ্য তালিকায় কী থাকে?
(ক) মাছ (খ) মাংস
(গ) ডিম (ঘ) দুধ

১১৪. ওয়াল পকেট কী দিয়ে তৈরি করা যায়?
(ক) ইট (খ) বালু
(গ) কাগজ (ঘ) চট

১১৫. শিল্পে সবসময় প্রয়োজন হয় না—
(ক) দক্ষতা (খ) উপকরণ
(গ) অভিজ্ঞতা (ঘ) দামি জিনিস

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১১৬. আসবাবপত্র বলতে বোঝায়—
i. চেয়ার, টেবিল
ii. সোফা, খাট
iii. আলমারি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১৭. গ্রামাঞ্চলে ভারী কাঠের আসবাবপত্র দেখা যাওয়ার কারণ—
i. স্থায়ী আসবাবপত্র বলে
ii. আয়তনবিশিষ্ট বলে
iii. দেখতে সুন্দর বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১৮. আসবাবপত্রের ভূমিকা উল্লেখ করে—
i. গৃহের সৌন্দর্য বাড়ায়
ii. আরাম বাড়ায়
iii. গৃহের সৌন্দর্য নষ্ট করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১১৯. আসবাবপত্র দেয়াল হতে সামান্য দূরে রাখার কারণ হলো—
i. রং নষ্ট না হওয়ার জন্য
ii. আসবাবপত্রের ক্ষতি না হওয়ার জন্য
iii. আসবাবপত্র নষ্ট হওয়ার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২০. সকলের সাথে সকলের মিত্রতাকে বলে—
i. ভারসাম্য
ii. সমানুপাত
iii. সামঞ্জস্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

১২১. বসার ঘরের আসবাবপত্র—
i. সোফাসেট
ii. বেতের চেয়ার
iii. টেবিল
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২২. কক্ষকে আকর্ষণীয় করা হয়—
i. ফুল দিয়ে সাজিয়ে
ii. চিত্রকর্ম দিয়ে
iii. একুরিয়াম দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৩. সামাজিকতা রক্ষার কেন্দ্রস্থল হলো—
i. খাবার ঘর
ii. পড়ার ঘর
iii. বসার ঘর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৪. বর্তমানে আধুনিক বাড়িতে রুম থাকে—
i. খেলার ঘর
ii. বিশ্রামের ঘর
iii. লিভিং রুম
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) i ও iii

১২৫. ঘরের পর্দা প্রয়োগ করা হয়—
i. দরজায়
ii. জানালায়
iii. চেয়ার, টেবিলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৬. ফুলদানির প্রয়োজন রয়েছে—
i. ফল সাজানোর জন্য
ii. পাতা সাজানোর জন্য
iii. ফুল সাজানোর জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

১২৭. আসবাবপত্রের ধুলাবালি হতে যে রোগ হয়—
i. সর্দি
ii. কাশি
iii. জ্বর
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১২৮ থেকে ১৩০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাসেল তার শহরের বন্ধু সোহেলের বাসায় বেড়াতে এসে দেখে তাদের বাসায় আসবাবপত্র প্লাইউড ও পারটেক্স দিয়ে তৈরি। কিন্তু রাসেলের বাড়ির আসবাবপত্র কাঁঠাল, আম ও কড়াই কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

১২৮. রাসেল ও তার বন্ধু সোহেলের বাসায় আসবাবপত্র ভিন্ন হওয়ার কারণ কী?
(ক) অর্থনৈতিক স্তরের জন্য (খ) ধর্মীয় স্তরের জন্য
(গ) শিক্ষার স্তরের জন্য (ঘ) জীবনচক্রের স্তরের জন্য

১২৯. কে রাসেলের বাসায় আসবাবপত্র তৈরি করেছে?
(ক) কামার (খ) কুমার
(গ) কাঠমিস্ত্রি (ঘ) ফার্নিচার মিস্ত্রি

১৩০. রাসেলের বাসায় ভারী কাঠের আসবাবপত্র দেখা যাওয়ার কারণ—
i. স্থায়ী আসবাবপত্র বলে
ii. দেখতে সুন্দর বলে
iii. আয়তন বিশিষ্ট বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ১৩১ ও ১৩২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
শিপলুদের নতুন বাসার জন্য তার বাবা খাট, ওয়াড্রোব, আলমারি, চেয়ার, টেবিল, বুকসেলফ, সোফা, মোড়া ইত্যাদি কিনে আনেন। এগুলোকে তাদের বিভিন্ন কক্ষে সাজিয়ে রাখেন।

১৩১. ওয়াড্রোব, আলমারি ও খাট শিপলুদের বাসার কোন কক্ষে সাজিয়ে রাখা হয়েছে?
(ক) বসার কক্ষে (খ) পড়ার কক্ষে
(গ) খাবার কক্ষে (ঘ) শয়ন কক্ষে

১৩২. শিপলুর বাবার ক্রয় করা পণ্যসামগ্রী তাদের যে উপকার করে তা হলো—
i. গৃহের সৌন্দর্য বাড়ায়
ii. আরাম বাড়ায়
iii. ঝামেলা বাড়ায়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান ২

পাঠ-১ : আসবাব নির্বাচন

▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৩৪

প্রশ্ন ১। গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা কেন প্রয়োজন?

উত্তর : আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে বাসস্থান অন্যতম। গৃহকে বাসোপযোগী করার জন্য প্রয়োজন হয় আসবাবপত্র। আর গৃহকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করার জন্য প্রয়োজনীয় হয় গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা। নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী কমদামি জিনিস দিয়েও গৃহসজ্জা করে রুচি ও শিল্পী মনের পরিচয় দেওয়া যায়। পরিবার গৃহসজ্জার মাধ্যমে জীবনযাপনের মান উন্নত করে তৃপ্তি লাভ করে।

প্রশ্ন ২। আসবাব নির্বাচন বলতে কী বোঝ? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : আসবাবপত্র বলতে টেবিল, চেয়ার, সোফা, খাট, আলমারি ইত্যাদি ভারী অথচ বহনযোগ্য গৃহসজ্জা সামগ্রীকে বোঝায়। গৃহের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন সহজতর করার জন্য আসবাবের ভূমিকা অনেক। তাছাড়া আরাম ও সৌন্দর্য বাড়াতেও এগুলোর জুড়ি নেই।

প্রশ্ন ৩। আসবাব নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।

উত্তর : আসবাব নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো—
আসবাব ক্রয়ের প্রথমেই বিবেচনা করতে হবে আসবাবটির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। প্রয়োজন না থাকলে হুজুগের বশে ক্রয় করলে তা অপচয়ের শামিল। এছাড়া পুরোনো আসবাব যদি রং বা বার্নিশ করে ব্যবহার করা যায়, তাহলে নতুন আসবাবপত্র ক্রয় করে অর্থের অপচয় করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন ৪। আসবাবের উপযোগিতা লেখ।

উত্তর : আসবাবের উপযোগিতা হচ্ছে তার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা। ছোট শিশুর ব্যবহারের আসবাব তার বয়সের উপযোগী হবে। খাট, চৌকি আমাদের শয়ন কাজে, আবার টুল, মোড়া, সোফা, চেয়ার এগুলো আমাদের বসার কাজের চাহিদা মেটায়। কাঠের আসবাবের চেয়ে গদিওয়ালা আসবাবের আরাম বেশি, ফলে এর উপযোগিতা বেশি।

প্রশ্ন ৫। পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাবা নির্বাচন করতে হয় কেন?

উত্তর : পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করতে হবে। আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করলে তা সমাজেও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। তা না হলে সমাজের চোখেও তা দৃষ্টিকটু মনে হয়।

প্রশ্ন ৬। আসবাবের নির্বাচনে আরাম গুরুত্বপূর্ণ কেন?

উত্তর : আসবাব নির্বাচনে আরাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসবাবের আয়তন, উচ্চতা, গভীরতা, আরামদায়ক না হলে ব্যবহারে অসুবিধা হয়। যেমন— টেবিলের উচ্চতা যদি বেশি হয়, তবে কাজের সমস্যা হয়। আবার বেত ও প্লাস্টিকের বা রঙের আসবাবপত্রের চেয়ে চেয়ারে বসে যদি আরাম না পাওয়া যায়, তবে কাজ করা কষ্টকর হয়ে যায়।

প্রশ্ন ৭। আসবাব নির্বাচনে পরিবারের সদস্যদের রুচি ও পছন্দ লেখ।

উত্তর : আসবাব নির্বাচনে পরিবারের সদস্যদের রুচি ও পছন্দ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কক্ষের আকার, আয়তন, মেঝে ও দেয়ালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রুচিসম্মত আসবাব দিয়ে গৃহসজ্জা করলে ঘরের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়।

প্রশ্ন ৮। আসবাবের স্থায়িত্ব কীসের ওপর নির্ভর করে লেখ।

উত্তর : আসবাবের স্থায়িত্ব নির্ভর করে উপকরণ ও নির্মাণ কাজের ওপর। কাঁচা কাঠ দিয়ে আসবাব নির্মাণ করলে সহজেই ঘুণে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। আবার পাকা কাঠ, মজবুত নির্মাণ কৌশল আসবাবের স্থায়িত্ব বাড়ায়।

প্রশ্ন ৯। জীবনযাত্রার মান কীসের ওপর নির্ভর করে?

উত্তর : পদমর্যাদা ও বিত্তের ওপর জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। উচ্চপদস্থ ও উচ্চবিত্তের পরিবারের আসবাব বেশ দামি হয়। এসব পরিবারের ড্রইংরুম প্রশস্ত হয়। ফলে একটু জাঁকজমকভাবে সাজানো থাকে। আবার নিম্নবিত্তের পরিবারে শয়নকক্ষের একপাশেই বসার ব্যবস্থা থাকে।

প্রশ্ন ১০। একটি আসবাব কীভাবে বহুবিধভাবে ব্যবহার করা যায় তা লেখ।

উত্তর : একটি আসবাব বহুবিধভাবে ব্যবহার করা যায়। যেমন— ডিভান বসা ও শোয়া দুই কাজে ব্যবহৃত হয়। ডাইনিং টেবিল খাওয়া, পড়াশোনা, আলাপ-আলোচনা করার কাজে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক যুগে গৃহের আয়তন কম থাকে, তাই আসবাবের বহুবিধ ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে।

পাঠ-২ : আসবাব বিন্যাস

▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৩৬

প্রশ্ন ১১। আসবাব বিন্যাস লেখ।

উত্তর : আসবাব নির্বাচনের পরবর্তী কাজ হলো সঠিকভাবে তা বিন্যাস করা। আসবাবপত্র বিন্যাস যে শুধু ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যে করা যায়, তা নয়। সঠিকভাবে আসবাব বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করে রাখা হয়। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের আরাম ও মানসিক তৃপ্তি বাড়ে। গ্রাম কিংবা শহর সর্বত্রই অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার আসবাব বিন্যাসের কতিপয় নিয়ম মেনে চলতে হয়।

প্রশ্ন ১২। প্রয়োজনীয় আসবাব বিন্যাস কর।

উত্তর : আসবাব বিন্যাসের প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন, যেকোনো ঘরেই অতিরিক্ত আসবাব রাখতে নেই। কক্ষের ব্যবহার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আসবাব রাখতে হবে যেমন—

(ক) শয়নকক্ষ— খাট, ওয়ারড্রোব, আলমারি ইত্যাদি।

(খ) বসার কক্ষ— সোফা, বেতের চেয়ার, টেবিল, বুকসেলফ ইত্যাদি।

(গ) খাবার কক্ষ— ডাইনিং টেবিল, চেয়ার, ফ্রিজ ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১৩। আসবাবের ব্যবহারিক সুবিধা লেখ।

উত্তর : আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় আসবাবের ব্যবহারিক দিকটি বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি কক্ষের কাজ অনুযায়ী আসবাব সাজাতে হবে। গৃহের মধ্যে চলাচল, কাজ কার্যসম্পাদনের জন্য ব্যবহারিক দিকটি বিবেচনা করতে হবে। ঘরের মধ্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচল যেন অসুবিধা না হয় ও কার্যসম্পাদনে যেন অতিরিক্ত চলাচল প্রয়োজন না হয় আসবাব বিন্যাসের সময় সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রশ্ন ১৪। গৃহসজ্জায় নতুনত্ব আসে কীভাবে?

উত্তর : আসবাবপত্র বিন্যাস কখনো স্থায়িভাবে একই জায়গায় করা উচিত নয়। এতে গৃহসজ্জায় একঘেয়ে ভাব চলে আসে। মাঝে মাঝে আসবাবপত্রের বিন্যাস রুচির রদবদল করলে গৃহসজ্জায় নতুনত্ব আসে।

প্রশ্ন ১৫। আসবাব বিন্যাসে সমানুপাত কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : আসবাব বিন্যাসে ঘরের আকৃতির সাথে আসবাবপত্রের আকার নির্ধারণ করা দরকার। বড় ঘরে বড় আসবাব ও ছোট ঘরে ছোট আসবাব মানানসই। আবার যেখানে বড় ও ছোট আসবাবের সংমিশ্রণ প্রয়োজন, সেখানে বড় আসবাবের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে দুই-তিনটি আসবাব একত্রে সাজানো যায়। পরস্পরের আকৃতি অনুপাত ঠিক হলে সমগ্র গৃহসজ্জায় আসবাব বিন্যাসে পারস্পরিক মিল হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

প্রশ্ন ১৬। আসবাবপত্র বিন্যাসে ভারসাম্য প্রয়োজন কেন?

উত্তর : আসবাবপত্র বিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন আছে। কক্ষের একদিকের সঙ্গে অন্যদিকের আসবাবপত্র, মাঝখানের ও কর্নারের আসবাবপত্রের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। ঘরের একদিকে বেশি, অন্যদিকে কম আসবাব স্থাপন করলে ভারসাম্য রক্ষা হয় না।

প্রশ্ন ১৭। আসবাব বিন্যাসে ছন্দ বজায় রাখার গুরুত্ব লেখ।

উত্তর : আসবাব বিন্যাসে ছন্দ বজায় রাখার গুরুত্ব রয়েছে। এতে দৃষ্টি কক্ষের একটা আসবাবে আবদ্ধ না থেকে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে অন্য আসবাবে গিয়ে পৌঁছায়। কক্ষের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে দৃষ্টি ওঠানামা করে। দৃষ্টির এই ওঠানামাই ছন্দ। ছন্দের গতি আসবাব বিন্যাসের আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ১৮। আসবাব বিন্যাসের অন্যতম নীতি লেখ।

উত্তর : আসবাব বিন্যাসের অন্যতম নীতি হলো প্রাধান্য। প্রাধান্য বলতে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুকে বোঝায়। বসার ঘরে সুদৃশ্য সেন্টার টেবিলে ফুলদানিতে তাজা ফুলের সমারোহ, খাবার ঘরে টেবিলে বিভিন্ন ফলের সমারোহ, শোবার ঘরে সুদৃশ্য আসবাব বা কার্পেট ইত্যাদি দিয়ে ঘর সাজিয়ে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যায়।

পাঠ-৩ : বিভিন্ন কক্ষে আসবাব বিন্যাস ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৩৮

প্রশ্ন ১৯। শয়নকক্ষে আসবাব বিন্যাসে যত্নবান হতে হবে কেন?

উত্তর : সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর মানুষ গৃহে ফিরে আসে। গৃহের শান্তিময় পরিবেশ আমাদের আরাম দেয়। তাই শয়নকক্ষে আসবাব বিন্যাসে যত্নবান হতে হবে। শয়নকক্ষে খাট বা চৌকি, ড্রেসিং টেবিল, আলনা, আলমারি, ওয়ারড্রোব ইত্যাদি আসবাব থাকে।

প্রশ্ন ২০। বসার ঘরের সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : বসার ঘরে পরিচিত লোকজন বা আত্মীয়স্বজন এসে বসে। সামাজিকতা রক্ষার কেন্দ্রস্থল হলো বসার ঘর। এই কক্ষের বিন্যাস বাড়ির লোকদের রুচিবোধ বাইরের লোকের কাছে প্রকাশ করে। বসার ঘরে সোফাসেট, ডিভান, মোড়া, বুকসেলফ ও শোকেস থাকে।

প্রশ্ন ২১। খাবার ঘর (Dinning Room) কী?

উত্তর : খাবার ঘর পরিবারের সদস্যদের একত্রে হওয়ার স্থল। বাড়ির সবাই একত্রে খেতে বসলে একটা আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। খাবার ঘরে খাবার টেবিল, চেয়ার, সোকেস, মিটসেফ, ফ্রিজ, ট্রলি ইত্যাদি থাকে। টেবিল গোল, ডিম্বাকৃতির বা চার কোণাকার হতে পারে। টেবিলের উপরিভাগ ফর্মিকা, কাচ বা কাঠের হয়।

প্রশ্ন ২২। খাবার ঘরের লক্ষণীয় দুটি বিষয় লেখ।

উত্তর : খাবার ঘরের লক্ষণীয় দুটি বিষয় হলো–

১. খাবার টেবিলে যাতে পর্যাপ্ত আলো পড়ে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।
২. টেবিলের মাঝখানে ফুলদানি, ফলের ঝুড়ি রাখতে হবে।

প্রশ্ন ২৩। অতিথির ঘর (Guest Room) কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : অতিথির ঘর বসার ঘরের পাশে হলে ভালো হয়। এই কক্ষে খুব বেশি আসবাবপত্র প্রয়োজন হয় না। খাট, ড্রেসিং টেবিল, দেয়াল আলমারি হলেই চলে।

প্রশ্ন ২৪। লিভিং রুম (Living Room) কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : বর্তমানে আধুনিক বাড়িতে খেলার ঘর ও লিভিং রুম থাকে। এই রুমে পরিবারের সদস্যরা অবসর সময় কাটায়। এই রুমে টেলিভিশন দেখা, বসা ও শোয়ার ব্যবস্থা থাকে। গিটার, হারমোনিয়াম ইত্যাদি বিনোদনের জিনিসপত্র থাকে।

প্রশ্ন ২৫। পড়ার ঘর (Reading Room) কেমন হওয়া উচিত?

উত্তর : পড়ার ঘর এমন জায়গায় হবে যেখানে কোনো শব্দ বা কথাবার্তা পড়াশোনার ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে। পড়ার রুমে টেবিল, চেয়ার, বুকসেলফ, কম্পিউটার ইত্যাদি থাকে। পড়ার টেবিলে যাতে পর্যাপ্ত আলো পড়ে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে।

প্রশ্ন ২৬। রান্নাঘর (Kitchen) কেমন হতে হবে লেখ।

উত্তর : রান্নাঘর খাবার ঘরের পাশে হয়ে থাকে। এতে খাদ্য পরিবেশন করতে সুবিধা হয়। চুলার স্থান জানালার পাশে হলে সহজেই ধোঁয়া বের হয়ে যায়। চুলা গ্যাস, কেরোসিন বা মাটির হতে পারে। শহর এলাকায় গ্যাস, গ্রামাঞ্চলে লাকড়ি বা কেরোসিনের চুলা দেখা যায়। আবার অনেকে হিটারেও রান্না করে। রান্নাঘরের ওয়ালে সিলিং পর্যন্ত ক্যাবিনেট করে দিলে অনেক জিনিস রাখা যায়।

পাঠ-৪ : গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৪০

প্রশ্ন ২৭। গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি বলতে কী বোঝ? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : আসবাবপত্র নির্বাচন, বিন্যাসের পরই মানুষ চায় গৃহের মেঝে, দেয়াল, পর্দা ও পুষ্পবিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে। সবকিছুর সামঞ্জস্য বিন্যাসই একটি গৃহকে অপরূপ করে তোলে। সুরুচির প্রকাশ ঘটায়। মেঝের আচ্ছাদন, দেয়ালসজ্জা, পর্দা, প্রভৃতি গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন ২৮। মেঝের আচ্ছাদন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে ঘরের মেঝে সিমেন্ট বা সিমেন্টের সাথে রং মিশিয়ে তৈরি করা হয়। গ্রামাঞ্চলে মাটির মেঝেও থাকে। তবে আধুনিক বাড়িতে টাইলাস বা মোজাইকের মেঝে দেখা যায়। শহরাঞ্চলে অনেক বাড়িতে মেঝেতে কার্পেট ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে ধুলাবালি বেশি তাই ছোট আকারের কার্পেট ব্যবহার করা হয়। এতে যত্ন নিতে সহজ হয়।

প্রশ্ন ২৯। দেয়ালসজ্জা বলতে কী বোঝ? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : প্রতিটি গৃহেরই বিভিন্ন কক্ষে ছবি বা চিত্রকর্ম দেখা যায়। গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জায় চিত্রকর্মের ভূমিকা অপরিসীম। খ্যাতনামা ব্যক্তির ছবি গৌরবের প্রতীক। মাতৃভূমির ছবি, প্রাকৃতির দৃশ্য মনে প্রশান্তি আনে। দেয়ালসজ্জা বলতে আমরা এটিকে বুঝি।

প্রশ্ন ৩০। দেয়ালে ছবি টানানোর দুটি নিয়ম লেখ।

উত্তর : দেয়ালে ছবি টানানোর কিছু নিয়ম আছে। দুটি নিয়ম হলো–

(১) ছবি টানানোর জন্য স্থান নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বড় দেয়ালে বড় ছবি বা ছোট ছোট কয়েকটি ছবি একত্রে টানানো।
(২) ছবি দৃষ্টি বরাবর টানাতে হবে। বেশি উপরে বা নিচে ছবি টানালে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে না এবং দৃষ্টিনন্দন হয় না।

প্রশ্ন ৩১। পর্দার প্রয়োজনীয়তা লেখ।

উত্তর : পর্দার প্রয়োজনীয়তা :

(i) ঘরে আব্রু রক্ষা করে।
(ii) ঘরে শীতলতার ভাব আনে।
(iii) ধুলাবালি থেকে কক্ষকে রক্ষা করে।
(iv) ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

প্রশ্ন ৩২। পুষ্পবিন্যাস কী? সংক্ষেপে লেখ।

উত্তর : পুষ্পবিন্যাস গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ। ফুল সাজানোর জন্য প্রয়োজন নানা ধরনের ফুলদানি বা পাত্র। এই পাত্রগুলো চীনামাটি, প্লাস্টিক, কাচ, বাঁশ বিভিন্ন ধাতুর তৈরি হতে পারে। ফুলদানি বা পাত্র গোলাকার, চ্যাপ্টা, ডিম্বাকৃতি বা চারকোণা হতে পারে।

প্রশ্ন ৩৩। পুষ্পবিন্যাসের তিনটি নিয়ম লেখ।

উত্তর : পুষ্পবিন্যাসের তিনটি নিয়ম হলো–

(১) পুষ্প বিন্যাসের সময় খেয়াল রাখতে হবে ফুলের রংটি যেন সবাইকে আকর্ষণ করে।
(২) ফুলদানিতে যথেষ্ট পানি থাকতে হবে।
(৩) পিনহোল্ডার ঢেকে পুষ্পবিন্যাস করতে হবে

পাঠ-৫ : গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে সংরক্ষণ ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৪২

প্রশ্ন ৩৪। গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : গৃহকে আসবাবপত্র দিয়ে সুসজ্জিত করলেই চলবে না, গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষা করার কথাও চিন্তা করতে হবে। আসবাব দিয়ে ঘর সাজানোই চলবে না, তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। যত্নের অভাবে আসবাবের স্থায়িত্ব হ্রাস পায়। তাই গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এতে রোগজীবাণু ছড়ায় না।

প্রশ্ন ৩৫। কোন দিকটি লক্ষ রেখে আসবাব বিন্যাস করতে হবে?
উত্তর : গৃহে প্রাকৃতিক আলো-বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখতে হবে। আলো, উত্তাপ এবং জীবাণুনাশক শক্তির অফুরন্ত উৎস হলো সূর্য। সূর্যের আলো অন্ধকার দূর করে। উত্তাপ রোগজীবাণু ধ্বংস করে। আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। তাই ঘরের মধ্যে যেন পর্যাপ্ত সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে আসবাব বিন্যাস করতে হবে।

প্রশ্ন ৩৬। গৃহের মেঝে ও আসবাব পরিষ্কার রাখা আবশ্যক কেন?
উত্তর : প্রতিদিন গৃহের মেঝে ও আসবাব পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। গৃহের মধ্যে চলাফেরার ফলে মেঝে ময়লা হয়ে আসবাবপত্রের উপর ধুলাবালি জমে। এই ধুলা থেকে সর্দি-কাশি হয়। তাই প্রতিদিন ঘরের মেঝে, আসবাবপত্র, গোসলখানা, রান্নাঘর পরিষ্কার করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে সপ্তাহে একদিন জীবাণুনাশক ঔষধ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে।

প্রশ্ন ৩৭। গৃহের ভিতরে ও চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন কেন?
উত্তর : ময়লা ফেলার জন্য ঘরে বিন রাখা প্রয়োজন। সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের চারপাশে ময়লা, আবর্জনা, খোলা নর্দমা, ঝোপ-ঝাড় থাকলে পোকামাকড় ও মশার উপদ্রব হয়। মারাত্মক রোগ ছড়ায়। তাই ঘরের চারপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে। ময়লা-আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থান বা ডাস্টবিনে ফেলতে হবে।

পাঠ-৬ : অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় অব্যবহৃত জিনিসের ব্যবহার

▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৪৩

প্রশ্ন ৩৮। নিজের সৃজনশীলতা তুলে ধরা যায় কীভাবে?
উত্তর : মানুষ সৌন্দর্যের পূজারি। তাই আরাম ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আসবাবপত্রের পাশাপাশি নানা উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। গৃহসজ্জায় শুধু মূল্যবান জিনিস ব্যবহার করা হয় তা নয় বরং নিজস্ব সৃজনশীলতার মাধ্যমে গৃহের অব্যবহৃত জিনিস দিয়েও নানা ধরনের শিল্পসামগ্রী বানিয়ে ব্যবহার করা যায়। শিল্প সৃষ্টি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এভাবে মানুষ তার সৃজনশীলতা তুলে ধরে।

প্রশ্ন ৩৯। গৃহসজ্জায় কীভাবে ডিমের খোসা ব্যবহার করা যায়?
উত্তর : ডিমের খোসা দিয়েও আমরা শিল্প তৈরি করতে পারি। যেমন— ডিমটিকে একদিকে ছোট করে ছিদ্র করে ভেতরের অংশ বের করে নিয়ে আসতে হবে। তারপর রোদে ভিতরটা শুকাতে হবে। এরপর ডিমের খোসার গায়ে রং দিয়ে চমৎকার চিত্র অঙ্কন করে গৃহসজ্জায় ব্যবহার করা যায়। খোসা ছোট ছোট টুকরা করে আর্ট পেপারের উপর আঠা দিয়ে আটকিয়ে শুকিয়ে গেলে তার উপর রং দিয়ে এঁকে বিভিন্ন দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা যায়।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। প্রত্যক্ষ ভারসাম্য কাকে বলে? [ঢ. বো. '২২; কু. বো. '২২; সি. বো. '২২]
উত্তর : একটি কক্ষের দুই দিকের আসবাবের গুরুত্ব সমান হলে তাকে প্রত্যক্ষ ভারসাম্য বলে।

প্রশ্ন ২। সামঞ্জস্য কাকে বলে?
[ঢা. বো. '২০; য. বো. '২০, ১৯; কু. বো. '২০; সি. বো. '২০]
উত্তর : সবার সাথে মিত্রতাকেই সামঞ্জস্য বলে।

প্রশ্ন ৩। আসবাবের উপযোগিতা কাকে বলে? [ম. বো. '১৯]
উত্তর : আসবাবের উপযোগিতা হচ্ছে তার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৪। মিল কী? [রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]
উত্তর : আসবাবপত্রের পারস্পরিক আকৃতির অনুপাত ঠিক হওয়াকে মিল বলে।

প্রশ্ন ৫। কোন ধরনের ভারসাম্য গৃহ সজ্জায় নতুনত্ব সৃষ্টি করে?
[আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
উত্তর : অপ্রত্যক্ষ ভারসাম্য গৃহসজ্জায় নতুনত্ব সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ৬। আসবাব নির্বাচনের আধুনিক যুগে কোনটির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়? [হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা]
উত্তর : আসবাব নির্বাচনের আধুনিক যুগে গৃহের আয়তন কম থাকে তাই এ বহুবিধ ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়।

প্রশ্ন ৭। গৃহব্যবস্থাপনার সর্বশেষ ধাপ কী?
[রাজশাহী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : গৃহব্যবস্থাপনার সর্বশেষ ধাপ হলো মূল্যায়ন।

প্রশ্ন ৮। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি কোনটি?
[যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : শিল্প সৃষ্টি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি।

প্রশ্ন ৯। খাবার ঘরে কী ছবি টাঙাতে হবে?
[খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর : খাবার ঘরের দেয়ালে খাবারের ছবি টাঙানো হলে ভালো হয়।

প্রশ্ন ১০। গৃহসজ্জা অন্যতম প্রধান অংশ কী?
[নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা; শৈলরানী দেবী পৌর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]
উত্তর : পুষ্পবিন্যাস গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১১। গৃহকে বাসোপযোগী করার জন্য কিসের প্রয়োজন?
উত্তর : গৃহকে বাসোপযোগী করার জন্য আসবাবপত্রের প্রয়োজন।

প্রশ্ন ১২। আসবাবপত্র কী?
উত্তর : আসবাবপত্র হচ্ছে টেবিল, চেয়ার, সোফা ইত্যাদি ভারী অথচ বহনযোগ্য গৃহসজ্জাসামগ্রী।

প্রশ্ন ১৩। কোন অঞ্চলের গৃহগুলো স্থায়ী আবাসস্থল?
উত্তর : গ্রামাঞ্চলের গৃহগুলো স্থায়ী আবাসস্থল।

প্রশ্ন ১৪। কোথায় অস্থায়িভাবে বসবাসকারী কর্মজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি?
উত্তর : শহরাঞ্চলে অস্থায়িভাবে বসবাসকারী কর্মজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি।

প্রশ্ন ১৫। কোথায় অধিকাংশ লোকই ভাড়া বাড়িতে বাস করে?
উত্তর : শহরাঞ্চলে অধিকাংশ লোকই ভাড়া বাড়িতে বাস করে।

প্রশ্ন ১৬। কোন অঞ্চলে রেডিমেট বা তৈরি আসবাবপত্র বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়?
উত্তর : শহরাঞ্চলে রেডিমেট বা তৈরি আসবাবপত্র বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

প্রশ্ন ১৭। আসবাবের মূল্য কিসের ওপর নির্ভর করে?
উত্তর : আসবাবের মূল্য নির্ভর করে উপকরণের ওপর।

প্রশ্ন ১৮। কী কাঠের আসবাবপত্রের দাম অনেক?
উত্তর : সেগুন, মেহগনি ইত্যাদি কাঠের আসবাবপত্রের দাম অনেক।

প্রশ্ন ১৯। আসবাবের স্থায়িত্ব কিসের ওপর নির্ভর করে?
উত্তর : আসবাবের স্থায়িত্ব উপকরণ ও নির্মাণ কাজের ওপর নির্ভর করে।

প্রশ্ন ২০। আসবাবের ক্ষেত্রে নমনীয়তা কী?
উত্তর : আসবাবের ক্ষেত্রে নমনীয়তা হচ্ছে তার বহুবিধ ব্যবহার।

প্রশ্ন ২১। আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় আসবাবের কোন দিকটি বিবেচনা করতে হবে?
উত্তর : আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় আসবাবের ব্যবহারিক দিকটি বিবেচনা করতে হবে।
প্রশ্ন ২২। কী বিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন আছে?
উত্তর : আসবাবপত্র বিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন আছে।
প্রশ্ন ২৩। প্রত্যক্ষ ভারসাম্য কাকে বলে?
উত্তর : একটি কক্ষের দুদিকের আসবাবের গুরুত্ব সমান হলে তাকে প্রত্যক্ষ ভারসাম্য বলে।
প্রশ্ন ২৪। আসবাব বিন্যাসের অন্যতম নীতি কী?
উত্তর : আসবাব বিন্যাসের অন্যতম নীতি হচ্ছে প্রাধান্য।
প্রশ্ন ২৫। আসবাব বিন্যাসে প্রাধান্য কী?
উত্তর : আসবাব বিন্যাসে প্রাধান্য হচ্ছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।
প্রশ্ন ২৬। কিসের আলো অন্ধকার দূর করে?
উত্তর : সূর্যের আলো অন্ধকার দূর করে।
প্রশ্ন ২৭। গৃহের চারপাশের পরিবেশ কেমন রাখা আবশ্যক?
উত্তর : গৃহের চারপাশের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

● এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১। পরিবারের কিসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করতে হয়? ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২৩; য. বো. '২৩; কু. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; ব. বো. '২৩ ও দি. বো. '২৩]

উত্তরসূত্র : এ বইয়ের ৫১ পৃষ্ঠার ৩(খ) নং প্রশ্ন ও উত্তর।

প্রশ্ন ২। আসবাবের স্থায়িত্ব কীসের ওপর নির্ভর করে? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২২; কু. বো. '২২; সি. বো. '২২]

উত্তর : আসবাবের স্থায়িত্ব নির্ভর করে এর উপকরণ ও নির্মাণ কাজের ওপর। এক্ষেত্রে কাঁচা কাঠ দিয়ে আসবাব নির্মাণ করলে সহজেই তা ঘুণে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে পাকা কাঠ ও মজবুত নির্মাণ কৌশল আসবাবের স্থায়িত্ব বাড়ায়। আসবাবের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে আসবাবের উপকরণ ও নির্মাণ কৌশল তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন ৩। গৃহে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের প্রয়োজন কী?
[ঢা. বো. '২০; য. বো. '২০; কু. বো. '২০; সি. বো. '২০]

উত্তর : গৃহে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কারণে আসবাবসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যেন দরজা-জানালা খুলতে এবং বন্ধ করতে কোনো অসুবিধা না হয়। গৃহের অভ্যন্তরে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে না পারলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ব্যাহত হয়। তাই গৃহে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের প্রয়োজন।

প্রশ্ন ৪। গৃহের সদস্যদের স্বাস্থ্যরক্ষায় কোন ধরনের আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর।
[রা. বো. ২০; চ. বো. '২০, ব. বো. '২০; দি. বো. '২০; ম. বো. '২০]

উত্তর : আলো, উত্তাপ এবং জীবাণুনাশক শক্তির অফুরন্ত উৎস হলো সূর্য। সূর্যের আলো অন্ধকার দূর করে। উত্তাপ রোগ জীবাণু ধ্বংস করে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। অন্যদিকে বায়ুর অক্সিজেন আমাদের দেহ কোষকে বাঁচিয়ে রাখে। আর স্বাস্থ্যের ওপর বায়ুর প্রভাব খুব বেশি। তাই গৃহে যাতে সূর্যকিরণ এবং বায়ু সহজেই প্রবেশ করতে পারে সেজন্য গৃহের অবস্থান দক্ষিণ অথবা পূর্বমুখী হলে ভালো হয়।

প্রশ্ন ৫। সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক— ব্যাখ্যা কর। [য. বো. '১৯]

উত্তর : সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। জন্মের পর থেকে জীবনের শেষ অবদি গৃহ পরিবেশেই আমরা বসবাস করি। তাই ব্যক্তি জীবনে গৃহ পরিবেশের প্রভাব অনেক। ময়লা, ধুলা পড়া আসবাব ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করে। যত্নের অভাবে আসবাবের স্থায়িত্ব হ্রাস পায়, মাকড়সার জাল, পিঁপড়া, পোকার উপদ্রব হয় এবং রোগজীবাণু ছড়ায়। ধুলা থেকে সর্দি, কাশি হয়। আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

প্রশ্ন ৬। আসবাব বিন্যাসের ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। [য. বো. '১৯]

উত্তর : আসবাব বিন্যাসের ভারসাম্য বলতে ঘরে সমানভাবে আসবাব সংস্থাপন করাকে বোঝায়। আসবাবপত্র বিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। কক্ষের একদিকের সঙ্গে অন্যদিকের আসবাবপত্রের, মাঝখানের আসবাবপত্রের ও কর্নারের আসবাবপত্রের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। ঘরের একদিকে বেশি আবার অন্যদিকে কম আসবাব সংস্থাপন করলে ভারসাম্য রক্ষা হয় না। ফলে আসবাবপত্র বিন্যাসের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

● শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৭। শিল্প উপাদান বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা দাও।
[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : পণ্য বা সেবা উৎপাদন প্রক্রিয়া হলো শিল্প। আর উপাদান হলো উৎপাদন বা উৎপন্ন করার কাজে ব্যবহৃত বস্তুসামগ্রী বা কাঁচামাল। অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রে যেসব কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুত প্রণালীর মাধ্যমে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যের উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, সেগুলোই হলো শিল্প উপাদন।

প্রশ্ন ৮। আসবাবপত্রের উপযোগিতা বলতে কী বোঝ?
[আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

উত্তর : আসবাবপত্রের উপযোগিতা বলতে বোঝায় তাঁর চাহিদা মেটানোর ক্ষমতাকে। যেমন— ছোট শিশুর ব্যবহারের আসবাব তার বয়স উপযোগী হবে। খাট, চৌকি প্রভৃতি আমাদের শয়ন কাজের চাহিদা মেটায়। আবার, টুল, মোড়া, সোফা, চেয়ার এগুলো আমাদের বসার কাজের চাহিদা মেটায়। আবার আসবাব তৈরিতে ব্যবহৃত উপাদানের উপরও এর চাহিদা নির্ভর করে। যেমন— কাঠের আসবাবের থেকে গদিওয়ালা আসবাবের উপযোগিতা বেশী।

প্রশ্ন ৯। পর্দার প্রয়োজনীয়তা লেখ [হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা; নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুমিল্লা]

উত্তর : একটি কক্ষে পর্দার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পর্দা হচ্ছে দরজা-জানালার আচ্ছাদন। এটি ঘরের আব্রু রক্ষা করে। ঘরে শীতলতার ভাব আনে। একটি কক্ষের দরজা-জানালার পর্দা কক্ষকে ধুলাবালির হাত থেকে রক্ষা করে, কক্ষের সৌন্দর্য বাড়ায় এবং কক্ষকে আরামপ্রদ করে।

প্রশ্ন ১০। মেঝের আচ্ছাদন বলতে কী বোঝায়?
[যশোর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : আমাদের দেশে ঘরের মেঝে সিমেন্টের বা সিমেন্টের সাথে রঙ মিশিয়ে মেঝের ওপর যে প্রলেপ তৈরি করা হয় তাই হলো মেঝের আচ্ছাদন। তবে আধুনিক বাড়িতে টাইলস বা মোজাইকের মেঝে দেখা যায়। আবার শহরাঞ্চলে মেঝেতে কার্পেট ব্যবহার করা হয়। মেঝের আচ্ছাদন বলতে এগুলোকেই বোঝানো হয়।

প্রশ্ন ১১। আমাদের দেশের আবহাওয়া অনুযায়ী গৃহে হালকা রঙের পর্দা উপযোগী– ব্যাখ্যা কর। [খুলনা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : আমাদের দেশের আবহাওয়ায় গরমের প্রাধান্য দেখা যায়। বছরের বেশিরভাগ সময় পরিবেশ উষ্ণ থাকে। এজন্য শীতলতা আনতে ঘরের পর্দা হালকা রঙের হলে ভালো হয়। পর্দার রং হালকা হলে তা যেমন ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, সেই সাথে শীতল রাখতেও সহায়তা করে। এজন্য হালকা রঙের পর্দাই আমাদের দেশের আবহাওয়ার জন্য বেশি উপযোগী।

প্রশ্ন ১২। গৃহে প্রাকৃতিক আলো বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখতে হয় কেন? [শাহীন একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজ, ফেনী]

উত্তর : সূর্যের আলো অন্ধকার দূর করে। উত্তাপ রোগজীবাণু ধ্বংস করে। অন্যদিকে, বায়ুর অক্সিজেন আমাদের দেহ কোষকে বাঁচিয়ে রাখে। কারণ স্বাস্থ্যের ওপর বায়ুর প্রভাব খুব বেশি থাকে। তাই গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার জন্য গৃহে প্রাকৃতিক আলো বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা রাখতে হয়।

প্রশ্ন ১৩। শিল্প সৃষ্টিতে দামি জিনিস প্রয়োজন হয় না কেন?
[ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]

উত্তর : শিল্প সৃষ্টিতে দামী জিনিসের প্রয়োজন হয় না। কারণ, শুধুমাত্র দামী জিনিস দিয়ে শিল্পনীতির শর্তগুলো পূর্ণ হয় না। আর শিল্পনীতির সৌন্দর্যে দামী জিনিসের প্রয়োজনও নেই, যা প্রয়োজন হয় তা হলো– আসবাবপত্র বিন্যাসে সমানুপাত ঠিক রাখা, ভারসাম্য রক্ষা করা, সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করা, ছন্দ বজায় রাখা, সর্বোপরি কক্ষের প্রাধান্য অনুযায়ী আসবাবপত্র সাজালে শিল্পের সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। তাই শিল্প সৃষ্টিতে আর দামী জিনিসের প্রয়োজন হয় না।

প্রশ্ন ১৪। পুষ্পবিন্যাসের নিয়মগুলো ব্যাখ্যা কর।
[চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর : পুষ্পবিন্যাস গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ। ফুল সাজানোর জন্য প্রয়োজন নানা ধরনের ফুলদানি বা পাত্র। ফুলের রেখা ও গড়ন অনুযায়ী এসব ফুলদানির আকৃতি নির্বাচন করতে হয়। পুষ্পবিন্যাসের সময় ফুলের স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রাখতে হয় এবং ফুলদানির চেয়ে ফুলের প্রাধান্য বেশি দিতে হয়। এ নিয়মগুলো অনুসরণ করলেই পুষ্পবিন্যাস মানানসই হয়।

● মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১৫। আসবাবপত্র বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : আসবাবপত্র বলতে টেবিল, চেয়ার, সোফা, খাট, ওয়াড্রোব, আলমিয়র বুকসেলফ ইত্যাদি ভারী অথচ বহনযোগ্য গৃহসামগ্রীকে বোঝায়। অর্থাৎ আসবাবপত্র হচ্ছে গৃহসজ্জার সরঞ্জামাদি। গৃহের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন সহজতর করার জন্য আসবাবের ভূমিকা অনেক। তাছাড়া আরাম ও সৌন্দর্য বাড়াতেও এগুলোর জুড়ি নেই।

প্রশ্ন ১৬। আসবাবের চাহিদার ধরন বদলায় কেন?

উত্তর : শহর কিংবা গ্রাম সর্বত্রই গৃহের বিভিন্ন কাজের জন্য আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পরিবারের জীবনযাত্রার মান অবস্থানের স্থান, পারিবারিক জীবচক্রের স্তর ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন হয়। আর তাই আসবাবের চাহিদার ধরন বদলায়।

প্রশ্ন ১৭। গ্রামাঞ্চলের বড় আকৃতির ভারী কাঠের আসবাবের ব্যবহার বেশি দেখা যায় কেন?

উত্তর : গ্রামের গৃহগুলো নিজস্ব জায়গায় তৈরি করা হয়। তাই এগুলো স্থায়ী আবাসস্থল হিসেবে পরিগণিত। তাছাড়া এগুলো পর্যাপ্ত আয়তনবিশিষ্ট হয়ে থাকে। সেজন্যই গ্রামাঞ্চলে বড় আকৃতির ভারী কাঠের আসবাবের ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

প্রশ্ন ১৮। শহরাঞ্চলে হালকা আসবাবের ব্যবহার বেশি দেখা যায় কেন?

উত্তর : শহরাঞ্চলে অস্থায়িভাবে বসবাসকারী কর্মজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি। এ হিসেবে অধিকাংশ লোকই ভাড়া বাড়িতে অবস্থান করেন। আর যারা নিজেদের বাড়িতে থাকেন তাদের আয়তনের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেজন্যই শহরাঞ্চলে হালকা আসবাবের ব্যবহার বেশি দেখা যায়।

প্রশ্ন ১৯। পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করতে হবে কেন?

উত্তর : আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আবসাব নির্বাচন করলে তা সমাজেও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। তা না হলে সমাজের চোখে তা দৃষ্টিকটু মনে হয়। আর সেজন্যই পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করতে হয়।

প্রশ্ন ২০। আসবাব নির্বাচনে আরামদায়কতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন?

উত্তর : আসবাবের আয়তন, উচ্চতা ও গভীরতা আরামদায়ক না হলে সেগুলো ব্যবহারে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যেমন– টেবিলের উচ্চতা যদি বেশি হয় তাহলে কাজের সমস্যা হয়। আবার চেয়ারের বসে যদি আরাম না পাওয়া যায় তবে কাজ করা কষ্টকর হয়। আর সেজন্যই আসবাব নির্বাচনে আরামদায়কতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

প্রশ্ন ২১। আসবাবপত্র বিন্যাসের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আসবাবপত্র বিন্যাস যে শুধু ঘর সাজাবার উদ্দেশ্যে করা হয় তা কিন্তু নয়। বরং সঠিকভাবে আসবাবপত্র বিন্যাসের ফলে পরিবারের সদস্যদের আরাম ও মানসিক তৃপ্তি বাড়ে। তাই আসবাব বিন্যাসের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ : যেমন–

ক. গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয় করা,
খ. গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আরামদায়ক করা ও
গ. আসবাবপত্র সুবিধাজনক করে রাখা ইত্যাদি।

প্রশ্ন ২২। আসবাবপত্র বিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : আসবাবপত্র বিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। কক্ষের একদিকের সঙ্গে অন্যদিকের আসবাবপত্রের, মাঝখানের আসবাবপত্রের ও কর্নারের আসবাবপত্রের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। ঘরের একদিকে বেশি আবার অন্যদিকে কম আসবাব সংস্থাপন করলে ভারসাম্য রক্ষা হয় না। ফলে আসবাবপত্র বিন্যাসের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

প্রশ্ন ২৩। শয়নকক্ষে আসবাব বিন্যাসে যত্নবান হতে হবে কেন?

উত্তর : সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর মানুষ গৃহে ফিরে আসে। গৃহের শান্তিময় পরিবেশ আমাদের আরাম দেয়। আর তাই শয়নকক্ষের আসবাবপত্র বিন্যাসের যত্নবান হতে হবে।

প্রশ্ন ২৪। আসবাবপত্র বিন্যাসের ক্ষেত্রে ঘরে সূর্যের আলো প্রবেশের বিষয়টি লক্ষ রাখতে হবে কেন?

উত্তর : আলো, উত্তাপ ও জীবাণুনাশক শক্তির উৎস হলো সূর্য। সূর্যের আলো অন্ধকার দূর করে। উত্তাপ রোগজীবাণু ধ্বংস করে। ফলে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষিত হয়। আর তাই আসবাবপত্র বিন্যাসের ক্ষেত্রে ঘরে সূর্যের আলো প্রবেশের বিষয়টি লক্ষ রাখতে হবে।

প্রশ্ন ২৫। প্রতিদিন গৃহের মেঝে ও আসবাব পরিষ্কার করা আবশ্যক কেন?

উত্তর : গৃহের মধ্যে চলাফেরার ফলে মেঝেয় ময়লা হয়। আবার আসবাবপত্রের ওপর ধুলাবালি জমে। আর এ ধুলাবালি থেকে সর্দি-কাশি হয়। সেজন্যই প্রতিদিন গৃহের মেঝেয় ও আসবাব পরিষ্কার করা আবশ্যক। এক্ষেত্রে সপ্তাহে একদিন জীবাণুনাশক ওষুধ ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ২৬। ঘরের চারপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে কেন?

উত্তর : ঘরের চারপাশে ময়লা, আবর্জনা, খোলা নর্দমা, ঝোপ-ঝাড় থাকলে পোকামাকড় ও মশার উপদ্রব হয়। এগুলো মারাত্মক রোগ ছড়ায়। ফলে আমরা সুস্বাস্থ্য রক্ষা করার পরিবর্তে নানা রকম রোগব্যাধিতে ভুগি। আর সেজন্যই ঘরের চারপাশ পরিষ্কার রাখতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

কালাম সাহেবের নতুন আসবাব কেনার শখ। তিনি পুরোনো আসবাব ব্যবহার করতে চান না। অন্যের কাছ থেকে অর্থ ধার করে তিনি নানারকম আসবাব ক্রয় করেন। আসবাবপত্র ঘরে সাজাতে গিয়ে তিনি নানা ধরনের অসুবিধায় পড়েন। এতে পরিবারের সদস্যরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

ক. আসবাবপত্র বিন্যাসের ওপর গৃহসজ্জার কী নির্ভর করে? ১

খ. গৃহে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা কেন প্রয়োজন? ২

গ. আসবাব নির্বাচনে কালাম সাহেবের কোন বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কালাম সাহেবের আসবাব ক্রয় করাটি কি যুক্তিযুক্ত ছিল? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর :

ক আসবাবপত্র বিন্যাসের ওপর গৃহসজ্জার আকর্ষণ নির্ভর করে।

খ আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে গৃহ অন্যতম। এ গৃহকে বাসোপযোগী করার জন্য প্রয়োজন হয় আসবাবপত্র। আর গৃহকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা। তাই গৃহকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে বসবাস করার উপযোগী করে তোলার জন্য অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা একান্ত প্রয়োজন। এতে মানসিক তৃপ্তি লাভ করা যায়।

গ আসবাব নির্বাচনে কালাম সাহেবের সামঞ্জস্যের বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার।

উদ্দীপকে দেখি, কালাম সাহেবের নতুন আসবাব কেনার শখ। তিনি পুরনো আসবাব ব্যবহার করতে চান না। কিন্তু তার কাছে টাকা নেই। তাই তিনি অর্থ ধার করে নানা রকম আসবাব ক্রয় করেন। আসবাবপত্রের একটির সাথে অন্যটির মিত্রতাই হচ্ছে সামঞ্জস্য। ঘরে কেবল দামি আসবাবপত্র থাকলেই চলবে না। সবকিছুর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা দরকার। আসবাবপত্র সঠিকভাবে বিন্যাস করতে হবে। গৃহসজ্জায় আসবাবপত্র বিন্যাসের কতিপয় নিয়ম আছে। আসবাবপত্র বিন্যাস করার সময় লক্ষ রাখতে হবে ঘরে যেন অতিরিক্ত আসবাব না থাকে। প্রয়োজনীয় আসবাব দিয়ে ঘর সাজাতে হবে। চলাচলের সুবিধার প্রতি লক্ষ রেখে আসবাব সাজানো উচিত। আসবাব সজ্জা এমন হবে যেন ঘরের কাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঘরে আলোবাতাস প্রবেশ করতে পারে। তা না হলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ব্যাহত হবে। সুতরাং বলা যায়, আসবাবপত্র নির্বাচনে কালাম সাহেবের সামঞ্জস্যের বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার।

ঘ উদ্দীপকের কালাম সাহেবের আসবাব ক্রয় করাটা যুক্তিসঙ্গত ছিল না বলে আমি মনে করি।

আসবাব ক্রয়ের প্রথমেই বিবেচনা করতে হবে আসবাবটির প্রয়োজনীয়তা আছে কি না। প্রয়োজন না থাকলে হুজুগের বশে আসবাবপত্র ক্রয় করলে পরে অপচয়ের সামিল হয়। পুরনো আসবাব যদি রং বা বার্নিশ করে ব্যবহার করা যায়, তাহলে নতুন আসবাব ক্রয় করে অর্থের অপচয় ঠিক নয়। আসবাব ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ক্রয়ের বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচিত। এমনকি জীবনযাত্রার মানের ওপর ভিত্তি করে আসবাব কিনতে হয়। এছাড়া আসবাব ক্রয়ে কক্ষের আয়তন ও আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করলে রুচির পরিচয় পাওয়া যায় এবং কক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উদ্দীপকের কালাম সাহেব উপরিউক্ত বিষয় বিবেচনায় রেখে আসবাব ক্রয় করেননি। উপরন্তু তিনি অন্যের কাছ থেকে অর্থ ধার করে শখের বশে নানারকম আসবাব ক্রয় করেন। নতুন আসবাব দিয়ে ঘর সাজাতে গিয়ে তাকে নানা ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। কেননা শখের বশে শুধু আসবাবপত্র কিনলেই হবে না; এর সঠিক বিন্যাসও জরুরি। অতিরিক্ত আসবাবপত্র বিন্যাসে গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা, আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক না হয় বরং এর উল্টোটিই ঘটে। তাছাড়া অতিরিক্ত আসবাবপত্রের কারণে ঘরে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে না; হাঁটাচলার অসুবিধা হয়। এ কারণে পরিবারের সদস্যরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট।

সুতরাং বলা যায়, কালাম সাহেবের আসবাব ক্রয় করা যুক্তিসঙ্গত ছিল না।

প্রশ্ন ২ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ২নং সৃজনশীল প্রশ্ন

জরিফা বেগম সারাদিন কাজের পর গৃহে ফিরে আসেন। তিনি তার শোয়ার ঘরে ঢুকে সব সময় ক্লান্ত বোধ করেন। খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি ইত্যাদি সবকিছুর অবস্থান এমনভাবে রয়েছে যে, ঘরটি কোনোভাবেই তাকে আকর্ষণ করে না। তার বোন বেড়াতে এসে বসার ঘরে ঢোকে এবং কিছু সময় পর শোবার ঘরে এসে তাকে আসবাব বিন্যাসের শিল্পনীতি সম্পর্কে ধারণা দেন।

ক. গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ কী? ১

খ. আসবাব বিন্যাসে প্রাধান্য কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. মিসেস জরিফা তার শয়নকক্ষের আসবাব কীভাবে বিন্যাস করতে পারেন– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সঠিক শিল্পনীতি অনুসরণের মাধ্যমে জরিফা বেগমের বাসস্থান আকর্ষণীয় হতে পারে– বিশ্লেষণ কর। ৪

২নং প্রশ্নের উত্তর :

ক গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ পুষ্প বিন্যাস

খ আসবাব নির্বাচনের পরবর্তী কাজ হলো সঠিকভাবে তা বিন্যাস করা। সঠিকভাবে আসবাব বিন্যাস গৃহকে সুসজ্জিত রাখে, গৃহের আকর্ষণ বাড়ায় ও আরামদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের আরাম ও মানসিক তৃপ্তি বাড়ে। তাই আসবাব বিন্যাসে প্রাধান্য গুরুত্বপূর্ণ।

গ আসবাব বিন্যাসের ওপর গৃহসজ্জার সৌন্দর্য নির্ভর করে। সঠিক বিন্যাস গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করে তোলে; যা আরাম ও মানসিক তৃপ্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক। মানুষ সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর গৃহে ফিরে শয়নকক্ষে বিশ্রাম নেয়। গৃহের শান্তিময় পরিবেশ আমাদের আরাম দেয়। তাই শয়নকক্ষের আসবাব বিন্যাসে মিসেস জরিফাকে যত্নবান হতে হবে। এক্ষেত্রে যেভাবে তিনি আসবাব বিন্যাস করতে পারেন, তা হলো–

- তিনি শয়নকক্ষে খাট, ড্রেসিং টেবিল, আলমারি ইত্যাদি আসবাব রাখতে পারেন। খাটের অবস্থান এমনভাবে হবে যাতে চোখে আলো না পড়ে।
- শয়নকক্ষের দেয়ালের রং হালকা হলে ভালো হয়।
- তিনি খাটের পাশে বই বা খবরের কাগজ রাখার জন্য ছোট টেবিল রাখতে পারেন। এর সাথে টেবিল ল্যাম্পও রাখতে পারেন, যাতে পড়ার সময় পর্যাপ্ত আলো পাওয়া যায়।

- এছাড়া তিনি দেয়াল সজ্জায় চিত্রকর্ম ব্যবহার করতে পারেন। ড্রেসিং টেবিল বা সাইড টেবিলের উপর একগুচ্ছ ফুল রেখে ঘরের সৌন্দর্য অনেকখানি বাড়িয়ে তুলতে পারেন।

পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত উপায় অবলম্বন করে শিল্পরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টির মাধ্যমে মিসেস জরিফা তার শয়নকক্ষের আসবাবের সঠিক বিন্যাস করতে পারেন।

ঘ সঠিক শিল্পনীতি অনুসরণের মাধ্যমে জরিফা বেগমের বাসস্থান আকর্ষণীয় হতে পারে– মন্তব্যটি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বলে আমি মনে করি।

আসবাব বিন্যাসের ওপর গৃহসজ্জার সৌন্দর্য নির্ভর করে। এ শিল্পরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে গেলে শিল্প সৃষ্টির মূলনীতি যেমন– সমানুপাত, সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, ছন্দ এবং প্রাধান্য বজায় রাখতে হয়। আসবাব বিন্যাসে ঘরের আকৃতির সাথে আসবাবপত্রের আকার নির্ধারণ খুবই জরুরি। বড় ঘরে বড় আসবাব ও ছোট ঘরের জন্য ছোট আসবাব মানানসই। আবার কক্ষের একদিকের সঙ্গে অন্যদিকের আসবাবপত্রের, মাঝখানের ও কর্নারের আসবাপত্রের মধ্যে ভারসাম্য রাখা গৃহসজ্জার অন্যতম দিক। ঘরে কেবল দামি আসবাব, চিত্রকর্ম, সো-পিস থাকলেই হবে না। সবকিছুর সাথে একটা সামঞ্জস্য থাকতে হবে। আসবাব বিন্যাসে ছন্দ বজায় রাখা দরকার যাতে দৃষ্টি কক্ষের একটা আসবাবে আবদ্ধ না থেকে সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে অন্য আসবাবেও গিয়ে পৌঁছায়। ছন্দের গতি আসবাব বিন্যাসে আকর্ষণ সৃষ্টি করে, একঘেয়েমি দূর করে এবং নতুনত্ব আনয়ন করে। আসবাব বিন্যাসের অন্যতম আরেকটি নীতি হলো প্রাধান্য। প্রাধান্য বলতে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুকে বোঝায়। বসার ঘরে সুদৃশ্য সেন্টার টেবিলের ফুলদানিতে তাজা ফুলের সমারোহ বা শোবার ঘরে সুদৃশ্য আসবাব বা কার্পেট ইত্যাদি দিয়ে ঘর সাজিয়ে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যায়। এভাবে শিল্পনীতি মেনে যদি সঠিকভাবে আসবাব বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয়, আরামদায়ক করে রাখা যায়, তবে পরিবারের সদস্যদের আরাম ও মানসিক তৃপ্তি অনেক বেড়ে যায়। সুতরাং বলা যায়, প্রশ্নোক্তটি যথার্থ।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ৩ ▸ রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩

রহমান সাহেব একজন রুচিশীল মানুষ। তিনি তার টাইলস করা বসার কক্ষের একটি ছোট কার্পেট মেঝের রঙের সাথে মিল করে বিছিয়েছেন, যা কক্ষটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অপরদিকে, তার পরিবারের সদস্যরা সারাদিনের কর্মব্যস্ততা শেষে সন্ধ্যার পর সবাই একটি কক্ষে মিলিত হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা ও খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিশ্রামের জন্য চলে যায়।

ক. উপযোগ কী? ১

খ. পরিবারের কিসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করতে হয়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রহমান সাহেবের বসার কক্ষের নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে কোন বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবারের সদস্যদের একত্রিত হওয়ার স্থানটিকে কেমনভাবে সাজানো উচিত বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর :

ক মানুষের অভাব মোচনে পণ্যের ক্ষমতাই হলো উপযোগ।

খ পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করতে হয়। আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করলে তা সমাজেও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। তা না হলে সমাজের চোখেও তা দৃষ্টিকটু মনে হয়।

গ উদ্দীপকের রহমান সাহেবের বসার কক্ষের নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে আসবাবপত্র নির্বাচনে রুচি ও পছন্দের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

গৃহকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জায় আসবাবপত্রের ব্যবহার ও নির্বাচন অপরিহার্য। আসবাবপত্র নির্বাচনে পরিবারের সদস্যদের রুচি ও পছন্দ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কক্ষের আকার-আয়তন, মেঝে ও দেয়ালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রুচিসম্মত আসবাব দিয়ে গৃহসজ্জা করলে ঘরের সৌন্দর্য অনেক বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে আসবাবের নকশাও রুচিসম্মত হতে হবে।

উদ্দীপকের রহমান সাহেবও একজন রুচিশীল মানুষ। তিনি তার টাইলস করা বসার কক্ষে একটি ছোট কার্পেট মেঝের রঙের সাথে মিল করে বিছিয়েছেন, যা কক্ষটিকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এভাবে গৃহসজ্জায় আসবাবপত্র নির্বাচনের মাধ্যমে রহমান সাহেবের রুচি ও পছন্দের বিষয়টি ফুটে উঠেছে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের রহমান সাহেবের বসার কক্ষের নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে আসবাবপত্র নির্বাচনে রুচি ও পছন্দের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবারের সদস্যদের একত্রিত হওয়ার স্থানটি দিয়ে খাবার ঘরকে নির্দেশ করা হয়েছে।

খাবার ঘর পরিবারের সদস্যদের একত্র হওয়ার স্থান। বাড়ির সবাই একত্রে খেতে বসলে একটি আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। খাবার ঘর সাজানোর ক্ষেত্রে সাধারণত খাবার টেবিল, চেয়ার, শোকেস, মিটসেফ, ফ্রিজ, ট্রলি ইত্যাদি আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয়। খাবার টেবিল গোল, ডিম্বাকৃতির বা চার কোণাকার হয়ে থাকে। খাবার টেবিলে যাতে পর্যাপ্ত আলো পড়ে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। টেবিল এমনভাবে রাখতে হবে যাতে চেয়ারে বসা বা চলাচলে অসুবিধা না হয়। এছাড়া পানির ফিল্টার এককোণায় একটু উঁচুতে রাখতে হবে। আর ঘরের বড় দেয়ালঘেঁষে এমনভাবে ফ্রিজ রাখতে হবে যেন ফ্রিজের পিছনে বাতাস চলাচলের সুবিধা থাকে।

সুতরাং উপরে বর্ণিত বর্ণনার আলোকে খাবার ঘরের আসবাবপত্র সাজানো উচিত বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ৪ ▸ ঢাকা, কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ড ২০২২

ডলির ঘরে প্রবেশ করলেই বোঝা যায়, এটা সামাজিকতা রক্ষার কেন্দ্রস্থল। সে ফুলদানি, অ্যাকুরিয়াম, ছবি ইত্যাদি দিয়ে তার ঘরটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছে, অন্যদিকে রেবার শোবার ঘরটিতে প্রচুর ধুলাবালি প্রবেশ করে এবং আলু রক্ষা হয় না।

ক. প্রত্যক্ষ ভারসাম্য কাকে বলে? ১

খ. আসবাবের স্থায়িত্ব কীসের ওপর নির্ভর করে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ডলির সাজানো ঘরের লক্ষণীয় বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, রেবার ঘরটি আচ্ছাদিত করা প্রয়োজন? মতামত দাও। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর :

ক একটি কক্ষের দুই দিকের আসবাবের গুরুত্ব সমান হলে তাকে প্রত্যক্ষ ভারসাম্য বলে।

খ আসবাবের স্থায়িত্ব নির্ভর করে এর উপকরণ ও নির্মাণ কাজের ওপর। এক্ষেত্রে কাঁচা কাঠ দিয়ে আসবাব নির্মাণ করলে সহজেই তা ঘুণে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। অন্যদিকে পাকা কাঠ ও মজবুত নির্মাণ কৌশল আসবাবের স্থায়িত্ব বাড়ায়। আসবাবের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে আসবাবের উপকরণ ও নির্মাণ কৌশল তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকের ডলির সাজানো ঘরটি হলো বসার ঘর বা (Drawing Room)। এটি সামাজিকতা রক্ষার কেন্দ্রস্থল হিসেবে কাজ করে। এ ঘরের লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. বসার ঘরে সোফাসেট, ডিভান, মোড়া, বুকসেলফ, শোকেস ইত্যাদি থাকে।
২. কক্ষকে আকর্ষণীয় করার জন্য ফুলদানিতে ফুল, অ্যাকুরিয়াম, চিত্রকর্ম, খ্যাতিমান ব্যক্তির ছবি, কার্পেট ইত্যাদি রাখা হয়।
৩. আলো-বাতাসের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, চলাচলের সুবিধা, শিল্পনীতি অনুসরণ করে আসবাব বিন্যাস করা হয়।

উদ্দীপকের ডলি এ বিষয়সমূহ লক্ষ্য রেখেই তার বসার ঘরটিকে সুন্দরভাবে সাজিয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের রেবার শোবার ঘরটি আচ্ছাদিত নয়। ফলে ঘরটিতে প্রচুর ধুলাবালি প্রবেশ করে এবং সেই সাথে আব্রু ও রক্ষা হয় না। এক্ষেত্রে গৃহটিকে বাসযোগ্য ও স্বাচ্ছন্দময় করে তুলতে তা পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কেননা পর্দা একই সাথে–

১. ঘরের আব্রু রক্ষা করে।
২. ঘরে শীতলতার ভাব আনে।
৩. কক্ষকে ধুলাবালি থেকে রক্ষা করে।
৪. কক্ষের সৌন্দর্য বাড়ায়।

আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান দেশ তাই হালকা রঙের পর্দাই আমাদের জন্য উপযুক্ত। এতে করে শীতলতার সৃষ্টি হয়। তবে শীতের দিনে গাঢ় রঙের পর্দা ব্যবহার করা যায়। পর্দার কাপরটি এমন হতে হবে যাতে যত্ন নেওয়া সহজ হয়।

উদ্দীপকের রেবার ঘরটি যেহেতু প্রচুর ধুলাবালি জমে তা বসবাসের প্রায় অযোগ্য হয়ে উঠছে এবং প্রয়োজনীয় আব্রুও রক্ষা হচ্ছে না, সেহেতু ঘরটিকে আরামদায়ক ও বাসযোগ্য করতে তা পর্দা দ্বারা আচ্ছাদিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন ৫ ▸ ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ড ২০২০

আলিম ও কলিম দুই ভাই। তাদের বাবা তাদেরকে সমান আকার ও আয়তনের দুটি করে কক্ষ দেন। আলিমের আয় বেশি হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার কক্ষে আধুনিক নকশার ডিভান, ডাইনিং টেবিল ও আয়নাসংবলিত আলমারি দিয়ে সাজিয়েছেন। অপরদিকে কলিম তার কক্ষে দামি ও বড় খাট, ওয়ারড্রোব, আলমারি, সোফাসেট ও ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি দিয়ে সাজানোর ফলে কক্ষটি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তার বন্ধু তার বাসায় বেড়াতে এলে তাকে সঠিকভাবে আসবাবপত্র বিন্যাসের পরামর্শ দেন।

ক. সামঞ্জস্য কাকে বলে? ১
খ. গৃহে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের প্রয়োজন কী? ২
গ. আসবাব বিন্যাসে আলিম কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. কলিমের কক্ষে আসবাব বিন্যাসের ক্ষেত্রে বন্ধুর পরামর্শটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর :

ক সবার সাথে মিত্রতাকেই সামঞ্জস্য বলে।

খ গৃহে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কারণে আসবাবসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যেন দরজা-জানালা খুলতে এবং বন্ধ করতে কোনো অসুবিধা না হয়। গৃহের অভ্যন্তরে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে না পারলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ব্যাহত হয়। তাই গৃহে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের প্রয়োজন।

গ আসবাবপত্র বিন্যাস যে শুধু ঘর সাজানোর উদ্দেশ্যে করা হয় তা নয়; সঠিকভাবে আসবাব বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করে রাখা যায়। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের আরাম ও মানসিক তৃপ্তি বাড়ে।

উদ্দীপকে আমরা দেখি, আলিম তার ছোট দুটি কক্ষ আধুনিক নকশার ডিভান, ডাইনিং টেবিল ও আয়না সংবলিত আলমারি দিয়ে সাজিয়েছেন; যা কক্ষের সাথে অত্যন্ত মানানসই হয়েছে। এক্ষেত্রে আলিম আসবাব বিন্যাসের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেছেন সেগুলো হলো– প্রয়োজনীয় আসবাব বিন্যাস, ব্যবহারিক সুবিধা, কাজ অনুযায়ী আসবাব বিন্যাস, আলো-বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা, দেয়াল ঘেঁষে আসবাব বিন্যাস না করা, গৃহসজ্জায় নতুনত্ব সৃষ্টি প্রভৃতি। সর্বোপরি তিনি শিল্পরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে শিল্প সৃষ্টির মূলনীতি যথা– সমানুপাত, সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, ছন্দ এবং প্রাধান্য বজায় রেখেছেন। আলিমের বাসাটি যেহেতু অত বড় না, তাই তিনি কোনো অতিরিক্ত আসবাব রাখেননি। তিনি কক্ষের ব্যবহার অনুযায়ী আধুনিক নকশার আসবাবে গৃহকে সজ্জিত করেছেন। পরিশেষে বলা যায়, আলিম আসবাব বিন্যাসের নিয়মগুলো যথাযথ অনুসরণ করেছেন।

ঘ কলিমের কক্ষে আসবাব বিন্যাসের ক্ষেত্রে বন্ধুর পরামর্শটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।

গৃহকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা। এক্ষেত্রে দামি আসবাবের প্রয়োজন নেই। সামর্থ্য অনুযায়ী কম দামি জিনিস দিয়েও গৃহসজ্জা করে রুচি ও শিল্পী মনের পরিচয় দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে আসবাব বিন্যাসে কতিপয় নিয়ম মেনে চলতে হয়। অন্যথায় কক্ষের সৌন্দর্য ব্যাহত হয়। উদ্দীপকে কলিমের কক্ষের ক্ষেত্রে অনুরূপ অবস্থা লক্ষ করা যায়। সে তার ছোট দুটি কক্ষ দামি ও বড় খাট, ওয়ারড্রোব, আলমারি, সোফাসেট ও ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি দিয়ে সাজিয়েছে। ফলে কক্ষটি সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তার বন্ধু তাকে সঠিকভাবে আসবাবপত্র বিন্যাসের পরামর্শ দেন। কেননা আসবাব বিন্যাস সঠিক না হলে কক্ষের সৌন্দর্য বজায় থাকে না। কক্ষের স্থান সংকুচিত হওয়ায় চলাচলের অসুবিধা সৃষ্টি হয় এবং ঘরে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। ফলে ঘরের পরিবেশ মনোরম ও আরামদায়ক হয় না। সঠিকভাবে আসবাব বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করে রাখা হয়। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের আরাম ও মানসিক তৃপ্তি বাড়ে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, কলিমের বন্ধুর পরামর্শটি যথার্থ।

প্রশ্ন ৬ ▸ রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল, দিনাজপুর ও ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২০

সৌন্দর্যপিপাসু মিলার বসার ঘরে প্রবেশ করলে সবার আগে দৃষ্টি আটকে যায় তার সেন্টার টেবিলে সাজানো ফুলদানিতে। আবার শোবার ঘরে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, দেয়ালের নীল রঙের সাথে মিল রেখে সে হালকা নীল রঙের পর্দা টানিয়েছে। ফলে তার শোবার ঘরে ঢুকলেই শীতল ভাব অনুভূত হয়।

ক. আত্মসংযম কাকে বলে? ১
খ. গৃহের সদস্যদের স্বাস্থ্যরক্ষায় কোন ধরনের আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিলার বসার ঘরে কক্ষসজ্জার কোন শিল্পনীতিটি প্রয়োগ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মিলার শোবার ঘরে যে উপকরণটি ব্যবহৃত হয়েছে তা গৃহের শীতলতা আনয়নে কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর :

ক পারিবারিক সংকটকালে নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই আত্মসংযম।

খ আলো, উত্তাপ এবং জীবাণুনাশক শক্তির অফুরন্ত উৎস হলো সূর্য। সূর্যের আলো অন্ধকার দূর করে। উত্তাপ রোগ জীবাণু ধ্বংস করে আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। অন্যদিকে বায়ুর অক্সিজেন আমাদের দেহ কোষকে বাঁচিয়ে রাখে। আর স্বাস্থ্যের ওপর বায়ুর প্রভাব খুব বেশি। তাই গৃহে যাতে সূর্যকিরণ এবং বায়ু সহজেই প্রবেশ করতে পারে সেজন্য গৃহের অবস্থান দক্ষিণ অথবা পূর্বমুখী হলে ভালো হয়।

গ উদ্দীপকে মিলার বসার ঘরে কক্ষসজ্জার অন্যতম শিল্পনীতি 'প্রাধান্য' প্রয়োগ করা হয়েছে।

আসবাব বিন্যাসের অন্যতম নীতি হলো প্রাধান্য। গৃহের শিল্পরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টিতে এর ভূমিকা অতুলনীয়। প্রাধান্য বলতে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুকে বোঝায়। বসার ঘরে সুদৃশ্য সেন্টার টেবিলে ফুলদানিতে তাজা ফুলের সমারোহ, খাবার ঘরে টেবিলে বিভিন্ন ফলের সমারোহ, শোবার ঘরে সুদৃশ্য আসবাব বা কার্পেট ইত্যাদি দিয়ে ঘর সাজিয়ে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, সৌন্দর্যপিপাসু মিলার বসার ঘরে প্রবেশ করলে সবার আগে দৃষ্টি আটকে যায় তার সেন্টার টেবিলের সাজানো ফুলদানিতে। এক্ষেত্রে তিনি ফুলদানিটিকে প্রাধান্য দিয়ে এমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে টেবিলে রেখেছেন যেন গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সুতরাং বলা যায়, মিলা গৃহসজ্জায় প্রাধান্য শিল্পনীতিটির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকের মিলা তার শোবার ঘরে দেয়ালের নীল রঙের সাথে মিল রেখে হালকা নীল রঙের পর্দা টানিয়েছেন; যা গৃহের শীতলতা আনয়নে যথেষ্ট সহায়ক বলে আমি মনে করি।

পর্দা হচ্ছে দরজা, জানালার আচ্ছাদন। এটি গৃহসজ্জাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রুচিশীলতার পরিচয় দেয়। পর্দা ঘরের আব্রু রক্ষা করে; ঘরে শীতলভাব আনে; ধুলাবালি থেকে কক্ষকে রক্ষা করে এবং কক্ষের শিল্পরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। উদ্দীপকে দেখা যায়, সৌন্দর্যপিপাসু মিলা তার শোবার ঘরে হালকা নীল রঙের পর্দা টানিয়েছেন। এতে তার শোবার ঘরে ঢুকলেই শীতল ভাব অনুভূত হয়। আমরা জানি, নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলো শীতল বা স্নিগ্ধ রং নামে পরিচিত। এ রং আপাতত দৃষ্টিতে পরিবেশে শান্তভাব আনে। তাছাড়া আমাদের দেশ যেহেতু গ্রীষ্মপ্রধান, তাই হালকা রঙের পর্দাই আমাদের জন্য উপযোগী। এতে ঘরে শীতলতার সৃষ্টি হয়। ফলে ঘরে ঢুকলেই প্রশান্তি আসে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গৃহে শীতলতা আনয়নে পর্দার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

প্রশ্ন ৭ ▶ যশোর বোর্ড ২০১৯

সরকারি কর্মকর্তা রাকিব ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে বদলি হন। তার সরকারি বাসায় আসবাবপত্র যথাস্থানে রাখতে কোনো সমস্যা হয়নি। তিনি তার গৃহকে আকর্ষণীয় করতে দেয়াল সজ্জা, পুষ্পবিন্যাস করেন এবং নতুন কিছু আসবাব কিনে আনেন।

ক. সামঞ্জস্য কাকে বলে? ১

খ. সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. রাকিব গৃহের আসবাবপত্র বিন্যাসের ক্ষেত্রে কী কী নিয়ম অনুসরণ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাকিব গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেন? বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর :

ক আসবাব বিন্যাসে সবার সাথে সবার মিত্রতাকে সামঞ্জস্য বলে।

খ সুস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য গৃহের পরিবেশ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। জন্মের পর থেকে জীবনের শেষ অবধি গৃহ পরিবেশেই আমরা বসবাস করি। তাই ব্যক্তি জীবনে গৃহ পরিবেশের প্রভাব অনেক। ময়লা, ধুলা পড়া আসবাব ঘরের সৌন্দর্য নষ্ট করে। যত্নের অভাবে আসবাবের স্থায়িত্ব হ্রাস পায়, মাকড়সার জাল, পিঁপড়া, পোকার উপদ্রব হয় এবং রোগজীবাণু ছড়ায়। ধুলা থেকে সর্দি, কাশি হয়। আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

গ উদ্দীপকের রাকিব গৃহের আসবাবপত্র বিন্যাসের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নিয়ম অনুসরণ করেন।

উদ্দীপকের রাকিব তার গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করে রাখেন। যেহেতু রাকিব সরকারি কর্মকর্তা এবং চাকরির প্রয়োজনে তাকে নানা জায়গায় অস্থায়ীভাবে বসবাস করতে হয়, সেকারণে তিনি নিজেদের চাহিদা মেটানোর উপযোগী হালকা ও যুগোপযোগী আসবাবপত্র ব্যবহার করেন। কারণ আসবাব বিন্যাসের প্রথমেই মনে রাখা প্রয়োজন, কোনো ঘরেই অতিরিক্ত আসবাব রাখতে নেই। ঘরের মধ্যে একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচলে মৌলিক অসুবিধা না হয়। আসবাব বিন্যাসের সময় রাকিব সেদিকেও লক্ষ রেখেছেন। যে কক্ষে যে যে কাজ সম্পন্ন হয় তার সাথে সম্পর্কযুক্ত আসবাব স্থাপন করেছেন। গৃহের অভ্যন্তরে যেন পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে সে ব্যবস্থাও তিনি রেখেছেন। তিনি দেয়াল সজ্জা, পুষ্পবিন্যাস করেন এবং নতুন কিছু আসবাবে গৃহকে সজ্জিত করেন। এছাড়া তিনি তার গৃহের শিল্পরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টির লক্ষ্যে সমানুপাত, সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, ছন্দ এবং প্রাধান্য বজায় রেখে আসবাব বিন্যাস করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের রাকিব গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য দেয়াল সজ্জা ও পুষ্পবিন্যাসের ব্যবস্থা করেন।

দেখা যাচ্ছে উদ্দীপকের রাকিব তার গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জায় চিত্রকর্মের ভূমিকা অপরিসীম। দেয়ালে একটি সুন্দর চিত্রকর্ম গৃহের আভিজাত্য ও সৌন্দর্য অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। কক্ষের কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছবি টানাতে হয়। বসার কক্ষে প্রাকৃতিক দৃশ্য, খ্যাতনামা ব্যক্তির আঁকা ছবি রাখা যায়। খাবার ঘরে খাবারের ছবি, লিভিং রুমে পারিবারিক ছবি টাঙানো যায়। পারিবারিক ছবি শয়ন ঘরে রাখা রুচিসম্মত। ছবি ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শোপিস, ফুল, লতা-পাতা, ওয়ালমেট, পাটশিল্প, লোকশিল্প উপকরণ দিয়েও দেয়াল সজ্জা করা যায়। পুষ্পবিন্যাস গৃহসজ্জার আরেকটি অন্যতম প্রধান অংশ। পুষ্পবিন্যাসের সময় খেয়াল রাখতে হবে ফুলের রংটি যেন সবাইকে আকর্ষণ করে। পুষ্পবিন্যাসে শিল্পনীতি অনুসরণ করলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। বসার ঘরে সুদৃশ্য সেন্টার টেবিলের ফুলদানিতে একগুচ্ছ ফুলের সমরোহ গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি করে গৃহকে অপরূপে সৌন্দর্যে সাজিয়ে তোলে। ফুলদানির আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুষ্পবিন্যাস করতে হয়; যেমনটি উদ্দীপকের রাকিব করেছেন। সুতরাং বলা যায়, উপরিউক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে রাকিব গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি করেন।

প্রশ্ন ৮ ▶ যশোর বোর্ড ২০১৯

সৌন্দর্য সচেতন শাকিলা তার বসার ঘরে দেয়ালের রং এবং মেঝের আচ্ছাদনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্দা নির্বাচন করেছেন। তার ঘরে ঢুকলেই প্রশান্তি আসে। শাকিলা তার খাবার ঘরটিকেও সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখেছেন, যা কিনা আনন্দঘন পরিবেশে খাদ্য গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।

ক. আসবাবের উপযোগিতা কাকে বলে? ১

খ. আসবাব বিন্যাসের ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শাকিলার খাবার ঘর সাজানোর পদ্ধতি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "রুচিশীল পর্দা নির্বাচনই শাকিলার ঘরের নান্দনিকতার বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল"।— উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর :

ক আসবাবের উপযোগিতা হচ্ছে তার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা।

খ আসবাব বিন্যাসের ভারসাম্য বলতে ঘরে সমানভাবে আসবাব সংস্থাপন করাকে বোঝায়। আসবাবপত্র বিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। কক্ষের একদিকের সঙ্গে অন্যদিকের আসবাবপত্রের, মাঝখানের আসবাবপত্রের কর্নারের আসবাবপত্রের মধ্যে ভারসাম্য রাখতে হবে। ঘরের একদিকে বেশি আবার অন্যদিকে কম আসবাব সংস্থাপন করলে ভারসাম্য রক্ষা হয় না। ফলে আসবাবপত্র বিন্যাসের উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত শাকিলা তার খাবার ঘরটিকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখেছেন, যা কিনা আনন্দঘন পরিবেশে খাদ্য গ্রহণের জন্য খুবই জরুরী।

খাবার ঘর পরিবারের সদস্যদের একত্রিত হওয়ার স্থল। বাড়ির সবাই একত্রে খেতে বসলে একটা আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। খাবার ঘরে খাবার টেবিল, চেয়ার, সোফেস, মিটসেফ, ফ্রিজ, ট্রলি ইত্যাদি থাকে। টেবিল গোল, ডিম্বাকৃতির বা চারকোনা হতে পারে। খাবার টেবিলে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকতে হবে। টেবিলের মাঝখানে সমতল ফুলদানিতে ফুল এবং ঝুড়িতে বিভিন্ন ফলের সমারোহ টেবিলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। টেবিল এমনভাবে রাখতে হবে যাতে চেয়ারে বসা বা চলাচলে অসুবিধা না হয়। পানির ফিল্টার এককোনায় একটু উঁচুতে রাখতে হবে। ঘরের বড় দেয়াল ঘেঁসে এমনভাবে ফ্রিজ রাখতে হবে যেন ফ্রিজের পিছনে বাতাস চলাচলের সুবিধা থাকে।

সুতরাং বলা যায়, উপরিউক্ত পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে উদ্দীপকের সৌন্দর্য সচেতন শাকিলা তার খাবার ঘরকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

ঘ "রুচিশীল পর্দা নির্বাচনই শাকিলার ঘরের নান্দনিকতা বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল।" —উক্তিটি যথার্থ বলে আমি মনে করি।

পর্দা হচ্ছে দরজা, জানালার আচ্ছাদন। গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জায় পর্দা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পর্দা গৃহসজ্জাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে রুচিশীলতার পরিচয় দেয়। পর্দা ঘরের আব্রু রক্ষা করে; ঘরে শীতলভাব আনে; ধুলাবালি থেকে কক্ষকে রক্ষা করে এবং কক্ষের সৌন্দর্য বাড়ায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, সৌন্দর্য সচেতন শাকিলা তার ঘরের নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য দেয়ালের রং এবং মেঝের আচ্ছাদনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্দা নির্বাচন করেন। পর্দা নির্বাচনে শাকিলা আরও যেসব বিষয় বিবেচনায় রাখেন তা হলো আমাদের দেশ যেহেতু গ্রীষ্মপ্রধান তাই তিনি হালকা রঙের পর্দা নির্বাচন করেন, যা তার ঘরে শীতলতার ভাব আনে। ফলে ঘরে ঢুকলেই প্রশান্তি আসে। তাছাড়া পর্দার কাপড় এমন ব্যবহার করেছেন যাতে যত্ন নিতে সহজ হয়। সর্বোপরি বলা যায়, সৌন্দর্য সচেতন শাকিলার ঘরের নান্দনিকতা বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল হলো রুচিশীল পর্দা নির্বাচন।

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ৯ ▸ রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

শাহিনা এমনভাবে আসবাব বিন্যাস করেন যেন গৃহে চলাচলের কোনো অসুবিধা না হয়। তিনি কক্ষের দেয়ালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্দা নির্বাচন করেন। নানারকম পুষ্পবিন্যাসের মাধ্যমে গৃহকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলেন। শাহিনা মনে করেন, দীর্ঘদিন একইরকম গৃহসজ্জায় থাকলে মানুষের মধ্যে একঘেয়েমি চলে আসে।

ক. আসবাব বিন্যাস কী? ১

খ. আসবাব নির্বাচনে জীবনযাত্রা কেন গুরুত্বপূর্ণ? ২

গ. গৃহসজ্জায় শাহিনা কী কী বিষয় প্রয়োগ করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের শাহিনার মতামতের সাথে তুমি কি একমত? যুক্তি দাও। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর :

ক গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করে রাখাই হচ্ছে আসবাব বিন্যাস।

খ পদমর্যাদা ও বিত্তের ওপর জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। সাধারণত উচ্চপদস্থ এবং উচ্চবিত্ত পরিবারের আসবাব বেশি দামি হয়। এসব পরিবারের ড্রইং রুম আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো থাকে। আবার নিম্নবিত্ত পরিবারে শয়নকক্ষের একপাশেই বসার ব্যবস্থা থাকে। অর্থাৎ আসবাব নির্বাচনে জীবনযাত্রা গুরুত্বপূর্ণ।

গ উদ্দীপকে গৃহসজ্জায় শাহিনা যে বিষয়গুলো প্রয়োগ করেছেন নিচে তা ব্যাখ্যা করা হলো—

গ্রাম কিংবা শহরে সর্বত্রই অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় সঠিকভাবে আসবাব বিন্যাসের মাধ্যমে সজ্জাকে আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করে রাখা যায়। ফলে পরিবারের সদস্যদের আরাম ও মানসিক তৃপ্তি বাড়ে। উদ্দীপকে শাহিনা এমনভাবে আসবাব বিন্যাস করেন যেন গৃহে চলাচলের কোনো অসুবিধা না হয়। তাই তিনি আসবাব বিন্যাসে শুরুতে চলাচলের সুবিধা বিষয়টি প্রয়োগ করেছে। গৃহের মধ্যে চলাচল, কাজ সম্পাদনের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে তিনি আসবাবপত্র সাজিয়েছেন। তিনি কাচের দেয়ালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্দা নির্বাচন করেছেন। কেননা পর্দা হচ্ছে দরজা, জানালার আচ্ছাদন। দেয়ালের রং, মেঝের আচ্ছাদন ও অন্যান্য আসবাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্দা নির্ধারণ করাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তারপর নানারকম পুষ্পবিন্যাসের মাধ্যমে গৃহকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। কেননা, পুষ্পবিন্যাস গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ। ফুল সাজানোর জন্য প্রয়োজন চীনামাটি, প্লাস্টিক, কাচ, বাঁশ ইত্যাদির তৈরি বিভিন্ন আকৃতির ফুলদানি বা পাত্র। শাহিনার পুষ্পবিন্যাসের মাধ্যমে গৃহকে আকর্ষণীয় করে তুলেছেন।

সুতরাং বলা যায়, গৃহসজ্জায় শাহিনা চলাচলের সুবিধা, পর্দা নির্বাচন এবং পুষ্পবিন্যাসের বিষয়গুলো প্রয়োগ করেছেন।

ঘ উদ্দীপকের শাহিনা মনে করেন দীর্ঘদিন একইরকম গৃহসজ্জায় থাকলে মানুষের মধ্যে একঘেয়েমি চলে আসছে। শাহিনার এ মতামতের সাথে আমি একমত।

গৃহকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জার প্রয়োজন হয়। আসবাবপত্র বিন্যাস কখনো স্থায়িভাবে একই জায়গায় করা উচিত নয়। এতে গৃহসজ্জায় একঘেয়ে ভাব চলে আসে। মাঝে মাঝে আসবাবপত্রের বিন্যাসে রুচির রদবদল করলে গৃহসজ্জায় নতুনত্ব আসে। বিভিন্নভাবে আমরা আসবাবপত্রের বিন্যাস করতে পারি যা গৃহসজ্জার সৌন্দর্যকে শতগুণে বাড়িয়ে দেবে। দেয়াল সজ্জায় চিত্রকর্মের ব্যবহার, ড্রেসিং টেবিল বা সাইড টেবিলের ওপর একগুচ্ছ ফুল ঘরের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলে। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রঙের হালকা বা রঙিন ফুল ব্যবহার করা যায়। কক্ষকে আকর্ষণীয় করার জন্য বড় ফুলদানিতে ফুল, একুরিয়াম, চিত্রকর্ম, খ্যাতিমান ব্যক্তির ছবি, কার্পেট ইত্যাদি রাখা যেতে পারে। ঋতুর পরিবর্তে কক্ষের দেয়ালের রং পরিবর্তনের মাধ্যমে গৃহে বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলা যায় তেমনি নতুন আবহাওয়ায় গৃহের প্রশান্তি ফিরে আসে। শীতকালে খাবার টেবিল ও ঘরে যেন পর্যাপ্ত সূর্যের আলো আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। শীতকালে ভারী পর্দা উষ্ণতা এবং গ্রীষ্মকালে সুতি পর্দা গৃহে শীতলতা ফিরিয়ে আনে। উদ্দীপকে দেখা যায়, সুজানা গৃহসজ্জায় একঘেয়েমি দূর করতে মাঝে মধ্যে গৃহসজ্জা পরিবর্তন করেন।

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, দীর্ঘদিন একইরকম গৃহসজ্জায় থাকলে মানুষের মধ্যে একঘেয়েমি চলে আসে।

প্রশ্ন ১০ ▶ বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

আনিকার বাসাটা রুচিসম্মত আসবাবে সাজানো। তার বসার ঘরে প্রবেশ করলে প্রথমেই চোখে পড়ে দেয়ালে টাঙানো পেইন্টিং-এর উপর। আবার শোবার ঘরে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, দেয়ালের নীল রঙের সাথে মিল রেখে সে বেড কভার ও পর্দার রং নির্বাচন করেছে। ফলে তার শোবার ঘরে প্রবেশ করলেই শীতল ভাব অনুভূত হয়।

ক. সামাজিকতা রক্ষার কেন্দ্রস্থল কোনটি? ১

খ. গৃহে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা কেন প্রয়োজন? ২

গ. আনিকার বসার ঘরে কোন শিল্পনীতি প্রয়োগ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. গৃহের শীতলতা আনয়নে আনিকার শোবার ঘরে যে রংটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর :

ক সামাজিকতা রক্ষার কেন্দ্রস্থল হলো বসার ঘর।

খ মানুষ সৌন্দর্যের পূজারি। গৃহকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য মানুষের প্রয়োজন হয় গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা। এছাড়া পরিবার গৃহসজ্জার মাধ্যমে জীবনযাপনের মান উন্নয়ন করে মানসিক তৃপ্তি লাভ করে। আর গৃহের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে কেন্দ্র করেই সামাজিক উন্নতির বিকাশ ঘটে। তাই গৃহকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য গৃহে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা একান্ত প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে আনিকার বসার ঘরে কক্ষসজ্জার অন্যতম শিল্পনীতি 'প্রাধান্য' প্রয়োগ করা হয়েছে।

আসবাব বিন্যাসের অন্যতম নীতি হলো প্রাধান্য। গৃহের শিল্পরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টিতে এর ভূমিকা অতুলনীয়। প্রাধান্য বলতে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুকে বোঝায়। বসার ঘরে সুদৃশ্য সেন্টার টেবিলে ফুলদানিতে তাজা ফুলের সমারোহ, খাবার ঘরে টেবিলে বিভিন্ন ফলের সমারোহ, শোবার ঘরে সুদৃশ্য আসবাব বা কার্পেট ইত্যাদি দিয়ে ঘর সাজিয়ে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যায়। উদ্দীপকে দেখা যায়, সৌন্দর্যপিপাসু আনিকার বসার ঘরে প্রবেশ করলে সবার আগে দৃষ্টি আটকে যায় তার দেয়ালে টাঙানো পেইন্টিং এর ওপর। এক্ষেত্রে তিনি পেইন্টিংকে প্রাধান্য দিয়ে দেয়াল এমন সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছেন যেন গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জা আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

সুতরাং বলা যায়, আনিকা গৃহসজ্জায় প্রাধান্য শিল্পনীতিটির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

ঘ উদ্দীপকের আনিকা তার শোবার ঘরে দেয়ালের নীল রঙের সাথে মিল রেখে সে বেড কভার ও পর্দার রং নির্বাচন করেছে; যা গৃহের শীতলতা আনয়নে যথেষ্ট সহায়ক বলে আমি মনে করি।

পর্দা হচ্ছে দরজা, জানালার আচ্ছাদন। এটি গৃহসজ্জাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে রুচিশীলতার পরিচয় দেয়। পর্দা ঘরের আব্রু রক্ষা করে; ঘরে শীতলভাব আনে; ধুলাবালি থেকে কক্ষকে রক্ষা করে এবং কক্ষের শিল্পরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করে অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয় করে তোলে। উদ্দীপকে দেখা যায়, সৌন্দর্যপিপাসু আনিকা তার শোবার ঘরে নীল রঙের সাথে মিল রেখে সে বেড কভার ও পর্দার রং নির্বাচন করেছে। এতে তার শোবার ঘরে ঢুকলেই শীতল ভাব অনুভূত হয়। আমরা জানি, নীল এবং নীলের মিশ্রণে উৎপন্ন রংগুলো শীতল বা স্নিগ্ধ রং নামে পরিচিত। এ রং আপাতত দৃষ্টিতে পরিবেশে শান্তভাব আনে। তাছাড়া আমাদের দেশ যেহেতু গ্রীষ্মপ্রধান, তাই হালকা রঙের পর্দাই আমাদের জন্য উপযোগী। এতে ঘরে শীতলতার সৃষ্টি হয়। ফলে ঘরে ঢুকলেই প্রশান্তি আসে। সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, গৃহে শীতলতা আনয়নে আনিকার শোবার ঘরে যে রংটি ব্যবহৃত হয়েছে তা সম্পূর্ণ যৌক্তিক বলে প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্ন ১১ ▶ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম

শীলা ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আসবাব বিন্যাসের পর ফুল দিয়ে ঘর সাজালেন। কিন্তু পুষ্প বিন্যাসের সঠিক নিয়ম না জানার কারণে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে তা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

ক. মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি কোনটি? ১

খ. গৃহে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে শীলা কোন বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পুষ্প বিন্যাসের সঠিক নিয়ম জানা জরুরি— সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর :

ক মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো শিল্প সৃষ্টি।

খ গৃহে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ কারণে আসবাবসমূহ এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যেন দরজা-জানালা খুলতে এবং বন্ধ করতে কোনো অসুবিধা না হয়। গৃহের অভ্যন্তরে আলো-বাতাস প্রবেশ করতে না পারলে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ব্যাহত হয়। তাই গৃহে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের প্রয়োজন।

গ উদ্দীপকে শিলা ঘর সাজাতে পুষ্পবিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্ব দিতে চেয়েছিলেন।

পুষ্পবিন্যাস গৃহসজ্জার অন্যতম প্রধান অংশ। আসবাবপত্র নির্বাচন ও বিন্যাসের পরে পুষ্পবিন্যাস গৃহে নতুন আকর্ষণ তৈরি করে। পুষ্পবিন্যাসের বিভিন্ন উপকরণ রয়েছে। যেমন— ফুল সাজানোর জন্য প্রয়োজন নানা ধরনের ফুলদানি বা পাত্র। এ পাত্রগুলো চীনামাটি, প্লাস্টিক, কাচ, বাঁশ, বিভিন্ন ধাতুর তৈরি হতে পারে। ফুলদানি বা পাত্রের আকার চ্যাপ্টা, গোলাকার, ডিম্বাকার বা চারকোনা হতে পারে। তবে পুষ্পবিন্যাসের জন্য খেয়াল রাখতে হবে গৃহে আসবাবপত্র মেঝের আচ্ছাদন, দেয়ালসজ্জা, সময় ও ঋতু ভেদে তা সঠিক কি না। কোন রং এবং কোন ফুলটি গৃহে মানানসই তাও লক্ষ রাখতে হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, শীলা তার নতুন ফ্ল্যাটে সঠিকভাবে আসবাবপত্র বিন্যাসের পরে ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য পুষ্পবিন্যাস করেন। তার পুষ্পবিন্যাসে ত্রুটি থাকায় ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি না পেয়ে বরং তা সৌন্দর্য বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তবে বিন্যাসের মাধ্যমে শিলার গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে শিলার আগ্রহ বা গুরুত্ব প্রকাশ পায়।

ঘ 'উক্ত বিষয়টি অর্থাৎ গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্যে পুষ্প বিন্যাসের সঠিক নিয়ম জানা জরুরি' — এ মন্তব্যটি সঠিক ও যৌক্তিক।

গৃহসজ্জায় নান্দনিকতা বাড়াতে পুষ্পবিন্যাস অন্যতম প্রধান একটি বিষয়। তবে পুষ্পবিন্যাসের জন্য কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। যেমন— রং, রেখা, শিল্পনীতি, পুষ্পবিন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ। পুষ্পবিন্যাসের সময় খেয়াল রাখতে হবে ফুলের রংটি যেন সবাইকে আকর্ষণ করে। এক্ষেত্রে শিল্পনীতিকে তেমনি এমনভাবে অনুসরণ হবে যেন ফুলদানির সাথে ফুলের সামঞ্জস্য বজায় থাকে। পুষ্পবিন্যাসের সময় ফুলের স্বাভাবিক ছন্দ ঠিক রাখতে হয়। অর্থাৎ গাছে যেভাবে ফুল ফুটে থাকে সেভাবে ফুলকে সাজালে ভালো হয়। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ফুলটিকে প্রাধান্য দিয়ে পুষ্পবিন্যাস করতে হয়। তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য ফুল, পাতা সাজাতে হবে। ফুলদানির চেয়ে ফুলের প্রাধান্য বেশি হবে। ফুলদানিতে যথেষ্ট পানি থাকতে হবে। খুব ভোরে বা পড়ন্ত বেলায় গাছ থেকে ডালসহ ফুল কাটলে সেটা তাজা থাকে। এছাড়া পাত্রের পানির মধ্যে চিনি মেশালে ফুল অনেক বেশি সময় ধরে তাজা থাকে।

সুতরাং গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে শিলা আসবাবপত্র নির্বাচনের পরে পুষ্পবিন্যাস ঠিকভাবে করতে পারেনি, ফলে তার গৃহের সৌন্দর্য বৃদ্ধির অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য শিলাকে পুষ্পবিন্যাসের সঠিক নিয়মটি জানা জরুরি তাহলে গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যাবে।

প্রশ্ন ১২ ▸ পটুয়াখালী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

ইভানাদের শোবার ঘরটি দক্ষিণ-পূর্বমুখী। ঘরটিতে রয়েছে খাট, আলমারি, টেবিল, ড্রেসিং টেবিল। দেয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে হালকা রং। ইভানা তার ঘরটিতে এমনভাবে আসবাব বিন্যাস করেছেন যে ঘরে ঢুকলেই শান্তির পরশ পাওয়া যায়।

ক. আসবাব কী? ১
খ. পর্দার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ইভানা কীভাবে তার শোবার ঘরটিতে আসবাব বিন্যাস করেছেন? ৩
ঘ. ইভানা ঘরের দেয়ালটিতে যে রং ব্যবহার করেছেন তার যৌক্তিকতা নির্ণয় কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর :

ক আসবাবপত্র বলতে টেবিল, চেয়ার, সোফা, খাট, ওয়ারড্রোব, আলমারি, বুকসেলফ ইত্যাদি ভারী অথচ বহনযোগ্য গৃহসজ্জা সামগ্রীকে বোঝায়।

খ পর্দা হচ্ছে দরজা, জানালার আচ্ছাদন।

দেয়ালের রং, মেঝের আচ্ছাদন ও অন্যান্য আসবাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্দা নির্বাচন করা উচিত। পর্দা ঘরের আব্রু রক্ষা করে, শীতলতার ভাব আনে, ধুলাবালি থেকে কক্ষকে রক্ষা করে এবং এর সৌন্দর্য বাড়ায়। এসব কারণে পর্দার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

গ সঠিকভাবে আসবাব বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করে রাখা হয়।

সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর মানুষ গৃহে ফিরে আসে। গৃহের শান্তিময় পরিবেশ আমাদের আরাম দেয়। তাই শোবার ঘরটিতে আসবাব বিন্যাসে যত্নবান হতে হবে। উদ্দীপকে ইভানার শোবার ঘরটিতে রয়েছে খাট, আলমারি, টেবিল, ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি আসবাবপত্র। ঘরটিতে খাটটির অবস্থান এমনভাবে রাখা হয়েছে যেন চোখে আলো না পড়ে। দেয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে হালকা রং। তিনি খাটের পাশে বই বা খবরের কাগজ রাখার জন্য একটি ছোট টেবিল রেখেছেন। পড়ার সময় পর্যাপ্ত আলো পাওয়ার জন্য একটি টেবিল ল্যাম্প রেখেছেন। তিনি দেয়ালসজ্জার জন্য চিত্রকর্ম ব্যবহার করেছেন। এছাড়া ড্রেসিং টেবিল বা সাইড টেবিলের ওপর একগুচ্ছ ফুল রেখে তিনি তার শোবার ঘরের সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তোলেন।

সুতরাং এভাবেই ইভানা তার শোবার ঘরের আসবাব বিন্যাস করেছেন।

ঘ ইভানা তার ঘরের দেয়ালটিতে যে হালকা রং ব্যবহার করেছেন তা আমি যৌক্তিক বলে মনে করি।

গৃহে রঙের অবদান সর্বজনীন। সঠিক রং নির্বাচন ঘরের সৌন্দর্য বাড়ায় এবং ঘরকে আরামদায়ক করে। ঘরের মেঝে, দেয়াল থেকে শুরু করে বিভিন্ন আসবাব, পর্দা, বাতি ইত্যাদির উপযুক্ত রং নির্বাচনের ওপর গৃহসজ্জার সাফল্য নির্ভর করে। গৃহে রং ব্যবহারে নিপুণতা আনতে হলে বিভিন্ন রঙের প্রভাব সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে।

শোবার ঘরের ক্ষেত্রে হালকা রং বেশি উপযুক্ত। নীল ও সবুজ বর্ণ স্নিগ্ধ ও হালকা। এ সকল রং ব্যবহারে ঘরে শীতল ভাব আসে। তাই নীল বা সবুজ রং অথবা এ দুই রঙের মিশ্রণ শোবার ঘরের জন্য উপযোগী। স্নিগ্ধ হওয়ায় নীল ও সবুজ রং চোখের জন্য উপযুক্ত। উদ্দীপকে ইভানাও তার শোবার ঘরে হালকা রং ব্যবহার করেছেন এ কারণে তার শোবার ঘরে স্নিগ্ধ ও শীতলভাব বিরাজ করে। সঠিকভাবে আসবাব বিন্যাস ও হালকা রং ব্যবহারের কারণে ইভানার শোবার ঘরে ঢুকলেই শান্তির পরশ পাওয়া যায়।

সুতরাং বলা যায়, ইভানার শোবার ঘরে হালকা রঙের ব্যবহার অত্যন্ত যৌক্তিক।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

প্রশ্ন ১৩ ▸ বিষয়বস্তু : আসবাবপত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো সম্পর্কে এবং গৃহসজ্জার জন্য বিবেচ্য বিষয়

সাব্বির সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি চাকরির সুবাদে ঢাকা থেকে সিলেটে বদলি হন। কিন্তু আসবাবপত্র যথাস্থানে রাখতে তার কোনো সমস্যা হয়নি। এমন কি তিনি তার গৃহকে আরও আকর্ষণীয় করতে নতুন কিছু আসবাব কিনে আনেন।

ক. আসবাবপত্র কী? ১
খ. আসবাবপত্র বিন্যাসের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সাব্বির সাহেবের গৃহের জন্য আসবাবপত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সাব্বির সাহেবের গৃহসজ্জার জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর :

ক আসবাবপত্র বলতে টেবিল, চেয়ার, সোফা, খাট, ওয়ারড্রোব, আলমারি, বুকসেলফ ইত্যাদি ভারি অথচ বহনযোগ্য গৃহসজ্জা সামগ্রীকে বোঝায়।

খ আসবাবপত্র বিন্যাস যে শুধু ঘর সাজাবার উদ্দেশ্যে করা হয় তা কিন্তু নয়। বরং সঠিকভাবে আসবাবপত্র বিন্যাসের ফলে পরিবারের সদস্যদের আরাম ও মানসিক তৃপ্তি বাড়ে। তাই আসবাব বিন্যাসের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ। যেমন—

ক. গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আকর্ষণীয় করা,
খ. গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জাকে আরামদায়ক করা ও
গ. আসবাবপত্র সুবিধাজনক করে রাখা ইত্যাদি।

গ সাব্বির সাহেবের গৃহের জন্য আসবাবপত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ যে দিকটি রয়েছে তা হলো হালকা ও রুচিশীল আসবাবপত্র নির্বাচন করা।

আমাদের মৌলিক চাহিদার মধ্যে গৃহ অন্যতম। এ গৃহকে বাসোপযোগী করার জন্য প্রয়োজন হয় আসবাবপত্রের। আর গৃহকে মনোরম ও আকর্ষণীয় করে নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন হয় গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জার। পরিবারের জীবনযাত্রার মান, অবস্থানের স্থান অর্থাৎ শহর কিংবা গ্রাম, পারিবারিক জীবন চক্রের স্তর ইত্যাদির ভিন্নতায় আসবাবের চাহিদার ধরন বদলায়। সাব্বির সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা ও শহরে অস্থায়ী বসবাসকারী। চাকরির প্রয়োজনে তাকে নানা জায়গায় হালকা ও যুগোপযোগী আসবাবপত্র ব্যবহার করা উচিত। তাছাড়া একস্থান থেকে অন্যস্থানে বহন করতে যাতে অসুবিধা না হয় সেজন্য হালকা ও রুচিশীল আসবাবপত্র ব্যবহার করা উচিত। কারণ এ ধরনের আসবাবপত্র খুব সহজেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে বহন করা যায়।

পরিশেষে আমি মনে করি, আসবাবপত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত দিকগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ঘ সাব্বির সাহেবের গৃহসজ্জায় আসবাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো নিচে বিশ্লেষণ করা হলো—

১. **প্রয়োজনীয়তা :** আসবাব ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথমেই দেখতে হবে আসলে আসবাবটির প্রয়োজনীয়তা আছে কি না।
২. **পরিবারের আয় :** পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করতে হবে। আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করলে তা সমাজেও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়।
৩. **আসবাবের মূল্য :** আসবাবের মূল্য নির্ভর করে উপকরণের ওপর।

৪. **উপযোগিতা :** আসবাবের উপযোগিতা হচ্ছে তার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা। বয়স, ব্যক্তি, সময়, চাহিদা, পরিবেশ, প্রয়োজন, আরাম অনুযায়ী চাহিদা মেটানোই হচ্ছে আসবাবের উপযোগিতা।

৫. **রুচি, পছন্দ ও নকশা :** আসবাব নির্বাচনে পরিবারের সদস্যদের রুচি ও পছন্দ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আসবাবের নকশা রুচিসম্মত হতে হবে। এক্ষেত্রে যুগোপযোগী, আরামদায়ক ও শিল্পসম্মত নকশাই বেশি গ্রহণযোগ্য।

৬. **স্থায়িত্ব, নমনীয়তা ও যত্ন :** আসবাবের স্থায়িত্ব নির্ভর করে উপকরণ ও নির্মাণের ওপর। নমনীয়তা হলো একটি আসবাবের বহুবিধ ব্যবহার। আবার আসবাব নির্বাচনের ক্ষেত্রে যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা চিন্তা করতে হবে।

৭. **চাকরির প্রকৃতি:** বদলির চাকরি হলে আসবাব হালকা এবং কেবল দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায় এমন আসবাবই নির্বাচন করতে হবে।

৮. **কক্ষের আয়তন ও আকার :** কক্ষের আয়তন ও আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করলে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়, সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

সাব্বির সাহেব চাকরির সুবাদে বিভিন্ন জায়গায় বদলি হন। তাই হালকা ও যুগোপযোগী আসবাব ক্রয় করেন। ফলে একদিকে যেমন তার গৃহের সৌন্দর্য বজায় থাকে তেমনি বহন করাও সহজ হয়।

প্রশ্ন ১৪ ▸ বিষয়বস্তু : গৃহে আসবাব বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা

নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

চিত্র : ১নং

চিত্র : ২নং

ক. আসবাব বিন্যাস কী? ১

খ. আসবাব বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ১নং চিত্রে যে নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ২নং চিত্রের আলোকে প্রয়োজনীয় আসবাব বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হয় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর :

ক কক্ষের ব্যবহার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আসবাব যথাস্থানে রাখা ও পরিপূর্ণ সুন্দর্য বর্ধন করাই হলো আসবাব বিন্যাস।

খ আসবাব নির্বাচনের পরবর্তী কাজ হলো সঠিকভাবে তা বিন্যাস করা। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের আরাম ও মানসিক তৃপ্তি বাড়ে। গ্রাম বা শহর সর্বত্রই অভ্যন্তরীণ গৃহসজ্জায় আসবাব বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা আছে। যেমন– কক্ষের ব্যবহার অনুযায়ী প্রয়োজনীয় আসবাব রাখতে হবে, বাসগৃহের জন্য আসবাবপত্র নির্বাচনের সময় প্রথমে দেখতে হবে কক্ষটি কি কাজে ব্যবহার হবে। আর সে অনুযায়ী আসবাবপত্র নির্বাচন করতে হবে। আসবাব বিন্যাসে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন আছে।

গ উদ্দীপকের ১নং চিত্রে গৃহসজ্জার অন্যতম শিল্পনীতি 'প্রাধান্য'কে প্রয়োগ করা হয়েছে।

আসবাব বিন্যাসের ওপর গৃহসজ্জার সৌন্দর্য নির্ভর করে। এই শিল্পরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে গেলে শিল্পসৃষ্টির মূলনীতি যথা– সমানুপাত, সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, ছন্দ এবং প্রাধান্য বজায় রাখা খুবই জরুরি। উদ্দীপকের ১নং চিত্রের গৃহসজ্জায়; গাইড টেবিলের ফুলদানিতে একগুচ্ছ ফুল এবং দেয়ালের চিত্রকর্মে শিল্পনীতির অন্যতম নীতি প্রাধানের প্রয়োগ লক্ষণীয়। প্রাধান্য বলতে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুকে বোঝায়। বসার ঘরে সুদৃশ্য সেন্টার টেবিলে ফুলদানিতে তাজা ফুলের সমারোহ, খাবার ঘরে টেবিলে বিভিন্ন ফলের সমারোহ, শোবার ঘরে সুদৃশ্য আসবাব বা কার্পেট ইত্যাদি দিয়ে ঘর সাজিয়ে প্রাধান্য সৃষ্টি করা যায়; যা ঘরের সৌন্দর্যকে অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়।

সুতরাং বলা যায়, ১নং চিত্রে প্রাধান্যের প্রয়োগ স্পষ্টতই প্রতীয়মান।

ঘ উদ্দীপকের ২নং চিত্রের আলোকে প্রয়োজনীয় আসবাব বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হয় তা হলো–

১. **ব্যবহারিক সুবিধা :** আসবাবপত্র বিন্যাসের সময় আসবাবের ব্যবহারিক দিকটি বিবেচনা করতে হবে। প্রতিটি কক্ষের কাজ অনুযায়ী আসবাব সাজাতে হবে।

২. **চলাচলের সুবিধা :** গৃহের মধ্যে চলাচল, কাজ সম্পাদনের সুবিধা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে আসবাবপত্র সাজাতে হবে।

৩. **কাজ অনুযায়ী আসবাব বিন্যাস :** আসবাব সজ্জা এমন হতে হবে যেন কাজের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ যে কক্ষে যে যে কাজ সম্পন্ন হয় তার সাথে সম্পর্কযুক্ত আসবাব স্থাপন করতে হয়।

৪. **আলো-বাতাস চলাচল সুবিধা :** আসবাবপত্র এমনভাবে বিন্যাস করতে হবে যাতে দরজা-জানালা খুলতে এবং বন্ধ করতে কোনো অসুবিধা না হয়।

৫. **দেয়াল ঘেষে বিন্যাস না করা :** আসবাব বিন্যাসের সময় মনে রাখতে হবে যে, টেবিল, চেয়ার, সোফা ইত্যাদি কখনও দেয়াল ঘেষে রাখতে নেই।

৬. **গৃহসজ্জায় নতুনত্ব আনা :** আসবাবপত্র বিন্যাস কখনও স্থায়িভাবে একই জায়গায় করা উচিত নয়। মাঝে মাঝে আসবাবপত্রের বিন্যাসে রুচির রদবদল করলে গৃহসজ্জায় নতুনত্ব আসে।

৭. **শিল্পনীতির প্রয়োগ :** আসবাব বিন্যাসের ওপর গৃহসজ্জার সৌন্দর্য নির্ভর করে। এ শিল্পরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে গেলে শিল্প সৃষ্টির মূলনীতি যথা– সমানুপাত, সামঞ্জস্য, ভারসাম্য, ছন্দ এবং প্রাধান্য বজায় রাখতে হয়।

পরিশেষে বলা যায়, আসবাবপত্র বিন্যাসে উপরিউক্ত বিষয়গুলোর সঠিক প্রয়োগ গৃহসজ্জার সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়ক।

প্রশ্ন ১৫ ▸ বিষয়বস্তু : বিভিন্ন কক্ষের আসবাব বিন্যাসের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয়

নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নং

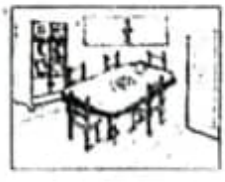

২নং

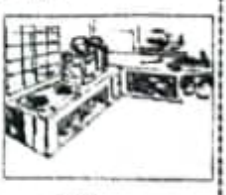

৩নং

ক. গৃহসজ্জা কী? ১

খ. আসবাবের উপযোগিতা বলতে কী বোঝ? ২

গ. বিভিন্ন কক্ষের আসবাব বিন্যাসের ক্ষেত্রে ৩নং চিত্রে কোন বিষয়গুলো লক্ষণীয় তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কাজ ও প্রয়োজন অনুযায়ী ১নং ও ২নং চিত্রের আসবাব বিন্যাস কি যথার্থ? মতামত দাও। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর :

ক আমাদের গৃহকে বাসোপযোগী করার জন্য আসবাবপত্র দ্বারা মনোরম ও আকর্ষণীয় করে নান্দনিকতা বৃদ্ধি করাই হলো গৃহের সাজসজ্জা।

ঘ আসবাবের উপযোগিতা হচ্ছে তার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা। ছোট শিশুর ব্যবহারের আসবাব তার বয়স উপযোগী হবে। খাট, চৌকি এগুলো আমাদের শয়ন কাজের চাহিদা মেটায়। আবার টুল, মোড়া, সোফা, চেয়ার এগুলো আমাদের বসার কাজের চাহিদা মেটায়। আবার আসবাব কী উপাদানের ওপর তৈরি তার ওপরও উপযোগিতা নির্ভর করে। যেমন কাঠের আসবাবের চেয়ে গদিওয়ালা আসবাবের আরাম বেশি ফলে এর উপযোগিতা বেশি। ডিভান বসা ও শোয়া দু কাজে ব্যবহৃত হয় তাই এর উপযোগিতাও বেশি।

গ বিভিন্ন কক্ষের আসবাব বিন্যাসের ক্ষেত্রে ৩নং চিত্রে যেসব বিষয়গুলো লক্ষণীয় তা নিচে ব্যাখ্যা করা হলো–

সাধারণত রান্নাঘর খাবার ঘরের পাশেই হয়ে থাকে। এতে খাদ্য পরিবেশন করতে সুবিধা হয়। চুলার স্থান জানালার পাশে হলে সহজেই ধোঁয়া বের হয়ে যায়। চুলা, গ্যাস, কেরোসিন বা মাটির হতে পারে। শহর এলাকায় গ্যাস, গ্রামাঞ্চলে লাকড়ি বা কেরোসিনের চুলা দেখা যায়। আবার অনেকেই হিটারেও রান্না করে। রান্নাঘরে পানির কল এক কোনায় রাখলে ভালো হয়। বিভিন্ন জিনিসের কৌটা রাখার জন্য সেলফ ব্যবহার করতে হয়। দা-বঁটি, ছুরি ইত্যাদি ধারালো জিনিস উঁচু জায়গায় শিশুদের নাগালের বাইরে রাখতে হবে। চুলা থেকে বেসিনের একটু দূরত্ব রাখতে হবে। কারণ এতে যেকোনো দুর্ঘটনা সহজে এড়ানো যায়। চুলার নিচে ক্যাবিনেট করে নিলে হাঁড়ি-পাতিল রাখা যায়। রান্নাঘরের ওয়ালে সিলিং পর্যন্ত ক্যাবিনেট করে নিলে অনেক জিনিস রাখা যায়। আবার ক্যাবিনেটে জিনিস রাখার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে যে, অতি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কম উঁচুতে ও হাতের নাগালে রাখা উচিত। যাতে কাজের সময় সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

ঘ আমি মনে করি, কাজ ও প্রয়োজন অনুযায়ী ১নং ও ২নং চিত্রের আসবাব বিন্যাস যথার্থ।

১নং চিত্রের আসবাব বিন্যাসের যথার্থতা : সারাদিন কর্মব্যস্ততার পর মানুষ গৃহে ফিরে আসে। গৃহের শান্তিময় পরিবেশ আমাদের আরাম দেয়। তাই শয়নকক্ষে আসবাব বিন্যাসে যত্নবান হতে হবে। শয়ন কক্ষে আসবাবপত্র বিন্যাসে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো– শয়ন কক্ষে খাট বা চৌকি, ড্রেসিং টেবিল, আলনা, আলমারি, ওয়াড্রোব ইত্যাদি আসবাব থাকে। খাট বা চৌকির অবস্থান এমনভাবে হতে হবে যাতে চোখে আলো না পড়ে। কক্ষের দেয়ালের রং হালকা হলে ভালো হয়, খাটের পাশে বই বা খবরের কাগজ রাখার জন্য ছোট টেবিল রাখা যায়, টেবিল ল্যাম্প থাকলে পড়ার সময় পর্যন্ত আলো পাওয়া যায়। দেয়াল সজ্জার জন্য চিত্রকর্ম থাকতে পারে। ড্রেসিং টেবিল বা সাইড টেবিলের উপর একগুচ্ছ ফুল রেখে দিলে ঘরের সৌন্দর্য অনেকখানি বেড়ে যায়।

২নং চিত্রের আসবাব বিন্যাসের যথার্থতা : খাবার ঘর পরিবারের সদস্যদের একত্র হওয়ার স্থল। বাড়ির সবাই একত্রে খেতে বসলে একটা আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। খাবার ঘরে আসবাব বিন্যাসে লক্ষণীয় বিষয়গুলো হলো–

খাবার ঘরে খাবার টেবিল, চেয়ার, শোকেস, মিটসেফ, ফ্রিজ, ট্রলি ইত্যাদি থাকে। টেবিল গোল, ডিম্বাকৃতির বা চার কোনাকার হতে পারে। টেবিলের উপরিভাগ ফর্মিকা, কাচ বা কাঠের হয়। খাবার টেবিলে যাতে পর্যাপ্ত আলো পরে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। টেবিলের মাঝখানে সমতল ফুলদানিতে ফুল বা ঝুড়িতে বিভিন্ন ফলের সমারোহ টেবিলের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়। টেবিল এমনভাবে রাখতে হবে যাতে চেয়ারে বসা বা চলাচলে অসুবিধা না হয়।

পানির ফিল্টার এক কোনায় একটু উঁচুতে রাখতে হবে, ঘরের দেয়াল ঘেঁষে এমনভাবে ফ্রিজ রাখতে হবে যেন ফ্রিজের পেছনে বাতাস চলাচলের সুবিধা থাকে।

প্রশ্ন ১৬ ▸ বিষয়বস্তু : গৃহের নান্দনিকতা ফিরিয়ে আনতে দেয়ালসজ্জা এবং পুষ্প বিন্যাসের ভূমিকা

ইরানীর নতুন সংসার। এ গৃহে তার আসার আগে যে আসবাব ও সাজসজ্জা ছিল তা তার একটুও পছন্দ হয় নি। তাই সে তার গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য গৃহের মেঝে, দেয়াল, পর্দা ও বিভিন্ন ধরনের পুষ্প বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের নান্দনিকতা ফিরিয়ে আনে।

ক. মেঝের আচ্ছাদন কী? ১

খ. গৃহের নান্দনিকতায় কোন পর্দার প্রয়োজন রয়েছে ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ইরানী তার গৃহের নান্দনিকতা ফিরিয়ে আনতে কী ধরনের দেয়াল সজ্জা করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ইরানীর গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে পুষ্প বিন্যাস কী ধরনের ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে কর? ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর :

ক আমাদের দেশে ঘরে মেঝে সিমেন্টের বা সিমেন্টের সাথে রং মিশিয়ে মেঝের ওপর যে প্রলেপ তৈরি করা হয় তাই হলো মেঝের আচ্ছাদন।

খ পর্দা হচ্ছে দরজা-জানালার আচ্ছাদন। গৃহের আভিজাত্যের সাথে মিল রেখে, দেয়ালের রং, মেঝের আচ্ছাদন ও অন্যান্য আসবাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্দা নির্বাচন করা উচিত। কেননা পর্দা ঘরের আব্রু রক্ষা করে, ঘরে শীতলতার ভাব আনে। ধুলাবালি থেকে কক্ষকে রক্ষা করে, কক্ষের সৌন্দর্য বাড়ায়। হালকা রঙের পর্দাই আমাদের জন্য উপযুক্ত। এতে করে ঘরের ভিতর শীতলতার সৃষ্টি হয়। তবে শীতের দিনে গাঢ় রঙের পর্দা ব্যবহার করা যায়। আর পর্দার কাপড়টি এমন হতে হবে যাতে সহজেই যত্ন নেওয়া যায়।

গ ইরানী তার গৃহের নান্দনিকতার বৃদ্ধিতে দেয়াল সজ্জায় রং, ডিজাইনে ও চিত্রকর্মে বৈচিত্র্য এনেছে।

অনেক বাড়িতেই গৃহের বিভিন্ন কক্ষে ছবি বা চিত্রকর্ম দেখা যায়। আর গৃহের অভ্যন্তরীণ সজ্জায় চিত্রকর্মের ভূমিকা অপরিসীম। খ্যাতনামা ব্যক্তির ছবি বা কোনো স্থান বা ঘটনার দৃশ্যপটের প্রতিকৃতি গৌরবের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়। আর মাতৃভূমির ছবি, প্রাকৃতিক নৈসর্গের দৃশ্য মনে প্রশান্তি বয়ে আনে। কিন্তু সব ধরনের ছবি যেকোনো কক্ষে টাঙানো যাবে না। এর কিছু নিয়ম আছে, যা সবসময় ইরানী মেনে চলে। তাই তার গৃহসজ্জা সৌন্দর্যমন্ডিত ও রুচিশীলতার পরিচয় দেয়। দেয়াল সজ্জার ক্ষেত্রে ইরানী যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেছে তা হলো– ছবি টাঙানোর স্থান নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; বড় দেয়ালে বড় ছবি বা ছোট ছোট কয়েকটি ছবি টাঙানো। ছবি দৃষ্টি বরাবর টাঙানো হয়েছে, কারণ বেশি উপরে বা নিচে টাঙালে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে না ও দৃষ্টিনন্দন হয় না। তাই কক্ষের কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছবি টাঙাতে হবে। যেমন– বসার কক্ষে খ্যাতনামা ব্যক্তি, ঐতিহাসিক স্থানের দৃশ্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, খ্যাতনামা ব্যক্তির আঁকা ছবি, খাবার ঘরে খাবারের ছবি, লিভিং রুমে পারিবারিক ছবি রাখা রুচিসম্মত। এছাড়াও শয়নকক্ষে সবুজাবৃত নৈসর্গীয় ছবি রাখা যায়, এতে চোখে ও মনে প্রশান্তি দেয়। অর্থাৎ ইরানী যেভাবে দেয়াল সজ্জা করেছে। তাতে সে গৃহে নান্দনিকতা ফিরিয়ে আনতে পেরেছে।

ঘ পুষ্প বিন্যাস ইরানীর গৃহসজ্জার অন্যতম অংশ; যা তার গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। পুষ্প বিন্যাসের মাধ্যমে ইরানী তার গৃহকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করে তোলে।

ফুল সাজানোর জন্য প্রয়োজন নানা ধরনের ফুলদানি বা পাত্র। গৃহ সজ্জায় পুষ্প বিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম মেনে চললে পুষ্প বিন্যাস যথার্থ হয়। যেমন–

রং : গৃহের পুষ্প বিন্যাসের সময় অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে ফুলের রংটি যেন সবাইকে আকর্ষণ করে; যা ইরানীর গৃহে লক্ষণীয়।

রেখা : ফুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো তার রেখা বা গড়ন। লিলি, রজনীগন্ধা ফুলের ডাটা লম্বা থাকে। তাই এগুলো লম্বা ফুলদানিতে সাজাতে হয়। আর গাঁদা, বেলি, গোলাপ এগুলো স্তূপাকারে সাজানো উচিত।

শিল্পনীতি : পুষ্প বিন্যাসে শিল্পনীতি অনুসরণ করলে সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। যেমন– ফুলদানির সাথে ফুলের সামঞ্জস্য থাকা বাঞ্ছনীয়। এছাড়া পুষ্প বিন্যাসের সময় ফুলের স্বাভাবিক ছন্দ বজায় রাখতে হয়। তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে অন্যান্য ফুল, পাতা সাজাতে হবে। ফুলদানির চেয়ে ফুলের প্রাধান্য বেশি হবে এবং ফুলদানির আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুষ্প বিন্যাস করতে হয়। পুষ্প বিন্যাসের জন্য অনেক ফুলের প্রয়োজন হয় না, দু একটা ফুলের সাথে ডাল, লতা, পাতা দিয়েও পুষ্প বিন্যাস করা যায়। পিনহোল্ডার ব্যবহার করে বাটি, প্লেটেও পুষ্প বিন্যাস করা যায়।

আর এভাবেই গৃহের নান্দনিকতায় পুষ্পবিন্যাস অন্যান্য সাধারণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ১৭ ▸ বিষয়বস্তু : গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা, গৃহে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুব্যবস্থা, রাতে কাজের ধারণা অনুসারে গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা এবং গৃহ ও গৃহের বহিরাঙ্গনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

সুমি তার গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে গৃহের আসবাবপত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেমন সুষ্ঠু পরিকল্পনা করেছে তেমনি গৃহের আসবাব ও পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় গৃহের বহিরাঙ্গনের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাই সুমির পরিবারের সকল সদস্য সবসময় সুস্থ থাকে এবং তার গৃহের পরিবেশও সবসময় মনোরম থাকে।

ক. গৃহ পরিবেশ কী? ১

খ. গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রয়োজন রয়েছে কেন? ২

গ. সুমি তার গৃহে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুব্যবস্থা ও রাতে কাজের ধরন অনুসারে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গৃহে এবং গৃহের বহিরাঙ্গনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণে সুমির মতো তোমার কী ধরনের ভূমিকা পালন করা উচিত বলে মনে কর? ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর :

ক গৃহের ভিতরে ও বাইরে সব অংশ নিয়েই গড়ে ওঠে গৃহ পরিবেশ।

খ গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রয়োজন। আমরা সবাই শিশুকাল থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত গৃহ পরিবেশেই বসবাস করি, তাই ব্যক্তিজীবনে গৃহ পরিবেশের প্রভাব অনেক। এ পরিবেশেই অবস্থান করে আমরা বিভিন্ন রকম কাজে অংশগ্রহণ করি, ফলে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ গড়ে ওঠে। আর তাই গৃহ পরিবেশটাও হওয়া দরকার পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যসম্মত এবং সুশৃঙ্খল। যেন গৃহের মানুষগুলো সুস্থ ও সুশৃঙ্খল হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

গ সুমি তার পরিবারের সুস্থ পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুব্যবস্থা ও রাতে কাজের ধরন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যেমন–

প্রাকৃতিক আলো-বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা : আলো-উত্তাপ এবং জীবাণুনাশক শক্তির অফুরন্ত উৎস হলো সূর্য। সূর্যের আলো অন্ধকার দূর করে, সূর্যের উত্তাপ রোগজীবাণু ধ্বংস করে ও আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। তাই ঘরের মধ্যে যাতে পর্যাপ্ত সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে সেদিকে লক্ষ রেখে আসবাব বিন্যাস করতে হয়। যাতে বিন্যাসিত আসবাব আলো, বাতাস, তাপ প্রবেশে বাধা সৃষ্টি না করে। বায়ুর অক্সিজেন আমাদের দেহকোষকে বাঁচিয়ে রাখে। স্বাস্থ্যের ওপর বায়ুর প্রভাব খুব বেশি, তবে গৃহে যাতে সূর্যকিরণ এবং বায়ু প্রবেশ সহজেই করতে পারে সেজন্য গৃহের অবস্থান দক্ষিণ বা পূর্বমুখী হলে ভালো হয়।

রাতে কাজের ধরন অনুযায়ী গ্রহণীয় ব্যবস্থা : রাতে কাজের ধরন অনুসারে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকলে চোখের ক্ষতি হয়। তাই সুমি পড়াশুনা, রান্নাঘরের কাজ, খাবার টেবিল ইত্যাদি জায়গায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করে। এতে অনেক ধরনের দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ঘ গৃহে এবং গৃহের বহিরাঙ্গনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণে সুমির মতো আমারও বিভিন্ন কার্যকর ভূমিকা রয়েছে বলে আমি মনে করি। গৃহকে আসবাবপত্র দিয়ে শুধু সুসজ্জিত করলেই হবে না; গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ রক্ষার কথাও চিন্তা করতে হবে।

গৃহের মধ্যে চলাফেরার ফলে মেঝে ময়লা হয়, আসবাবের ওপর ধুলাবালি জমে, আর এ ময়লা থেকে সর্দি, কাশি হয়। গৃহেই আমরা বেশি সময় থাকি, নানারকম কাজ করি, বিশ্রাম নেই। তাই প্রতিদিন ঘরের মেঝে, রান্নাঘর, গোসলখানার মেঝে ও আসবাবপত্র ধোয়ামুছা আবশ্যক। প্রতি সপ্তাহে এগুলো জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করা, দরজা, জানালার গ্রিল, কাচ, বেসিন, কাপড়-চোপড় ও বিছানার চাদর ধুয়ে পরিষ্কার করা। প্রতি মাসে দেয়াল, সিলিং, বৈদ্যুতিক পাখা পরিষ্কার, বাতিল ও অপ্রয়োজনীয় জিনিস সরিয়ে ফেলা এবং ছয়মাস পর পর বাড়িতে চুনকাম ও মেরামত করা। আর এভাবেই আমিও সুমির মতো গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে পারব।

গৃহের বহিরাঙ্গনের পরিবেশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা : সুস্থতা ও মানসিক তৃপ্তি বজায় রাখার জন্য গৃহের ভিতরের মতো এর বাইরের স্থানগুলো নিয়মিত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ঘরের চারপাশে ময়লা-আবর্জনা, খোলা নর্দমা, ঝোপঝাড় থাকলে পোকামাকড় ও মশার উপদ্রব হয়। ফলে খুব দ্রুতই মারাত্মক রোগজীবাণু ছড়িয়ে পড়ে, রোগ ছড়ায়। তাই বাড়ির আঙিনায় যাতে পানি না জমে বৃষ্টির পানি যেন সরে যায় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হয়। ময়লা, আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থান বা ডাস্টবিনে ফেলতে হবে। গৃহের চারপাশের ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে পোকামাকড় ধ্বংস করার ওষুধ স্প্রে করতে হবে। আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে, সুস্থ থাকতে হলে গৃহের ভিতর ও বাইরের সব পরিবেশকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

প্রশ্ন ১৮ ▸ বিষয়বস্তু : গৃহসজ্জায় অব্যবহৃত জিনিস ব্যবহার করে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরির পদ্ধতি

পূজা ও সন্ধ্যা দু বান্ধবী মিলে গ্রামের আরও কয়েকজন মেয়েদের নিয়ে একটি কুটির শিল্প গড়ে তুলেছে। তাদের শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে অব্যবহৃত ও ফেলে দেওয়া জিনিস তারা ব্যবহার করে। যেমন– পানি বা ড্রিঙ্কস-এর বোতল, ক্যান, টিস্যু বক্স, পুরাতন ক্যালেন্ডার, পুরাতন কাপড়, বিস্কুট, চকলেট বা চিপসের শক্ত কাগজের বক্স, কালি শেষ হয়ে যাওয়া বলপেন, ছোট হয়ে যাওয়া পেন্সিল ইত্যাদি। এগুলো দ্বারা তৈরি পুতুলের আকৃতিতে হোল্ডারসহ আরও নানা রকম সামগ্রী তারা নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবহার করে এমনকি বাজারে বিক্রিও করে।

ক. চটের ওয়াল পকেট কী? ১

খ. গৃহসজ্জায় অব্যবহৃত জিনিসের ব্যবহার বলতে কী বোঝ? ২

গ. পূজা ও সন্ধ্যা অব্যবহৃত জিনিস দিয়ে কোন ধরনের গৃহসজ্জা সামগ্রী তৈরি করে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কীভাবে পুরাতন কাপড়, কাগজ, বোর্ড/কার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করে পুতুলের আকৃতিতে হোল্ডার তৈরি করা যায়– তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর :

ক চট দিয়ে একত্রে অনেকগুলো পকেট তৈরি করা যায়, যা হুকের মাধ্যমে দেয়ালে টানিয়ে রাখা হয়। আর এটাকেই ওয়াল পকেট বলে।

খ শিল্প সৃষ্টি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। এ শিল্প সৃষ্টি করতে যেয়ে সবসময় দামি জিনিসের প্রয়োজন হয় না। বরং নিজস্ব সৃজনশীলতার মাধ্যমে গৃহের অব্যবহৃত জিনিস দিয়েও নানা ধরনের শিল্পসামগ্রী বানিয়ে প্রয়োজনে ব্যবহার করা যায়। মানুষের স্বভাবই কোনো সাধারণ জিনিস দিয়ে নিজস্ব সৃষ্টিশীলতার মাধ্যমে অসাধারণ বা ব্যবহার উপযোগী কিছু গড়ে তোলা। যেমন—চিত্রকর দা ক্যানভাসে রং তুলির পরশ বুলিয়ে তাকে অর্থবহ করে তোলে, কুমার মাটি দিয়ে নকশাদার জিনিস তৈরি করে, পরিত্যক্ত চটের বস্তা কেটে ওয়াল পকেট তৈরি করে ইত্যাদি।

গ পূজা ও সন্ধ্যা তাদের কুটির শিল্পে ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া বা অব্যবহৃত জিনিস দিয়ে নানা ধরনের গৃহসজ্জা সামগ্রী তৈরি করে। যেমন– পানি বা ড্রিঙ্কস-এর বোতল, ক্যান, টিস্যুবক্স, পুরাতন ক্যালেন্ডার, পুরাতন কাপড়, কালি শেষ হয়ে যাওয়া বলপেন, ছোট হয়ে যাওয়া পেন্সিল ইত্যাদি। তারা ফুলের টব, ফুল, পুতুল, নকশাদার শোপিস, ওয়াল পকেট, পা মোছার পাপোষ, নকশি কাঁথা, সোফার কাভার, বিছানার চাদর, দেয়াল সজ্জা, মেঝের আচ্ছাদন, টেবিল কাভার, খেলনা, হাত ব্যাগ, খবরের কাগজ দিয়ে তৈরি বসার মোড়া ইত্যাদি তারা তৈরি করে। আবার ডিমের খোসা দিয়েও বিভিন্ন ধরনের শিল্প সৃষ্টি বা শোপিস তৈরি করা যায়। ডিমের ছোট ছোট টুকরো পেপারের উপর আঠা দিয়ে আটকিয়ে শুকিয়ে গেলে তার উপর রং দিয়ে এঁকে বিভিন্ন দৃশ্য ফুটিয়ে তোলে তারা। যা ওয়াল-ম্যাট হিসেবে গৃহসজ্জার কাজে ব্যবহার করা যায়।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে এভাবে পুরাতন কাগজে, বোর্ড, কার্ড ইত্যাদি ব্যবহার করে পুতুলের আকৃতিতে হোল্ডার তৈরি করা যায়। যেমন– ক্যালেন্ডারের পাতা, শক্ত কাগজ, ফেলে দেওয়া টুকরা কাপড়, উল, পাটের দড়ি, কালো টার্সেল, লেইস, গোল টিপ, ফিতা, আইকা/গাম ইত্যাদি। ক্যালেন্ডারের শক্ত কাগজ ব্যবহার করে নিচের চিত্র অনুযায়ী (১নং) ফর্মা কেটে প্রথমে মূল কাঠামো তৈরি করে নিতে হবে। তারপর এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আঠা দিয়ে লেস লাগিয়ে ফুল বা পাটের দড়ি বা টার্সেল দিয়ে বেনী তৈরি করে। এরপর গোল টিপ দিয়ে কিংবা রং দিয়ে চোখ, নাখ, ঠোঁট এঁকে নেওয়া যায়। শক্ত কাগজের পেছনের দিকে ফিতা বা দড়ি লাগিয়ে ঝুলানোর জন্য হুকিং ব্যবস্থা করতে হবে। এভাবে সম্পূর্ণ পুতুল তৈরি হয়ে গেলে টেলিফোন সেটের পাশে, ক্লিপ-কাটা রাখার জন্য কিংবা ম্যাসেজ হোল্ডার হিসেবে দেয়ালে ঝুলিয়ে ব্যবহার করা যায়।

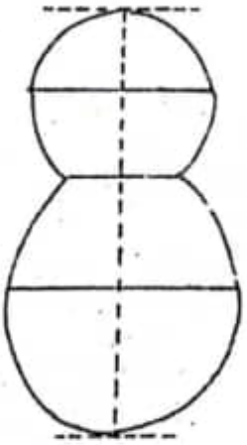

ফর্মার ছবি (১নং)

প্রস্তুত করা ম্যাসেজ হোল্ডার

অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান

সৃজনশীল, সংক্ষিপ্ত, বহুনির্বাচনি ও দক্ষতা স্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর এবং চিন্তন দক্ষতা ও মেধাবিকাশে সহায়ক

পাঠ ১ ● আসবাব নির্বাচন

কাজ ▸ তুমি তোমার পরিবারের জন্য আসবাব ক্রয় করার সময় কোন কোন বিষয় বিবেচনা করবে লেখ। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৬

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : আসবাব ক্রয় করার সময় বিভিন্ন বিষয়গুলো বিবেচনা করার উদ্দেশ্য হলো আসবাব ক্রয়ে কিছু বিষয় বিবেচনা দ্বারা গৃহকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে বসবাসের উপযোগী করে তোলা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : গৃহকে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে বসবাসের উপযোগী করে তুলতে আসবাব ক্রয় করার সময় বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ : আমার পরিবারের আসবাব ক্রয় করার জন্যে আমি যে বিষয়গুলো বিবেচনা করব তা হলো–

⇒ **প্রয়োজনীয়তা :** আসবাব ক্রয়ের আগে প্রথমেই বিবেচনা করতে হবে আসবাবটির প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা। প্রয়োজন না থাকলে হুজুগের বশে ক্রয় করলে পরে তা বেমানান মনে হয়। এছাড়া পুরাতন আসবাব যদি রং বা বার্নিস করে ব্যবহার করা যায় তাহলে নতুন আসবাব ক্রয় করে অর্থের অপচয় করা ঠিক নয়।

⇒ **পরিবারের আয় :** পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করতে হবে। আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করলে তা সমাজেও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায়। তা না হলে সমাজের চোখেও তা দৃষ্টি কটু মনে হয়।

⇒ **আসবাবের মূল্য :** আসবাবের মূল্য নির্ভর করে উপকরণের উপর। সেগুন, মেহগনি ইত্যাদি কাঠের আসবাবপত্রের দাম অনেক। আবার বেত ও প্লাস্টিকের বা রডের আসবাবের দাম তুলনামূলক কম।

⇒ **আরাম :** আসবাব নির্বাচনে আরামদায়কতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আসবাবের আয়তন, উচ্চতা, গভীরতা আরামদায়ক না হলে ব্যবহারে অসুবিধা হয়। যেমন— টেবিলের উচ্চতা যদি বেশি হয় তবে কাজের সমস্যা হয়। আবার চেয়ারে বসে যদি আরাম না পাওয়া যায় তবে কাজ করা কষ্টকর হয়।

⇒ **উপযোগিতা :** আসবাবের উপযোগিতা হচ্ছে তার চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা। ছোট শিশুর ব্যবহারের আসবাব তার বয়স উপযোগী হবে। খাট, চৌকি এগুলো আমাদের শয়ন কাজের চাহিদা মেটায়। আবার টুল, মোড়া, সোফা, চেয়ার এগুলি আমাদের বসার কাজের চাহিদ মেটায়। আবার আসবাব কি উপাদানের উপর তৈরি তার উপরও উপযোগিতা নির্ভর করে। যেমন– কাঠের আসবাবের চেয়ে গদিওয়ালা আসবাবের আরাম বেশি ফলে এর উপযোগিতা বেশি।

⇒ **রুচি ও পছন্দ :** আসবাব নির্বাচনে পরিবারের সদস্যদের রুচি ও পছন্দ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কক্ষের আকার আয়তন, মেঝে ও দেওয়ালের সাথে সামঞ্জস্য রেখে রুচিসম্মত আসবাব দিয়ে গৃহসজ্জা করলে ঘরের সৌন্দর্য্য অনেক বেড়ে যায়।

⇒ **স্থায়িত্ব :** আসবাবের স্থায়িত্ব নির্ভর করে উপকরণ ও নির্মাণ কাজের উপর। কাঁচা কাঠ দিয়ে আসবাব নির্মাণ করলে সহজেই ঘুনে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। আবার পাকা কাঠ মজবুত নির্মাণ কৌশল আসবাবের স্থায়িত্ব বাড়ায়।

⇒ **জীবনযাত্রার মান :** পদমর্যাদা ও বিত্তের উপর জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে। উচ্চ পদস্থ ও উচ্চ বিত্তের পরিবারের আসবাব বেশ দামি হয়। এইসব পরিবারের ড্রইং রুম প্রশস্থ হয় ফলে একটু জাকজমকভাবে সাজানো থাকে। আবার নিম্নবিত্তের পরিবারে শয়ন কক্ষের এক পাশেই বসার ব্যবস্থা থাকে।

⇒ **নকশা:** আসবাবের নকশা রুচিসম্মত হতে হবে। এই ক্ষেত্রে যুগোপযোগী, আরামদায়ক ও শিল্পসম্মত নকশাই বেশি গ্রহণযোগ্য। আবার নকশাটি এমন হবে যাতে পরিষ্কার করতে বেশি কষ্ট বা সময় না লাগে।

⇒ **নমনীয়তা :** নমনীয়তা হচ্ছে একটি আসবাবের বহুবিধ ব্যবহার। যেমন: ডিভান বসা ও শোয়া দুই কাজে ব্যবহৃত হয়। ডাইনিং টেবিল- খাওয়া, পড়াশোনা, আলাপ আলোচনা করার কাজে ব্যবহার করা যায়। আধুনিক যুগে গৃহের আয়তন কম থাকে তাই নমনীয়তার কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হবে।

⇒ **পরিবারের আয়:** পরিবারের আকার যদি বড় হয় তবে নমনীয় ও বহুমুখী ব্যবহার উপযোগী আসবাবের কথা চিন্তা করতে হবে।

⇒ **চাকরীর প্রকৃতি :** বদলির চাকরি হলে আসবাব হাল্কা এবং কেবল দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায় এমন আসবাবই নির্বাচন করতে হবে। বেশি আসবাব বদলির সময় বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। আসবাবও সহজে নষ্ট হয়ে যায়।

⇒ **আবহাওয়া :** আমাদের দেশে গরম ও ধুলাবালি বেশি। তাই হাল্কা ডিজাইন ও রংয়ের আসবাব বেশি উপযোগী। তবে যত্ন নেওয়া সহজ।

⇒ **যত্ন :** আসবাব নির্বাচনের সময় যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের কথা চিন্তা করতে হবে। কারণ যত্ন ও রক্ষণাবেক্ষণের উপর স্থায়িত্ব ও সৌন্দর্য্য নির্ভর করে।

⇒ **কক্ষের আয়তন ও আকার :** কক্ষের আয়তন ও আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করলে রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়।

পাঠ ২ ● আসবাব বিন্যাস

কাজ ▸ তুমি তোমার কক্ষে আসবাব বিন্যাসে কী কী বিষয় লক্ষ রাখবে লেখ। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৩৮

সমাধান :

কাজের উদ্দেশ্য : কক্ষে আসবাব বিন্যাসের উদ্দেশ্য হলো গৃহকে আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক রাখা।

কাজের প্রয়োজনীয়তা : গৃহের আকর্ষণ বৃদ্ধির জন্য যথাযথভাবে গৃহে আসবাব বিন্যাস করা প্রয়োজন।

কাজের বিবরণ: আসবাবপত্র বিন্যাস যে শুধু ঘর সাজাবার উদ্দেশ্যে করা হয়- তা নয়। সঠিকভাবে আসবাব বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের অভ্যন্তরীন সজ্জাকে আকর্ষণীয়, আরামদায়ক ও সুবিধাজনক করে রাখা হয়। এর ফলে পরিবারের সদস্যদের আরাম ও মানসিক তৃপ্তি বাড়ে। আমি আমার কক্ষের আসবাব নির্বাচনে যে যে বিষয়ে লক্ষ রাখব তা হলো–

⇒ আমার কক্ষের কাজ অনুযায়ী আসবাব সাজাব।

⇒ চলাচলে যেনো অসুবিধা না হয়, অতিরিক্ত চলাচল প্রয়োজন না হয় খেয়াল রাখব। আমার টেবিলের পাশেই বুক শেলফ রাখব।

⇒ কাজের ঐক্য অনুযায়ী আসবাব সজ্জা করব। আমার কক্ষে খাট, আলমারি, টেবিল, শেলফ রাখব।

⇒ এমনভাবে আসবাব বিন্যাস করব যেনো দরজা জানালা খুলতে অসুবিধা না হয়।

⇒ আসবাব ও দেয়াল যেনো নষ্ট না হয় তাই দেয়াল হতে সামান্য দূরে আসবাব স্থাপন করব।

⇒ কখনও স্থায়ীভাবে আসবাব বিন্যাস করব না। নতুনত্ব আনার জন্যে আসবাব বিন্যাসে রদবদল করব।

⇒ কক্ষের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে সমানুপাত, ভারসাম্য, সামঞ্জস্য, ছন্দ, প্রাধান্য ইত্যাদি শিল্পনীতি প্রয়োগ করব।

এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স
Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত
১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত
এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

▷ স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5★ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 02 (অনুশীলন অংশ) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল এবং এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৪, ৬, ৯, ১৭, ২০, ২৩, ২৬, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৩৭	৩, ৫, ৭, ১০, ১৩, ১৬, ২১, ২২, ২৪, ২৯, ৩০	৬, ১১, ১৪, ২৫, ২৮, ৩৩, ৩৪
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৩, ১৩, ১৬, ২৬	৪, ৫, ৭, ১২, ১৭, ২৫	৬, ৮, ৯, ২০
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৫, ৬, ১০, ১১, ১৮, ২০	৪, ৭, ৯, ১৭, ২৫	৮, ১২, ১৫, ২৬
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৪, ৬, ৯, ১২, ১৭	৭, ৮, ১০, ১৫, ১৬	৩, ১১, ১৪, ১৮

PART 04

যাচাই ও মূল্যায়ন
Assessment & Evaluation

অধ্যায়ের প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নব্যাংক এবং মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সংক্ষিপ্ত ও সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নব্যাংক

১। গৃহের অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা কেন প্রয়োজন?
২। আসবাব নির্বাচনের বিবেচ্য বিষয়গুলো লেখ।
৩। পরিবারের আয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাবা নির্বাচন করতে হয় কেন?
৪। আসবাব নির্বাচনে পরিবারের সদস্যদের রুচি ও পছন্দ লেখ।
৫। একটি আসবাব কীভাবে বহুবিধভাবে ব্যবহার করা যায় তা লেখ।
৬। প্রয়োজনীয় আসবাব বিন্যাস কর।
৭। আসবাব বিন্যাসে সমানুপাত কী? সংক্ষেপে লেখ।
৮। শয়নকক্ষে আসবাব বিন্যাসে যত্নবান হতে হবে কেন?
৯। অতিথির ঘর (Guest Room) কেমন হওয়া উচিত?
১০। গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি বলতে কী বোঝ? সংক্ষেপে লেখ।
১১। দেয়ালসজ্জা বলতে কী বোঝ? সংক্ষেপে লেখ।
১২। পুষ্পবিন্যাসের তিনটি নিয়ম লেখ।
১৩। কোন দিকটি লক্ষ রেখে আসবাব বিন্যাস করতে হবে?
১৪। গৃহসজ্জায় কীভাবে ডিমের খোসা ব্যবহার করা যায়?

উত্তরসূত্র : নিজে চেষ্টা কর। উত্তরের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য এ বইয়ের ১১৯–১২১ পৃষ্ঠার **সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন** অংশ দেখ।

প্রস্তুতি যাচাই উপযোগী সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক

প্রশ্ন ১ ▸ হাসান সাহেবের নতুন আসবাব কেনার শখ। তিনি পুরোনো আসবাব ব্যবহার করতে চান না। অন্যের কাছ থেকে অর্থ ধার করে তিনি নানারকম আসবাব ক্রয় করেন। আসবাবপত্র ঘরে সাজাতে গিয়ে তিনি নানা ধরনের অসুবিধায় পড়েন। এতে পরিবারের সদস্যরা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হন।

ক. আসবাবপত্র বিন্যাসের ওপর গৃহসজ্জার কী নির্ভর করে? ১
খ. গৃহে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা কেন প্রয়োজন? ২
গ. আসবাব নির্বাচনে হাসান সাহেবের কোন বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. হাসান সাহেবের আসবাব ক্রয় করাটি কি যুক্তিযুক্ত ছিল? সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরসূত্র : ১২৪ পৃষ্ঠার ১ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ২ ▸ আফ্রিদি ও সামি দুই ভাই। তাদের বাবা তাদেরকে সমান আকার ও আয়তনের দুটি করে কক্ষ দেন। আফ্রিদির আয় বেশি হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার কক্ষে আধুনিক নকশার ডিভান, ডাইনিং টেবিল ও আয়নাসংবলিত আলমারি দিয়ে সাজিয়েছেন। অপরদিকে সামি তার কক্ষে দামি ও বড় খাট, ওয়ারড্রোব, আলমারি, সোফাসেট ও ড্রেসিং টেবিল ইত্যাদি দিয়ে সাজানোর ফলে কক্ষটি সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছে। তার বন্ধু তার বাসায় বেড়াতে এলে তাকে সঠিকভাবে আসবাবপত্র বিন্যাসের পরামর্শ দেন।

ক. সামঞ্জস্য কাকে বলে? ১
খ. গৃহে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের প্রয়োজন কী? ২
গ. আসবাব বিন্যাসে আফ্রিদি কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সামির কক্ষে আসবাব বিন্যাসের ক্ষেত্রে বন্ধুর পরামর্শটি কতটুকু যুক্তিযুক্ত বলে তুমি মনে কর? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরসূত্র : ১২৬ পৃষ্ঠার ৫ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৩ ▸ সৌন্দর্য সচেতন মারিয়া তার বসার ঘরে দেয়ালের রং এবং মেঝের আচ্ছাদনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্দা নির্বাচন করেছেন। তার ঘরে ঢুকলেই প্রশান্তি আসে। মারিয়া তার খাবার ঘরটিকেও সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখেছেন, যা কিনা আনন্দঘন পরিবেশে খাদ্য গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।

ক. আসবাবের উপযোগিতা কাকে বলে? ১
খ. আসবাব বিন্যাসের ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মারিয়ার খাবার ঘর সাজানোর পদ্ধতি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "রুচিশীল পর্দা নির্বাচনই মারিয়ার ঘরের নান্দনিকতার বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল"।– উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরসূত্র : ১২৭ পৃষ্ঠার ৮ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৪ ▸ সাদিয়ার বাসাটা রুচিসম্মত আসবাবে সাজানো। তার বসার ঘরে প্রবেশ করলে প্রথমেই চোখে পড়ে দেয়ালে টাঙানো পেইন্টিং-এর উপর। আবার শোবার ঘরে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, দেয়ালের নীল রঙের সাথে মিল রেখে সে বেড কভার ও পর্দার রং নির্বাচন করেছে। ফলে তার শোবার ঘরে প্রবেশ করলেই শীতল ভাব অনুভূত হয়।

ক. সামাজিকতা রক্ষার কেন্দ্রস্থল কোনটি? ১
খ. গৃহে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা কেন প্রয়োজন? ২
গ. সাদিয়ার বসার ঘরে কোন শিল্পনীতি প্রয়োগ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গৃহের শীতলতা আনয়নে সাদিয়ার শোবার ঘরে যে রংটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

উত্তরসূত্র : ১২৯ পৃষ্ঠার ১০ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৫ ▸ ঋতুদের শোবার ঘরটি দক্ষিণ-পূর্বমুখী। ঘরটিতে রয়েছে খাট, আলমারি, টেবিল, ড্রেসিং টেবিল। দেয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে হালকা রং। ঋতু তার ঘরটিতে এমনভাবে আসবাব বিন্যাস করেছেন যে ঘরে ঢুকলেই শান্তির পরশ পাওয়া যায়।

ক. আসবাব কী? ১
খ. পর্দার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ঋতু কীভাবে তার শোবার ঘরটিতে আসবাব বিন্যাস করেছেন? ৩
ঘ. ঋতু ঘরের দেয়ালটিতে যে রং ব্যবহার করেছেন তার যৌক্তিকতা নির্ণয় কর। ৪

উত্তরসূত্র : ১৩০ পৃষ্ঠার ১২ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৬ ▸ আজিজ সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। তিনি চাকরির সুবাদে ঢাকা থেকে সিলেটে বদলি হন। কিন্তু আসবাবপত্র যথাস্থানে রাখতে তার কোনো সমস্যা হয়নি। এমন কি তিনি তার গৃহকে আরও আকর্ষণীয় করতে নতুন কিছু আসবাব কিনে আনেন।

ক. আসবাবপত্র কী? ১
খ. আসবাবপত্র বিন্যাসের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২
গ. আজিজ সাহেবের গৃহের জন্য আসবাবপত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. আজিজ সাহেবের গৃহসজ্জার জন্য বিবেচ্য বিষয়গুলো বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তরসূত্র : ১৩০ পৃষ্ঠার ১৩ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

প্রশ্ন ৭ ▸ শাপলার নতুন সংসার। এ গৃহে তার আসার আগে যে আসবাব ও সাজসজ্জা ছিল তা তার একটুও পছন্দ হয় নি। তাই সে তার গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধির জন্য গৃহের মেঝে, দেয়াল, পর্দা ও বিভিন্ন ধরনের পুষ্প বিন্যাসের মাধ্যমে গৃহের নান্দনিকতা ফিরিয়ে আনে।

ক. মেঝের আচ্ছাদন কী? ১
খ. গৃহের নান্দনিকতায় কোন পর্দার প্রয়োজন রয়েছে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শাপলা তার গৃহের নান্দনিকতা ফিরিয়ে আনতে কী ধরনের দেয়াল সজ্জা করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শাপলার গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে পুষ্প বিন্যাস কী ধরনের ভূমিকা রাখবে বলে তুমি মনে কর? ৪

উত্তরসূত্র : ১৩২ পৃষ্ঠার ১৬ নং প্রশ্নোত্তরের অনুরূপ।

অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট

গার্হস্থ্য বিজ্ঞান

সময় : ৩ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৭৫

সময়—২৫ মিনিট **বহুনির্বাচনি অভীক্ষা** (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১) মান—২৫

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. খাবার ঘরের পাশে থাকে কোন ঘর?
ক রান্নাঘর খ শোবার ঘর
গ বসার ঘর ঘ পড়ার ঘর

২. সবকিছুর সামঞ্জস্য বিন্যাসই একটি গৃহকে অপরূপ করে তোলে। বাক্যটিতে কী বোঝানো হয়েছে?
ক বিশৃঙ্খলা খ এলোমেলো
গ সৌন্দর্য ঘ অপরিচ্ছন্ন

৩. মানুষ কিসের পূজারি?
ক সৌন্দর্যের খ বিলাসিতার
গ নোংড়ামির ঘ শিল্পের

৪. খাবার ঘরে যা যা রাখা হয়—
i. চেয়ার টেবিল
ii. ফ্রিজ-ফিস্টার
iii. খাট-সোফা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৫. পিন হোল্ডার ঢেকে কোনটি করলে গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি পায়?
ক পুষ্পবিন্যাস খ মেঝে আচ্ছাদন
গ দেয়ালসজ্জা ঘ পর্দা নির্বাচন

৬. সবার সাথে সবার মিত্রতাকে বলে—
ক ছন্দ খ সামঞ্জস্য
গ ভারসাম্য ঘ সমানুপাত

৭. বদলির চাকরিজীবীদের জন্য কেমন আবাসন নির্বাচন করা উচিত?
ক হালকা খ ভারী
গ দামি ঘ টেকসই

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সামিয়া একটি বাড়ির নিচতলার ফ্ল্যাটে থাকে। বাড়িটির পিছনের অংশে ঝোপঝাড় ও গাছপালায় ভরা। তার বাসার পরিবেশ খুব স্যাঁতসেঁতে ও নোংরা। প্রায়ই তার মেয়ে সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত হয়।

৮. উদ্দীপকে উল্লিখিত বাড়িটির যে ধরনের সমস্যা রয়েছে—
i. পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের অভাব
ii. বাড়ির চারপাশ অপরিচ্ছন্ন
iii. রোগ-জীবাণুমুক্ত পরিবেশ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. মেয়ের শারীরিক সুস্থতা রক্ষায় সামিয়ার করণীয় কী?
ক ঘরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা
খ গৃহসজ্জার ব্যবস্থা করা
গ গৃহ পরিষ্কার রাখা
ঘ মেয়েকে নিয়ে বেড়াতে যাওয়া

১০. গৃহের আসবাবের মূল্য কোনটির ওপর নির্ভর করে?
ক স্থায়িত্ব খ উপকরণ
গ আরাম ঘ নকশা

১১. আসবাবপত্রের চাহিদা মেটানোর ক্ষমতাকে কী বলে?
ক প্রজনন খ নমনীয়তা
গ উপযোগিতা ঘ সক্ষমতা

১২. আসবাবের মূল্য নির্ভর করে কিসের ওপর?
ক উপকরণ খ আরাম
গ রুচি ঘ স্থায়িত্ব

১৩. গৃহসজ্জায় নান্দনিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শিল্পের কোন নীতি?
ক সমানুপাত খ সামঞ্জস্য
গ ভারসাম্য ঘ ছন্দ

১৪. সূর্য কিরণ ও বায়ু প্রবেশের জন্য গৃহের অবস্থান হওয়া উচিত—
i. পূর্বমুখী
ii. দক্ষিণমুখী
iii. পশ্চিমমুখী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও iii খ i ও ii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৫. কোনটি জীবাণুনাশক শক্তির অফুরন্ত উৎস?
ক সূর্য খ চন্দ্র
গ গ্রহ ঘ নক্ষত্র

১৬. আসবাবপত্রের চাহিদার ধরন বদলানোর কারণ হলো—
ক সামাজিক স্তরের জন্য
খ ধর্মীয় স্তরের জন্য
গ শিক্ষার স্তরের জন্য
ঘ জীবনচক্রের স্তরের জন্য

১৭. শৌখিন ও আধুনিক মডেলের আসবাব ব্যবহারের প্রবণতা দেখা যায় কোথায়?
ক গ্রামে খ নগরে
গ শহরে ঘ পল্লিতে

১৮. কাঁচা কাঠ দিয়ে আসবাব নির্মাণ করলে যা হয়—
ক সহজে ঘুনে ধরে না
খ সহজে ঘুনে ধরে
গ সহজে নষ্ট হয় না
ঘ সহজে ভাঙে না

১৯. বুকসেলফ রাখতে হবে কোথায়?
ক পড়ার টেবিলের পাশে
খ খাটের পাশে
গ আলমারির পাশে
ঘ ডাইনিং টেবিলের পাশে

২০. গ্রামাঞ্চলে ভারী কাঠের আসবাবপত্র দেখা যাওয়ার কারণ—
i. স্থায়ী আসবাবপত্র বলে
ii. আয়তনবিশিষ্ট বলে
iii. দেখতে সুন্দর বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২১. পারিবারিক ছবি টানানো হয় কোন রুমে?
ক বসার রুমে খ পড়ার রুমে
গ লিভিং রুমে ঘ খেলার রুমে

২২. মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি কোনটি?
ক খাওয়া খ খেলাধুলা করা
গ আসবাবপত্র বানানো ঘ শিল্প সৃষ্টি

২৩. পর্দা ঘরে শীতলতার ভাব আনে। বাক্যটিতে প্রকাশ পেয়েছে—
ক পর্দার উপকারিতা খ পর্দার অপকারিতা
গ পর্দার বৈশিষ্ট্য ঘ পর্দার গুরুত্ব

■ নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রাসেল তার শহরের বন্ধু সোহেলের বাসায় বেড়াতে এসে দেখে তাদের বাসায় আসবাবপত্র প্লাইউড ও পারটেক্স দিয়ে তৈরি। কিন্তু রাসেলের বাড়ির আসবাবপত্র কাঁঠাল, আম ও কড়াই কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে।

২৪. রাসেল ও তার বন্ধু সোহেলের বাসায় আসবাবপত্র ভিন্ন হওয়ার কারণ কী?
ক অর্থনৈতিক স্তরের জন্য
খ ধর্মীয় স্তরের জন্য
গ শিক্ষার স্তরের জন্য
ঘ জীবনচক্রের স্তরের জন্য

২৫. রাসেলের বাসায় ভারী কাঠের আসবাবপত্র দেখা যাওয়ার কারণ—
i. স্থায়ী আসবাবপত্র বলে
ii. দেখতে সুন্দর বলে
iii. আয়তন বিশিষ্ট বলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

উত্তরমালা ▸ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	ক	২	গ	৩	ক	৪	ক	৫	ক	৬	খ	৭	ক	৮	ক	৯	গ	১০	খ	১১	গ	১২	ক	১৩	ঘ
১৪	ক	১৫	ক	১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	ক	২০	ক	২১	গ	২২	খ	২৩	ক	২৪	ঘ	২৫	ক		

সময়—২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন) মান—৫০

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২ × ৫ = ১০

১। আসবাব নির্বাচন বলতে কী বোঝ? সংক্ষেপে লেখ।
২। জীবনযাত্রার মান কীসের ওপর নির্ভর করে ব্যাখ্যা কর।
৩। প্রয়োজনীয় আসবাব বিন্যাস কর।
৪। শয়নকক্ষে আসবাব বিন্যাসে যত্নবান হতে হবে কেন?
৫। গৃহের নান্দনিকতা বৃদ্ধি বলতে কী বোঝ? সংক্ষেপে লেখ।
৬। গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণ বলতে কী বোঝ? সংক্ষেপে লেখ।
৭। নিজের সৃজনশীলতা তুলে ধরা যায় কীভাবে?

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

যেকোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ৪ = ৪০

১। রহমান সাহেব একজন রুচিশীল মানুষ। তিনি তার টাইলস করা বসার কক্ষের একটি ছোট কার্পেট মেঝের রঙের সাথে মিল করে বিছিয়েছেন, যা কক্ষটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। অপরদিকে, তার পরিবারের সদস্যরা সারাদিনের কর্মব্যস্ততা শেষে সন্ধ্যার পর সবাই একটি কক্ষে মিলিত হয়ে তাদের প্রয়োজনীয় আলাপ-আলোচনা ও খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বিশ্রামের জন্য চলে যায়।
ক. উপযোগ কী? ১
খ. পরিবারের কিসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আসবাব নির্বাচন করতে হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রহমান সাহেবের বসার কক্ষের নান্দনিকতা বৃদ্ধিতে কোন বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পরিবারের সদস্যদের একত্রিত হওয়ার স্থানটিকে কেমনভাবে সাজানো উচিত বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

২। সৌন্দর্যপিপাসু মিলার বসার ঘরে প্রবেশ করলে সবার আগে দৃষ্টি আটকে যায় তার সেন্টার টেবিলে সাজানো ফুলদানিতে। আবার শোবার ঘরে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, দেয়ালের নীল রঙের সাথে মিল রেখে সে হালকা নীল রঙের পর্দা টানিয়েছে। ফলে তার শোবার ঘরে ঢুকলেই শীতল ভাব অনুভূত হয়।
ক. আত্মসংযম কাকে বলে? ১
খ. গৃহের সদস্যদের স্বাস্থ্যরক্ষায় কোন ধরনের আলো-বাতাসের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মিলার বসার ঘরে কক্ষসজ্জার কোন শিল্পনীতিটি প্রয়োগ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মিলার শোবার ঘরে যে উপকরণটি ব্যবহৃত হয়েছে তা গৃহের শীতলতা আনয়নে কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩। সৌন্দর্য সচেতন শাকিলা তার বসার ঘরে দেয়ালের রং এবং মেঝের আচ্ছাদনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পর্দা নির্বাচন করেছেন। তার ঘরে ঢুকলেই প্রশান্তি আসে। শাকিলা তার খাবার ঘরটিকেও সুন্দরভাবে গুছিয়ে রেখেছেন, যা কিনা আনন্দঘন পরিবেশে খাদ্য গ্রহণের জন্য যথেষ্ট।
ক. আসবাবের উপযোগিতা কাকে বলে? ১
খ. আসবাব বিন্যাসের ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শাকিলার খাবার ঘর সাজানোর পদ্ধতি উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "রুচিশীল পর্দা নির্বাচনই শাকিলার ঘরের নান্দনিকতার বৃদ্ধির অন্যতম কৌশল"।— উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। আনিকার বাসাটা রুচিসম্মত আসবাবে সাজানো। তার বসার ঘরে প্রবেশ করলে প্রথমেই চোখে পড়ে দেয়ালে টাঙানো পেইন্টিং-এর উপর। আবার শোবার ঘরে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, দেয়ালের নীল রঙের সাথে মিল রেখে সে বেড কভার ও পর্দার রং নির্বাচন করেছে। ফলে তার শোবার ঘরে প্রবেশ করলেই শীতল ভাব অনুভূত হয়।
ক. সামাজিকতা রক্ষার কেন্দ্রস্থল কোনটি? ১
খ. গৃহে অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা কেন প্রয়োজন? ২
গ. আনিকার বসার ঘরে কোন শিল্পনীতি প্রয়োগ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. গৃহের শীতলতা আনয়নে আনিকার শোবার ঘরে যে রংটি ব্যবহৃত হয়েছে, তা কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৫। ইভানাদের শোবার ঘরটি দক্ষিণ-পূর্বমুখী। ঘরটিতে রয়েছে খাট, আলমারি, টেবিল, ড্রেসিং টেবিল। দেয়ালে ব্যবহার করা হয়েছে হালকা রং। ইভানা তার ঘরটিতে এমনভাবে আসবাব বিন্যাস করেছেন যে ঘরে ঢুকলেই শান্তির পরশ পাওয়া যায়।
ক. আসবাব কী? ১
খ. পর্দার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ইভানা কীভাবে তার শোবার ঘরটিতে আসবাব বিন্যাস করেছেন? ৩
ঘ. ইভানা ঘরের দেয়ালটিতে যে রং ব্যবহার করেছেন তার যৌক্তিকতা নির্ণয় কর। ৪

৬। নিচের চিত্রগুলো লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

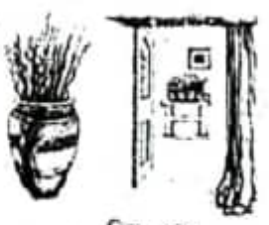
চিত্র : ১নং

চিত্র : ২নং

ক. আসবাব বিন্যাস কী? ১
খ. আসবাব বিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ১নং চিত্রে যে নীতি প্রয়োগ করা হয়েছে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. ২নং চিত্রের আলোকে প্রয়োজনীয় আসবাব বিন্যাসের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো মনে রাখতে হয় তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। সুমি তার গৃহের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে গৃহের আসবাবপত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে যেমন সুষ্ঠু পরিকল্পনা করেছে তেমনি গৃহের আসবাব ও পরিবারের সদস্যদের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় গৃহের বহিরাঙ্গনের পরিবেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাই সুমির পরিবারের সকল সদস্য সবসময় সুস্থ থাকে এবং তার গৃহের পরিবেশও সবসময় মনোরম থাকে।
ক. গৃহ পরিবেশ কী? ১
খ. গৃহে স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রয়োজন রয়েছে কেন? ২
গ. সুমি তার গৃহে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুব্যবস্থা ও রাতে কাজের ধরন অনুসারে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গৃহে এবং গৃহের বহিরাঙ্গনে স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সংরক্ষণে সুমির মতো তোমার কী ধরনের ভূমিকা পালন করা উচিত বলে মনে কর? ৪

উত্তরসূত্র ▶ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১ ▶ ১১৯ পৃষ্ঠার ২ নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▶ ১১৯ পৃষ্ঠার ৯ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৩ ▶ ১১৯ পৃষ্ঠার ১২ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৪ ▶ ১২০ পৃষ্ঠার ১৯ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৫ ▶ ১২০ পৃষ্ঠার ২৭ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৬ ▶ ১২০ পৃষ্ঠার ৩৪ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৭ ▶ ১২১ পৃষ্ঠার ৩৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর

উত্তরসূত্র ▶ সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ▶ ১২৫ পৃষ্ঠার ৩ নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▶ ১২৬ পৃষ্ঠার ৬ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৩ ▶ ১২৭ পৃষ্ঠার ৮ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৪ ▶ ১২৯ পৃষ্ঠার ১০ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৫ ▶ ১৩০ পৃষ্ঠার ১২ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৬ ▶ ১৩১ পৃষ্ঠার ১৪ নং প্রশ্ন ও উত্তর
৭ ▶ ১৩৩ পৃষ্ঠার ১৭ নং প্রশ্ন ও উত্তর